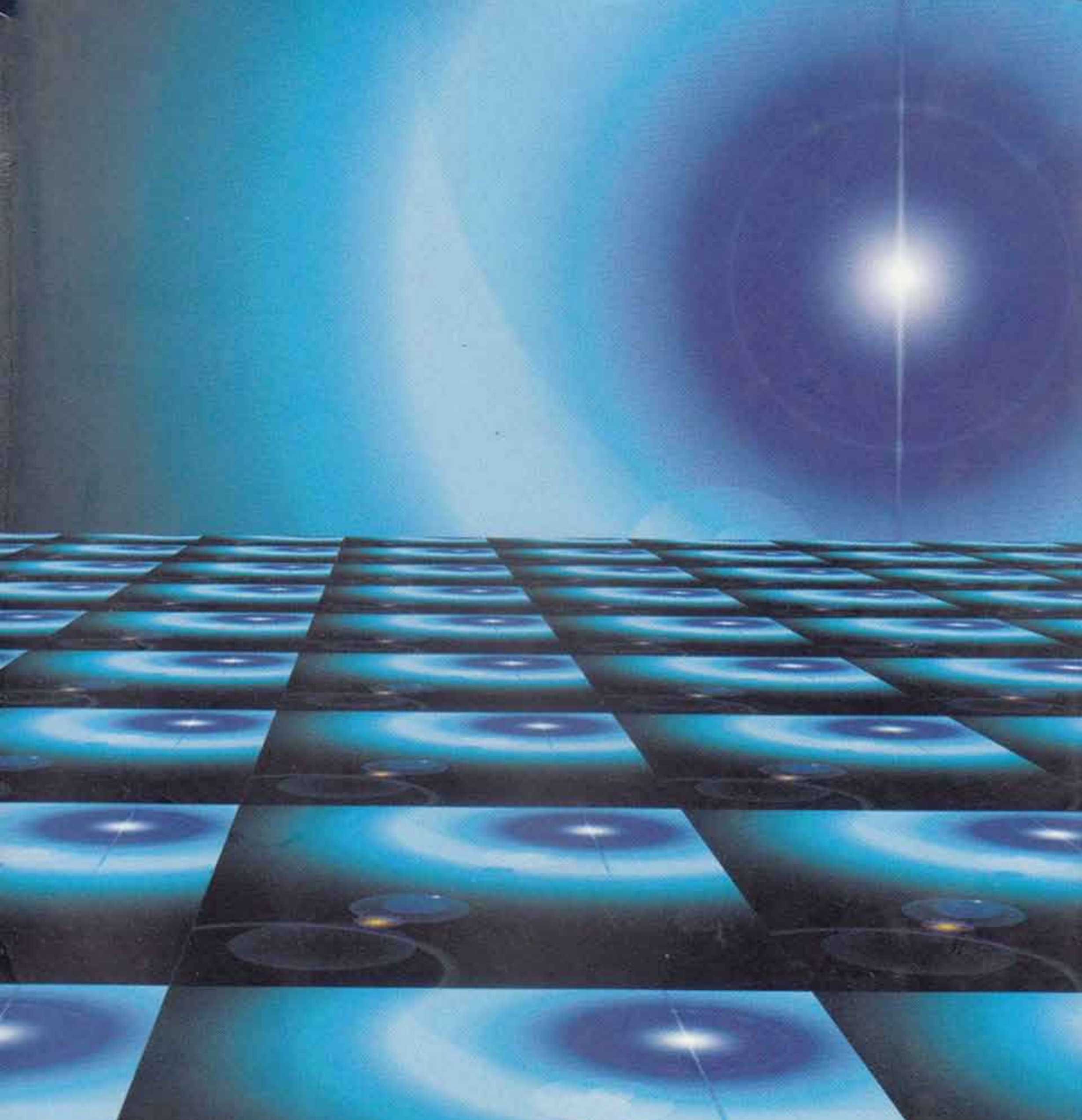

সায়েন্স ফিকশন

আইজাক আসিমভ

সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

আইজাক আসিমভের ফাউণ্ডেশন সিরিজ বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত। রোমাঞ্চকর অভিযান, দুঃসাহসিক কল্পনা এবং নতুন এক গ্রহ গড়ে তোলার মাধ্যমে এই সিরিজগুলোতে বর্ণিত হয়েছে একদল নিবেদিত- প্রাণ নারী পুরুষের কথা যারা ত্রিশহাজার বছরের সম্ভাব্য অরাজকতা এবং দুঃস্বপ্নকে ঠেকিয়ে গ্যালাক্সিতে মানবজাতিকে রক্ষার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল সময়টাকে পেরিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হলো না। ধ্বংস হয়ে গেল ফাউণ্ডেশন। পরাজিত হলো মিউলের মিউট্যান্ট পাওয়ারের কাছে। কিন্তু বাস্তব কোনো ভিত্তি না থাকলেও অনেকেই বিশ্বাস করে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য, মানবজাতির দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য গ্যালাক্সির কোনো এক শেষ প্রান্তে রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। মিউল প্রথমে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। কিন্ত এখন সে নিশ্চিত যে সে জানে কোথায় আছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। ফাউণ্ডেশনের ভাগ্য নির্ভর করছে আর্কেডিয়া ডেরিলের উপর। বয়স মাত্র চৌদ্দ কিন্তু এই বয়সেই জেনে ফেলেছে গ্যালাক্সির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ংকর গোপন তথ্য। ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া ফাউণ্ডেশনাররা হন্যে হয়ে তাদের অনুসন্ধান শুরু করে। ওরাও চায় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে ধ্বংস করতে। ওদের হাতে নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই।

ISBN 984 808 861 X

9 789848 088616

সায়েন্স ফিকশন সেকেন্ড ফাউন্ডেশন • আইজাক আসিমভ

সন্দেশ

হ্যারি সেলডন–গ্যালাক্সির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। মানবজাতিকে রক্ষার জন্য আজীবন সাধনার মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন সাইকোহিস্টোরির মতো অতি উন্নত এক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ার। এই ধ্বংস ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। তারপরে গ্যালাক্সিতে শুরু হবে ত্রিশ হাজার বছরব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি। এম্পায়ারের পতন ঠেকানো না গেলেও ত্রিশ হাজার বছরের অরাজকতা কমিয়ে মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে তিনি প্রথমটার চেয়ে আরো শক্তিশালী এবং সুসংহত নতুন এম্পায়ার গড়ে তুলতে পারবেন।

সেই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনা মোতাবেক মৃত্যুর পূর্বে গ্যালাক্সির একেবারে শেষ প্রান্তে টার্মিনাস নামক একাকী বিচ্ছিন্ন এক গ্রহে বিজ্ঞানীদের একটি কলোনি তৈরী করলেন। সম্পূর্ণ নতুন এক গ্রহে বিজ্ঞানীদের নতুন এই কলোনিই পরিচিত হয়ে উঠে ফাউণ্ডেশন নামে। প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ারের চূড়ান্ত পতন ঘটে ফাউণ্ডেশনের হাতে। তারপর গ্যালাক্সিতে ফাউণ্ডেশনের রাজ্য বিস্তার চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। কিন্তু আচমকা মিউল নামের এক মিউট্যান্ট শক্তির আবির্ভাব ঘটে যার অনুমান সেলডন নিজেও করেন নি। তার মেন্টাল পাওয়ারের কাছে শেষ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনও পরাজিত হয়।

উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। কারণ একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে সেলডন মেন্টাল সাইন্টিস্টদের নিয়ে আরেকটা ফাউণ্ডেশন তৈরি করে গেছেন। কিন্তু সেই ফাউণ্ডেশনের অবস্থান তিনি গোপন রেখে যান। মিউল প্রথম থেকেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজছে, নইলে তার গ্যালাক্সি দখল সম্পূর্ণ হবে না। প্রথম অবস্থায় খুঁজে না পেলেও ক্রমশই সে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে উঠছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে চূড়ান্ত আঘাতের জন্য।

প্রথম ফাউণ্ডেশনও চায় ওদেরকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমর শক্তিতে যতই শক্তিশালী হোক না কেন মেন্টাল পাওয়ারের বিরুদ্ধে তারা অসহায়। কাজেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের হাতে নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই ওদেরকে খুজে বের করে শেষ করে দিতে হবে।

কিন্তু কোথায় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন?

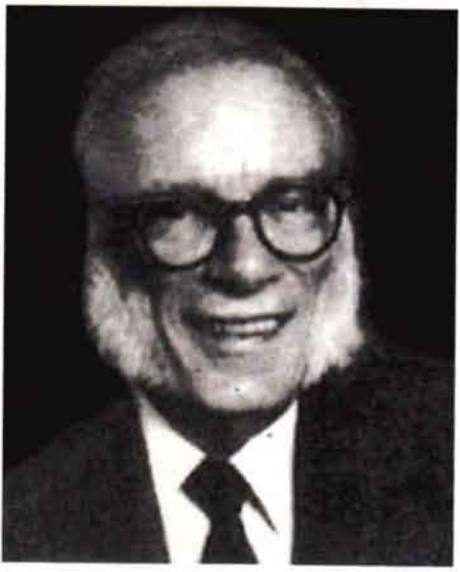

আইজাক আসিমভের জন্ম ১৯২০ সালে রাশিয়ায়। তিন বছর বয়সে তিনি পিতামাতার সাথে আমেরিকায় চলে আসেন এবং সেখানেই পড়ালেখা করেন। তীক্ষ্ম স্মরণশক্তির গুণে বয়স ষোল পেরোবার আগেই হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করেন। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

আসিমভ তার ফাউণ্ডেশন সিরিজ লেখা শুরু করেন একুশ বছর বয়সে, ধারণা করেননি যে তার এই সৃষ্টি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। তিনি পাঁচশতাধিক বই লিখেছেন–বিজ্ঞান, শেক্সপিয়ার, ইতিহাস, কোনোটাই বাদ দেননি। যদিও তিনি তার বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জন্যই বেশি জনপ্রিয়–যার মধ্যে রয়েছে, রোবট, এম্পায়ার এবং ফাউণ্ডেশন। তিনি প্রায় পাঁচ দশক ধরে সব বয়সের পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সকল কল্পকাহিনী লেখক তাকে আখ্যা দিয়েছেন 'গ্রাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন।' ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এই অসামান্য লেখক বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

অনুবাদক : **নাজমুছ ছাকিব** ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ জন্ম; এম.এস.এস (অর্থনীতি) শেষবর্ষ এবং আই.সি.এম-এ পড়েন। বই পড়ার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই। বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন। আর এ থেকেই সায়েন্স ফিকশন অনুবাদেও আগ্রহ। সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন তার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ।

প্রচ্ছদ। ধ্রুব এষ

সায়েন্স ফিকশন

সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Second Foundation

Isaac Asimov

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশন

সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার মা-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমুছ ছাকিব অনূদিত আরো বই :

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন্স এজ / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ / মূল: আইজাক আসিমভ
প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
নাইটফল / মূল: আইজাক আসিমভ ও রবার্ট সিলভারবর্গ
নেমেসিস / মূল: আইজাক আসিমভ
দ্য এ্যান্ড অব ইটারনিটি / মূল: আইজাক আসিমভ

দ্য হলো ট্রি / জ্যানেট লান
অচীন দ্বীপের গল্প / হোসে সারামাগো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

ভেঙে যাচ্ছে দশ হাজার বছরের ফার্স্ট গ্যালাকটিক এম্পায়ার। গ্যালাক্সির প্রতিটা গ্রহ নক্ষত্র ছিল এই এম্পায়ারের অন্তর্ভুক্ত। মানব জাতি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে অন্য কোনো ধরনের শাসন ব্যবস্থা ছিল বা থাকতে পারে।

এক মাত্র হ্যারি সেলডন বুঝতে পেরেছিলেন।

হ্যারি সেলডন ছিলেন ফার্স্ট গ্যালাকটিক এম্পায়ারের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তার হাতেই সায়েন্স অব সাইকোহিস্টোরি পরিপূর্ণ বিকশিত হয়। সাইকো হিস্টোরি সমাজ বিজ্ঞানেরই অতি উন্নত একটি শাখা। এর সাহায্যে মানুষের আচরণকে গণিতের সূত্রে প্রকাশ করা যায়।

একজন মানুষের আচরণ ব্যখ্যা করা কঠিন, কিন্তু সেলডন দেখতে পেলেন যে দলবদ্ধ একটি বিশাল মানবগোষ্ঠীর আচরণ পরিসংখ্যানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। জনগোষ্ঠী যত বৃহৎ হবে ফলাফল হবে তত বেশী নিখুত। আর সেলডন যে সময়ে তার সাইকোহিস্টোরি নিয়ে গবেষণা করেন সেই সময় গ্যালাক্সির জনসংখ্যা হিসাব করা হতো কুইন্টিলিয়ন্স-এ।

হ্যারি সেলডন, একমাত্র তিনিই প্রচলিত ধ্যান ধারণার উর্ধ্বে উঠে বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের হাতে গড়ে উঠা সবচেয়ে জটিল এবং শক্তিশালী সংগঠন, ধারণা করা হতো যা কখনো ধ্বংস হবেনা–পচন ধরেছে তার ভেতর, ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে। তিনি অনুমান করতে পারলেন (বা তার সমীকরণগুলো সমাধান করে এ-ধরনেরই কোনো ফলাফল পেলেন) যে আরেকটা নতুন সমন্বিত শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠার আগে গ্যালাক্সিতে যে সিমাহীন অরাজকতা, বর্বরতা এবং অশান্তি তৈরি হবে তার স্থায়িত্ব হবে ত্রিশ হাজার বছর।

মানব জাতিকে রক্ষার উপায় তিনি বাতলে দিলেন, মাত্র একহাজার বছরের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তৈরি করলেন মহাপরিকল্পনা। সতর্কতার সাথে গ্যালাক্সির দুই বিপরীত দিকের সুদূরতম প্রান্তে 'ফাউণ্ডেশন' নামে বিজ্ঞানীদের দুটো কলোনি স্থাপন করলেন। একটি ফাউণ্ডেশন তিনি স্থাপন করেন প্রকাশ্য দিবালোকে। অর্থাৎ গ্যালাক্সির সবাই এই ফাউণ্ডেশনের কথা জানত। অন্য ফাউণ্ডেশনের কথা তিনি গোপন করে যান। ফলে ওই ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য থেকে যায় অজানা।

ফাউণ্ডেশন এবং ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার এ ফার্স্ট ফাউণ্ডেশনের প্রথম তিন শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল গ্যালাক্সির আউটার পেরিফেরির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট এক গ্রহে এনসাইক্লোপেডিস্টদের ছোট লোকালয় হিসেবে। ধারাবাহিকভাবে তারা একটা একটা করে ক্রাইসিসের মুখোমুখি হয় যেখানে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক এবং সময় উপযোগী সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবাহের সমন্বয় ঘটে। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পথে চলার স্বাধীনতা ছিল এবং সেই পথে চলার ফলে প্রথম ফাউণ্ডেশন দ্রুত উন্নতি লাভ করে। সবকিছুই হ্যারি সেলডন ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন।

প্রথম ফাউণ্ডেশন উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের সাহায্যে আশেপাশের অনুন্নত গ্রহগুলো দখল করে। এম্পায়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অত্যাচারী ওয়ারলর্ডদের পরাজিত করে। শেষপর্যন্ত এম্পায়ারের শেষ শক্তিশালী সম্রাট এবং শেষ শক্তিশালী জেনারেলদের সাথে ফাউণ্ডেশনের যুদ্ধে এম্পায়ারের পুরোপুরি পতন ঘটে।

কিন্তু তারপর ফাউণ্ডেশন এমন এক বিপদের মুখোমুখি হয় যে বিপদের কথা এমনকি হ্যারি সেলডন নিজেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেননি। তিনি অনুমানও করতে পারেননি একজন মানুষের অতিমানবিক ক্ষমতা কত ভয়াবহ হতে পারে। তার নাম ছিল মিউল— একটা মিউট্যান্ট। মানুষের ইমোশন এবং মাইণ্ড কন্ট্রোল করার জন্মগত ক্ষমতা ছিল তার। কোনো সামরিক বাহিনীই তার সামনে টিকতে পারেনি এবং পারছিল না। তার ক্ষমতার কাছে প্রথম ফাউণ্ডেশন পরাজিত হয় এবং সেলডনস প্ল্যান আংশিক ধ্বংস হয়ে যায়।

আর সবার অগোচরে রয়েছে রহস্যময় "দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন"—যাদের মিউলের মতো ক্ষমতা রয়েছে। সবাই খুঁজছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। গ্যালাক্সির দখল সম্পূর্ণ করতে হলে মিউলকে অবশ্যই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজে বের করতে হবে। প্রথম ফাউণ্ডেশনের রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণ।

কিন্তু কোথায় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন? কেউ জানে না।

এই কাহিনী হচ্ছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন অনুসন্ধানের কাহিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিক্রম

প্রথম পর্ব: **মিউলের অন্বেষণ**

পুরোনো প্রাসাদ ১৩
মহাশূন্য ২৫
রোসেম ৩৪
এন্ডারস ৪০
মিউল ৪৮
দ্বিতীয় ফাউন্ডেশন ৫৯

দ্বিতীয় পর্ব: **ফাউন্ডেশনের অনুসন্ধান**

৭১ আর্কেডিয়া
৮২ সেলডনস প্ল্যান
৯০ ষড়যন্ত্রকারী
৯৯ সঙ্কটের আগমনী-বার্তা
১০২ আত্মগোপন
১১০ লর্ড
১১৫ লেডি
১২১ অনিশ্চয়তা
১৩১ চারদিকে শত্রু
১৪০ যুদ্ধ শুরু
১৪৯ লড়াই
১৫২ পরিত্যাক্ত পৃথিবী
১৫৮ যুদ্ধ শেষ
১৬৬ আমি জানি
১৭৭ সন্তোষজনক সমাধান
১৮৬ প্রকৃত সমাধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব : **মিউলের অন্বেষণ**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো প্রাসাদ

মিউল... প্রথম ফাউণ্ডেশনের পতনের পর মিউল শাসন ব্যবস্থার গঠনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ স্পষ্ট হতে থাকে। প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পরিপূর্ণ ভাঙনের পর ইতিহাসে মিউলই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে গ্যালাক্সির বিশাল অংশ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ফাউণ্ডেশনের বাণিজ্যিক সম্রাটেরা ছিল বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী এবং সাইকোহিস্টোরির অস্পর্শনীয় বন্ধন থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তার সাথে মিউলের দক্ষ ও শক্ত নিয়ন্ত্রণে থাকা "পৃথিবীসমূহের ইউনিয়নের" কোনো তুলনাই হয় না যে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্যালাক্সির এক দশমাংশ অঞ্চল এবং এক পঞ্চদশমাংশ জনসংখ্যা। বিশেষ করে তথাকথিত অনুসন্ধানের সময়...

*এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা**

AMARBOI.COM

মিউল এবং তার এম্পায়ার সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়ায় আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে তবে তা আমাদের বর্তমান কাহিনীর জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং এর অধিকাংশই আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য নীরস। মূলত এই অনুচ্ছেদে "ফার্স্ট সিটিজেন অব দ্য ইউনিয়ন" (মিউল এর অফিসিয়াল উপাধি) এর উত্থানের পিছনে যে অর্থনৈতিক শর্ত আছে সেগুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

যদিও অনুচ্ছেদটির লেখক মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শূন্য থেকে শুরু করে মিউলের বিশাল আধিপত্য বিস্তার এবং পাঁচ বছর শেষে এই আধিপত্য বিস্তার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবাক হয়েও থাকেন, তিনি তা গোপন করে গেছেন।

যাই হোক, এনসাইক্লোপেডিয়া বাদ দিয়ে আমরা বরং মিউলের পাঁচ বছরের আগ্রাসন শেষে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ারের মধ্যবর্তী সময়ে যে বিশাল অরাজকতা তৈরি হয়েছিল, সেই ইতিহাসের দিকে কাহিনীকে নিয়ে যাব।

রাজনৈতিকভাবে ইউনিয়ন অত্যন্ত স্থিতিশীল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্ভাবনাময়। মিউলের দৃঢ় শাসনে যে শান্তি বজায় ছিল সেটা বাদ দিয়ে পূর্বের বিশৃঙ্খল সময়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা কোনো মানুষেরই ছিল না। পাঁচ বছর পূর্বে যে গ্রহগুলো ফাউণ্ডেশনের অংশ

---

* এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকার সকল উদ্ধৃতি "এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা পাবলিশিং কোং, টার্মিনাস-এর আদেশক্রমে ১০২০ এফ. ই-তে প্রকাশিত ১১৬তম সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে পরিচিত ছিল, সেখানে কোনো কোনো মানুষের স্মৃতিতে হঠাৎ কখনো ফাউণ্ডেশনের কথা মনে হয় তবে মনে হওয়া পর্যন্তই। এর বেশি কিছু নয়। ফাউণ্ডেশন নেতাদের যাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না তারা মারা গেছে। যাদের প্রয়োজন ছিল, তাদের কনভার্ট করা হয়।

এবং এই কনভার্টদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে হ্যান প্রিচার, বর্তমানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল।

ফাউণ্ডেশনের যুগে হ্যান প্রিচার ছিল একজন ক্যাপ্টেন এবং বিরোধী আণ্ডারগ্রাউণ্ড ডেমোক্রেটিক পার্টির সক্রিয় সদস্য। মিউলের নিকট ফাউণ্ডেশনের বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণের পরেও প্রিচার মিউলের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কনভার্সন হয়।

হ্যান প্রিচার জানে তার কনভার্সন কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। সে কনভার্টেড হয়েছে কারণ মিউল একটা মিউট্যান্ট যার সাধারণ মানুষকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করার দুর্লভ গুণাবলী রয়েছে। সে অবশ্য সন্তুষ্ট। এরকমই হয়। মিউল কর্তৃক কনভার্সনের এটাই প্রধান লক্ষণ, যদিও হ্যান প্রিচার এই ব্যাপারে কোনো কৌতূহলই নেই।

এই মুহূর্তে প্রিচার ইউনিয়নের বাইরের সীমাহীন মহাশূন্যে তার পঞ্চম অভিযান শেষে ফিরতি পথে রয়েছে। তার কঠোর মুখ দেখে মনে হয় বাটালি দিয়ে কাঠ খোদাই করার মতো মসৃণভাবে তৈরি করা। সেখানে আবেগের কোনো প্রকাশ নেই। বাহ্যিক ভাব প্রকাশের কোনো প্রয়োজনও হয় না। কারণ একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে ভুরুর কম্পন দেখতে পারে, সেভাবেই মিউল মনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অনুভূতিকেও ধরতে পারে।

পুরাতন রাজকীয় হ্যাঙ্গারে বাহনটা রেখে প্রিচার বরাবরের মতো পায়ে হেঁটে প্রাসাদ চত্বরে প্রবেশ করল। তীরচিহ্নিত নীরব নির্জন মহাসড়ক ধরে এক মাইল হেঁটে গেল। প্রিচার জানে গোটা প্রাসাদ চত্বরে একজনও গার্ড নেই, একজনও সৈনিক নেই, একজনও সশস্ত্র লোক নেই।

মিউলের কোনো নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।

মিউল নিজেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক।

নিজের পায়ের শব্দ প্রিচারের কানে মৃদু আঘাত করছে। প্রাসাদের চকচকে ভাব এখনও রয়েছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুঃসাহসীর মতো অত্যন্ত অনুজ্জ্বল এবং শক্তিশালী ধাতব দেওয়াল, পুরাতন, গাঢ়লাল খিলান যা বিগত সাম্রাজ্যের স্মৃতি বহন করে চলেছে। মনে হয় নির্জন প্রান্তর এবং দিগন্তের জনবহুল নগরীর সবকিছু সে লক্ষ্য করছে শক্তভাবে।

প্রাসাদে শুধু একজন লোক—সে নিজে—যার অমানবিক সম্মোহনী শক্তির উপর নতুন অভিজাত শ্রেণী এবং সমস্ত ইউনিয়ন নির্ভর করে।

জেনারেল সামনে দাঁড়াতেই বিশাল মসৃণ দরজা বিকট হাঁ করে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে সে উপর দিকে চলমান র‍্যাম্পে চড়ল। শব্দহীন এলিভেটরে করে প্রাসাদের সর্বোচ্চ চূড়ায় মিউলের আলো ঝলমলে ব্যক্তিগত কক্ষের ছোট দরজার সামনে এসে থামল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেইল চ্যানিশ বয়সে তরুণ এবং তাকে কনভার্ট করা হয়নি। অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে নিজের অনুগত রাখার জন্য মিউল তার ইমোশনাল প্যাটার্ন এডজাস্ট করেনি। তার ব্যক্তিত্ব চারদিকের পরিবেশ ও বংশগত ধারা অনুযায়ী যেভাবে গড়ে উঠেছে ঠিক সেরকমই রয়েছে।

ত্রিশ পূর্ণ হবার আগেই রাজধানীতে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে সুদর্শন ও চটপটে—তাই সামাজিকভাবে সফল। সে বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল—মিউলের সাথেও তার ভালো সম্পর্ক। দুই ধরনের সাফল্যই তাকে তৃপ্তি দেয়।

এই প্রথম মিউল তাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যে মহাসড়ক ধরে সে হেঁটে যাচ্ছে সেটি সরাসরি চলে গেছে স্পঞ্জ এলুমিনিয়ামের তৈরি মোচাকৃতি চূড়ার দিকে যা একসময় 'কালগানের' ভাইসরয়ের বাসস্থান ছিল, যারা সম্রাটের অধীনে থেকে শাসন করত; পরবর্তীতে কালগানের স্বাধীন প্রিন্সেরা এটিকে নিজেদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করে। এবং বর্তমানে এটি ফার্স্ট সিটিজেন অব দ্য ইউনিয়নের বাসস্থান, যে নিজের একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করে।

চ্যানিশ নিজের মনে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। সেই অস্বস্তিকর কাল্পনিক ভয়, যার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে মিউল তার সীমাহীন রাজ্যবিস্তারের নীতি থেকে দূরে সরে গেছে, তার সাম্রাজ্য বিস্তারনীতির অফিসিয়াল প্রতিশব্দ "কনসলিডেশন।"

এই মুহূর্তে বিভিন্ন গুজব তৈরি হচ্ছে—গুজব কখনো বন্ধ হয় না। শোনা যাচ্ছে মিউল পুনরায় আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। মিউল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে এবং যে কোনো মুহূর্তে হামলা চালাবে। মিউল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সাথে চুক্তি করে গ্যালাক্সি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। মিউল সিদ্ধান্তে এসেছে যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং পুরো গ্যালাক্সিতে তার আধিপত্য বিস্তার করবে।

গুজবের কোনো শেষ নেই। শুধু প্রথমবারের মতোই এ ধরনের গুজব ছড়ায়নি। বেইল চ্যানিশের মনে অবশ্য রহস্যময় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ব্যাপারে কোনো দ্বিধা বা ভয় নেই। আবার মিউলকেও সে ভয় পায় না এবং এটা নিয়ে তার কিছুটা অহঙ্কারও রয়েছে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল সে।

বিশাল মসৃণ দরজা বিকট হা করে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে সে উপরদিকে চলমান র‍্যাম্পে চড়ল। শব্দহীন এলিভেটরে করে প্রাসাদের সর্বোচ্চ চূড়ায় মিউলের আলো ঝলমলে ব্যক্তিগত কক্ষের ছোট দরজার সামনে এসে থামল।

মিউল—তার অন্য কোনো নাম নেই এবং অফিসিয়ালি তার উপাধি 'ফার্স্ট সিটিজেন'—একমুখী স্বচ্ছ দেওয়ালের ভিতর দিয়ে দিগন্তের আলো ঝলমলে সুউচ্চ নগরীর দিকে তাকিয়ে আছে।

দিনের আলো নিভে যাওয়ায় নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে এবং সবগুলোই তার নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চিন্তাটা তার মুখে ক্ষীণ একটু তিক্ত হাসি ফুটিয়ে তুলল। আসলে তারা আনুগত্য স্বীকার করেছে এমন একটি ক্ষমতার কাছে যা কেউ আগে কখনো দেখেনি।

তাকিয়ে থাকার মতো সুদর্শন সে নয়। মিউল—অবহেলার দৃষ্টিতেই সবাই তার দিকে তাকাবে। লম্বায় পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি এবং ওজন একশ বিশ পাউণ্ড। তার কংকালসার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো হাড্ডিসার দেহ থেকে অশোভনভাবে বেরিয়ে রয়েছে। শুকনো মুখ থেকে মাংসল মোটা ঠোঁট উৎকটভাবে ঝুলে আছে প্রায় তিন ইঞ্চি।

তার চোখের দিকে তাকালে কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে সে মিউল। তার চোখে রয়েছে শান্ত নরম দৃষ্টি—যা গ্যালাক্সির সর্বশ্রেষ্ঠ দখলদারের জন্য একেবারেই বেমানান— সেই সাথে কিছুটা বিষণ্ণতাও মেশানো রয়েছে।

নগরীতে বিলাসবহুল পৃথিবীর বিলাসবহুল রাজধানীর সকল আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে। সে তার সবচেয়ে শক্ত প্রতিপক্ষ ফাউণ্ডেশনে রাজধানী স্থাপন করতে পারত, কিন্তু ফাউণ্ডেশন গ্যালাক্সির একেবারে প্রান্তে অবস্থিত। কালগান অনেকটা কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং অভিজাত শাসকদের ভূমি হিসাবে এর রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য। কৌশলগত দিক দিয়ে কালগানই রাজধানী হিসাবে উৎকৃষ্ট।

তারপরেও সে শান্তি পায়নি।

তারা তাকে ভয় করে, মান্য করে, এমনকি শ্রদ্ধাও করে—কিন্তু একটা দূরত্ব বজায় রেখে, অবজ্ঞা ছাড়া কেইবা তার দিকে তাকাবে? শুধু তারাই যাদেরকে সে কনভার্ট করেছে। কিন্তু তাদের কৃত্রিম আনুগত্যের কী মূল্য রয়েছে। এতে কোনো আনন্দ নেই। ইচ্ছা করলে সে অনেক উপাধি ধারণ করতে পারে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান আরোপ করতে পারে, কিন্তু তাতেও অবস্থার পরিবর্তন হবে না। বরং ভাল বা বলা যায় যে খারাপ কিছু ঘটবে না যদি শুধুমাত্র ফার্স্ট সিটিজেন হয়ে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

হঠাৎ করে তার ভিতরে তীব্র ও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। গ্যালাক্সির সামান্যতম অংশও তাকে অস্বীকার করতে পারবে না। গত পাঁচ বছর ধরে সে নিজেকে চুপচাপ কালগানে কবর দিয়ে রেখেছে শুধুমাত্র না দেখা, না শোনা, না জানা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অন্তহীন, রহস্যময় হুমকির কারণে। তার বয়স বত্রিশ। যদিও বৃদ্ধ বয়স নয় কিন্তু সে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করে। তার যতই তীব্র মেন্টাল পাওয়ার থাকুক, শারীরিকভাবে সে দুর্বল।

প্রতিটি নক্ষত্র! যতগুলি নক্ষত্র সে দেখতে পারে—এবং যতগুলি নক্ষত্র সে দেখতে পারে না সবই তার।

প্রতিশোধ। এমন একটি মানবসভ্যতার উপর যেখানে তার কোনো অংশ নেই। এমন একটি গ্যালাক্সির উপর যেখানে তার যোগ্যতার কোনো স্বীকৃতি নেই।

মাথার উপরের ঠাণ্ডা সবুজ ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠল। যে লোকটি প্রাসাদে প্রবেশ করেছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ সে অনুভব করতে পারছে এবং যেহেতু সন্ধ্যার ম্লান আলোয় তার মিউট্যান্ট অনুভূতি আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে, সেহেতু আগন্তুকের মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে সমস্ত আবেগ বুঝতে পারছে।

কোনো চেষ্টা ছাড়াই সে আগন্তুককে চিনতে পারল। প্রিচার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাউণ্ডেশনের এক সময়ের ক্যাপ্টেন, সেই ক্যাপ্টেন প্রিচার যে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু শাসনব্যবস্থার অবহেলার স্বীকার। ক্যাপ্টেন প্রিচারের কাজ ছিল একজন সাধারণ স্পাই-এর। সেখান থেকে তাকে সে উদ্ধার করে প্রথমে কর্নেল এবং পরে জেনারেল পদে উন্নীত করে; পুরো গ্যালাক্সিতে তার কাজের পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

বর্তমানের জেনারেল প্রিচার সম্পূর্ণ অনুগত, যদিও শুরুতে সে ছিল প্রচণ্ড বিদ্রোহী। তাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বা প্রতিদানের উদ্দেশ্যে সে মিউলের প্রতি অনুগত নয়—বরং শুধুমাত্র কৃত্রিম কনভার্সনের কারণেই সে অনুগত।

মিউল পাঁচ বছর আগে তার মেন্টাল পাওয়ারের মাধ্যমে হ্যান প্রিচারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তার মনে আনুগত্য ও শ্রদ্ধার আবরণ তৈরি করে দেয়। ফলে প্রিচারের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা, আদর্শ মিউলের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধার নিচে চাপা পড়ে গেছে।

পিছনে দরজা খোলার শব্দে সে ঘুরে দাঁড়াল, দেওয়ালের স্বচ্ছতা মুছে গিয়ে অস্বচ্ছ ভাব দেখা দিল। সন্ধ্যার ধূসর আলোর বদলে জ্বলে উঠল সাদাটে এটমিক আলো।

কক্ষে ঢুকে সোজা তার নির্ধারিত আসনে বসল প্রিচার। মিউলকে কোনো প্রকার কুর্নিশ, স্যালুট বা সম্মানসূচক সম্বোধন করার প্রয়োজন নেই। সে শুধুই 'ফার্স্ট সিটিজেন'। শুধু 'স্যার' বলে সম্বোধন করলেই চলে। তার সামনে যে কেউ বসতে পারবে, এমনকি পিছন ফিরতেও পারবে।

হ্যান প্রিচারের কাছে এগুলো একজন নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আচরণ বলে মনে হয়।

মিউল বলল, "তোমার চূড়ান্ত রিপোর্ট গতকাল আমার কাছে পৌঁছেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই সব বিষয় আমি পরিষ্কার বুঝতে পারিনি।"

জেনারেলের ভুরু কুঁচকে গেল, 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি—কিন্তু এছাড়া আর কিছু বলার নেই। আসলে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কোনো অস্তিত্বই নেই, স্যার।'

গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল মিউল, 'এবলিং মিস-এর দেওয়া কিছু তথ্য প্রমাণ রয়েছে। এই তথ্য প্রমাণগুলোকে অস্বীকার করার উপায় নেই।'

'নতুন কোনো গল্প নয়।' প্রিচার আগের সুরেই বলে গেল 'মিস ফাউণ্ডেশনের সেরা সাইকোলজিস্ট হতে পারে, কিন্তু হ্যারি সেলডনের তুলনায় সে দুগ্ধপোষ্য শিশু। যখন সে সেলডনের বিষয়ে গবেষণা করছিল সেই সময়ে মিস আপনার কৃত্রিম ব্রেইন কন্ট্রোলের অধীনে ছিল। আপনি হয়তো বেশি চাপ প্রয়োগ করেছেন, যার ফলে সে ভুল করেছে। স্যার, আমার মতে তার অবশ্যই ভুল হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিউল, পাতলা ঘাড় থেকে তার বিষণ্ণ মুখ আচমকা সামনে এগিয়ে এল। 'যদি সে আর একটা মিনিট বেঁচে থাকত। মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেই আমাকে বলতে চেয়েছিল কোথায় রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। আমি বলছি, সে জানত। আমার পিছানোর প্রয়োজন নেই, অপেক্ষা করারও প্রয়োজন নেই। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। বিনা লাভে পাঁচ বছর চলে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিচার তার শাসনকর্তার এই ব্যাকুল আচরণের জন্য কিছু বলতে পারল না; তার নিয়ন্ত্রিত মেন্টাল গঠন তাতে বাধা প্রদান করল। তবে সে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল। 'কিন্তু এ ছাড়া আর কী বিকল্প ব্যাখ্যা রয়েছে স্যার,' সে বলল, 'পাঁচ পাঁচবার আপনার চিহ্নিত পথে আমি অনুসন্ধান চালিয়েছি। এবং আমি এমনকি প্রতিটি গ্রহাণু পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। ধরা যাক তিনশ বছর পূর্বে হ্যারি সেলডন পুরোনো ধ্বংসপ্রায় সাম্রাজ্যের বদলে নতুন সাম্রাজ্য গঠনের ভিত্তি হিসাবে দুটি ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেন। সেলডনের মৃত্যুর এক শ বছরের মধ্যে 'প্রথম ফাউণ্ডেশন'— যাদের আমরা ভালো মতোই চিনি—তার নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। সেলডনের মৃত্যুর দেড়শ বছরের মধ্যে এম্পায়ারের সাথে শেষ লড়াইয়ের সময় এটি পুরো গ্যালাক্সিতে পরিচিতি লাভ করে। আর এখন তিন শ বছর পর কোথায় রয়েছে সেই রহস্যময় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন? গ্যালাক্সির কোথাও এর নাম শোনা যায়নি।'

'এবলিং মিস বলেছিল তারা নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রেখেছে। গোপনীয়তাই তাদের মূল শক্তি।'

'এতই গভীর গোপনীয়তা, যার ফলে মনে হয় যে কোনো অস্তিত্বই নেই!'

মিউল তার তীক্ষ্ণ চোখ তুলে তাকাল। 'না তাদের অস্তিত্ব আছে।' হাড্ডিসার আঙুল তুলে বলল, 'কৌশলগত কিছুটা পরিবর্তন আনা হবে।'

প্রিচার ভ্রূকুটি করল। 'আপনি কী নিজে যেতে চান? আমার মতে সেটা ভাল হবে না।'

'না, অবশ্যই না। তোমাকে আরেকবার যেতে হবে—শেষবারের মতো। কিন্তু অন্য একজনের সাথে যৌথভাবে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা, প্রিচার শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে, স্যার?"

'কালগানেরই এক তরুণ। বেইল চ্যানিশ।'

'কখনো নাম শুনিনি।'

'না, আমার মনে হয় না। তবে সে সপ্রতিভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী—এবং তাকে আমার ক্ষমতা দিয়ে কনভার্ট করা হয়নি।'

প্রিচারের দীর্ঘ চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না এতে কী লাভ হবে।'

'একটা লাভ হবে, প্রিচার। তুমি দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোক। তুমি আমাকে যথেষ্ট সার্ভিস দিয়েছ। কিন্তু তোমার অনুপ্রেরণা আরোপিত এবং আমার প্রতি রয়েছে অসহায় আনুগত্য। যখন তোমার নিজস্ব অনুপ্রেরণাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়, তোমার ভিতর থেকে সূক্ষ্ম কিছু অনুভূতি হারিয়ে যায়, যা আমি প্রতিস্থাপন করতে পারি না।'

'আমার সেরকম মনে হয় না, স্যার।' প্রিচার হাসি মুখে বলল। 'যখন আমি আপনার বিরোধী ছিলাম তখনকার কথা আমার ভালই মনে আছে। কোনোটাকেই কম জোড়ালো মনে হয় না।'

'হবেও না।' মিউলের মুখে হাসি ফুটল। 'এই ব্যাপারে তোমার বিশ্লেষণ কিছুটা বাস্তববাদী। চ্যানিশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র নিজের কাছেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুগত। সে ভালমতোই জানে যে আমার সাথে থাকলেই সে উপরে উঠতে পারবে এবং আমার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সবকিছু করবে, যাতে সে অনেক উপরে উঠতে পারে। যদি সে তোমার সাথে যায়, তার একটাই কারণ—নিজের উন্নতি।'

'তা হলে' প্রিচার বলল 'আপনি আমার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিচ্ছেন না কেন, যদি আপনি মনে করেন যে এতে আমার ভালো হবে। আমাকে এখন অবিশ্বাস করার দরকার নেই।'

'কখনোই না, প্রিচার। যেহেতু তুমি যে-কোনো মুহূর্তে আমার এক হাতের মধ্যে পৌঁছতে পারবে তাই তোমাকে কনভার্সনে রাখাই ভালো। এই মুহূর্তে তোমার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিলে পরমুহূর্তে তুমি আমাকে খুন করবে।'

জেনারেলের নাকের পাটা ফুলে গেল। 'আমি ভাবতেও পারি না আপনি এরকম চিন্তা করবেন।'

'আমি তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য বলিনি। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তোমার অনুভূতি কেমন হবে, তা তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। মানুষের মন যে-কোনো শাসনে বাধা দেয়। তাই সাধারণ সম্মোহনকারী কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মোহিত করতে পারে না, আমি পারি। কারণ আমি সম্মোহনকারী নই এবং বিশ্বাস কর, তোমার ভিতরে তোমার অজান্তে যে-আক্রোশ রয়েছে আমি তার মুখোমুখি হতে চাই না।'

প্রিচার মাথা নিচু করল। নিজেকে অন্তঃসারশূন্য মনে হচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর সে কথা বলতে পারল 'তাহলে এই লোককে আপনি কীভাবে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।'

'আমার মনে হয় পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সেই কারণেই তুমি তার সাথে যাবে। দেখ, প্রিচার' বলেই মিউল গদিমোড়া আর্মচেয়ারে এমনভাবে বসল, দেখে মনে হয় জীবন্ত টুথপিক, 'যদি সে দৈবাৎ দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের খোঁজ পায়—যদি তার কাছে মনে হয় যে আমার সাথে থাকার চেয়ে তাদের দলে যোগ দেওয়াই বুদ্ধিমানের—তুমি বুঝতে পারছ?'

প্রিচারের চোখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটল। 'খুব ভাল, স্যার।'

'অবশ্যই। কিন্তু মনে রাখবে তাকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'আর...হ্যাঁ...প্রিচার। বেইল চ্যানিশ সুশ্রী এবং আকর্ষণীয় সুপুরুষ। সে যেন তোমাকে বোকা বানাতে না পারে। সে বিবেকবর্জিত ভয়ঙ্কর লোক। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া কখনো তার মোকাবেলা করো না। এই পর্যন্তই।'

আবার একা হয়ে পড়ল মিউল, কক্ষের বাতি বন্ধ করে দিয়ে সে স্বচ্ছ দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আকাশ এই মুহূর্তে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। দিগন্তে নগরীতে বয়ে চলেছে আলোর বন্যা।

কেন এসব করতে হবে? এবং যদি সে সবকিছুর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে তাহলেই বা কী হবে। এর ফলে কী প্রিচারের মতো লোকদের শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠা বন্ধ হবে? বেইল চ্যানিশের সুদর্শন চেহারা কী নষ্ট হয়ে যাবে? সে নিজে কী মিউল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে মৃদু ধমক দিল। আসলে সে কী চায়?

মাথার উপরের ওয়ার্নিং লাইট একবার জ্বলল নিভল। প্রাসাদে যে প্রবেশ করেছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ সে এখানে বসেই টের পাচ্ছে এবং প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্রেইন ওয়েভের প্রতিটি তরঙ্গ ধরতে পারছে।

অনায়াসেই লোকটিকে চিনতে পারল সে। চ্যানিশ। তার মাইণ্ডে ধারাবাহিকতা না থাকলেও সনাতন, গতিশীল ও শক্ত একটি মাইণ্ড রয়েছে যা মহাজগতের নিজস্ব প্রভাব ছাড়া অন্য কোনো প্রভাব থেকে মুক্ত। সে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। তার ভিতরে খুব সামান্য হলেও সতর্কতা রয়েছে, কিছুটা অশ্লীলতাও রয়েছে। সবকিছুর পরও তার মধ্যে রয়েছে অহংবোধ ও নিজের প্রতি ভালবাসার অন্তহীন প্রবাহ, তার সাথে রয়েছে নিষ্ঠুর কৌতুকপ্রবণতা এবং উচ্চাকাঙ্খা।

মিউল জানে ইচ্ছা করলেই সে চ্যানিশের ব্রেইন নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। তাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে পারে। নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারে। কিন্তু কী হবে তাতে। যদি সে চ্যানিশের অহংকারী মাথা তার কাছে নিচু করতে বাধ্য করে তাতে কী তার নিজস্ব হাস্যকর অবস্থার পরিবর্তন হবে, যে কারণে সে দিনকে ঘৃণা করে ও রাতের অন্ধকারকে ভালবাসে, যে কারণে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও সে একাকী, নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে।

পিছনে দরজা খোলার শব্দে সে ঘুরল। দেওয়ালের স্বচ্ছ ভাব মুছে গিয়ে আণবিক আলো কক্ষের অন্ধকার দূর করে দিল।

বেইল চ্যানিশ হালকাভাবে চেয়ারে বসল, 'আমার কাছে এই সম্মান আশাতীত নয়, স্যার।'

চার আঙুলে মুখ ঘষে বিরক্তির সাথে বলল মিউল, 'কেন নয়?'

'আমার মনে হয় যদি না স্বীকার করতে চাই যে আমি গুজব শুনছি।'

'গুজব? বিশেষ করে কোনটার কথা তুমি বলছ?'

'আবার গ্যালাক্সিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে কথাগুলো শোনা যাচ্ছে। আমি আশা করি কথাগুলো সত্যি হবে এবং এতে নিজেও যথাযথভাবে অংশ নিতে পারব।'

'তাহলে তুমি মনে কর যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব আছে।'

'কেন নয়? এর ফলে পুরো ব্যাপারটিই মজাদার হয়ে উঠছে।'

'এবং এতে তুমি মজাও খুঁজে পাচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই। তাদের অতিরিক্ত রহস্যময়তার কারণেই। অনুমান করার জন্য এর চেয়ে ভাল বিষয় আর আছে কী? সংবাদপত্রগুলো আজেবাজে খবরে ভরা থাকে—তবে একটা খবরের কিছুটা গুরুত্ব থাকতে পারে। দি কসমস-এর একজন ফিচার লেখক তার প্রতিবেদনে এমন একটি পৃথিবীর কথা বলেছে যেখানে মেন্টাল পাওয়ারের অধিকারী লোকেরা বাস করে—দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন বুঝতেই পারছেন—যারা বাস্তব বিজ্ঞানের মোকাবেলা করার জন্য তাদের মেন্টাল ফোর্সকে শক্তিতে পরিণত করেছে। এই শক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারা লাইট ইয়ার দূরে থাকতেই মহাকাশযান ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব, গ্রহগুলোকে তাদের কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব—'

'মজার ব্যাপার, কিন্তু এই বিষয়ে তোমার ধারণা কতটুকু? এই মাইণ্ড পাওয়ারের ধারণার কথা অন্য কারো কাছে বলেছ?'

'গ্যালাক্সি, না! আপনি কী মনে করেন তারা শুধু নিজেদের গ্রহেই বসে থাকবে। না স্যার। আমি মনে করি আমরা যতটুকু জানি তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল বলে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে।'

'সেই ক্ষেত্রে, ব্যাপারটি সহজ করে বলি। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে খুঁজে বের করার একটা অভিযানে নেতৃত্ব দিতে তোমার কেমন লাগবে।'

মুহূর্তের জন্য মনে হল ধারণার চেয়েও দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ায় চ্যানিশ হতভম্ব হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ সময় সে চুপ করে রইল।

মিউল শুষ্কভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তো?'

কপালে ভাঁজ পড়ল চ্যানিশের। 'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে কোথায় যেতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ আপনার কাছে আছে।'

'জেনারেল প্রিচার তোমার সাথে যাবে—'

'অর্থাৎ আমি প্রধান ব্যক্তি নই?'

'কাজ শেষে নিজেকে বিচার করো। শোনো, তুমি ফাউণ্ডেশন থেকে আসনি। কালগানের স্থানীয় অধিবাসী, তাই না? তাহলে সেলডন প্ল্যান সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই সীমিত। যখন প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পতন ঘটছে, সেই সময় হ্যারি সেলডন এবং কয়েকজন সাইকোহিস্টোরিয়ান গণিতের সূত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের ভবিষ্যৎ ধারা বিশ্লেষণ করে গ্যালাক্সির দুই শেষপ্রান্তে দুটো ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেন। তিনি এমনভাবে পরিকল্পনা করেন যাতে দ্বিতীয় এম্পায়ারের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। হ্যারি সেলডন পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে এক হাজার বছর সময় নির্ধারণ করেছেন—এবং ফাউণ্ডেশন ছাড়া সময় নেবে ত্রিশ হাজার বছর। কিন্তু তিনি আমার বিষয় বিবেচনা করেননি। আমি একজন মিউট্যান্ট এবং সাইকোহিস্টোরির মাধ্যমে আমাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। তুমি বুঝতে পারছ?'

'পুরোপুরি স্যার। কিন্তু এর সাথে আমার সম্পর্ক কোথায়?'

'এখনি বুঝে যাবে। আমি গ্যালাক্সিকে একত্র করতে চাই—এবং সেলডনের এক হাজার বছরের উদ্দেশ্য মাত্র তিনশ বছরে অর্জন করতে চাই। প্রথম ফাউণ্ডেশন—পদার্থবিজ্ঞানীদের কলোনি—আমার অধীনে থেকে আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। ইউনিয়নের অগ্রযাত্রা এবং আদেশে তাদের তৈরি যে কোনো অস্ত্র আমার হাতে পৌছবে—দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন ছাড়া। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে আমাকে আরও বেশি করে জানতে হবে। জেনারেল প্রিচার পুরোপুরি নিশ্চিত যে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমি জানি আছে।'

'কীভাবে জানেন স্যার', চ্যানিশ জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিউল হঠাৎ রাগের সাথে বলল, 'আমি যাদের মাইণ্ড কন্ট্রোল করি, তাদের কন্ট্রোল্ড মাইণ্ডে ইন্টারফেয়ার করা হয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। এ ধরনের ইন্টারফেয়ারেন্স ক্রমেই বাড়ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের আঘাত করছে।

'এখানেই তোমার গুরুত্ব। জেনারেল প্রিচার আমার অনুগতদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা, তাই সেও নিরাপদ নয়। অবশ্যই সে কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু তোমার কনভার্সন হয়নি, তাই আমার লোক বলে সহজে কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। আমার যে কোনো অনুগতের চেয়ে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে তুমি অনেক বেশি সময় বোকা বানাতে পারো। বুঝেছ?'

'হুমম-ম-ম। হ্যাঁ। কিন্তু আপনার লোকদের কীভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে, যাতে জেনারেল প্রিচারের কোনো পরিবর্তন হলে আমি ধরতে পারি। তারা কী আপনার উপর আনুগত্য হারিয়ে ফেলে?'

'না আমি তোমাকে বলেছি ব্যাপারটি ঘটে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। এর চেয়েও বেশি বিপজ্জনক কারণ পরিবর্তন ধরা খুব কঠিন এবং কখনো কখনো আমাকে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হয় যে তারা কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করছে কিনা। তাদের আনুগত্য আগের মতোই থাকে, কিন্তু উদ্যোগ এবং অকৃত্রিম আচরণ তাদের মধ্যে থেকে মুছে ফেলা হয়। তারা সবাই পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু কোনো কাজে আসে না। গতবছর সেরা ছয়জনের এই অবস্থা হয়েছিল।' মিউলের মুখের এককোনা বেঁকে গেল।

'ধরুন, স্যার...ধরুন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন এই কাজগুলো করছে না, তাহলে কী অন্য কেউ যেমন আপনার নিজের মতো, আরেকজন মিউট্যান্ট।'

'ঘটনাগুলো ঘটানো হয়েছে সতর্ক ও দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে। একজন মাত্র লোক হলে অনেক বেশি তাড়াহুড়ো করত তাই না, এরা পুরো একটি পৃথিবী এবং তুমিই হবে তাদের বিরুদ্ধে আমার অস্ত্র।'

চ্যানিশের চোখে আলো ফুটে উঠল, 'এই সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।'

তার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করল মিউল। সে বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই এই সুযোগ তোমার প্রাপ্য, যেন তুমি বিশেষ কিছু করতে পার, যার জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। এমনকী আমার উত্তরসূরিও নির্বাচন করতে পারি তোমাকে। কিন্তু বিশেষ শাস্তিরও ব্যবস্থা রয়েছে। আমার ক্ষমতা শুধুমাত্র মানুষকে আমার প্রতি অনুগত করেই রাখে না।'

ভয়ে চ্যানিশ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য, আলোর এক ঝলকের মতো চ্যানিশ অনুভব করল তীব্র ব্যথার একটি প্রবাহ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। প্রচণ্ড শারীরিক ব্যথা তাকে বিধ্বস্ত করে দিল, তারপর ব্যথাটা চলে গেল। এখন তার মাইণ্ড কোনো ব্যথা অনুভব করছে না, শুধু প্রচণ্ড রাগের প্রবাহ অনুভব করছে।

মিউল বলল, 'রাগ করে লাভ নেই...হ্যাঁ তুমি লুকোচ্ছ, তাই না? কিন্তু আমি সব দেখতে পারছি। তাই শুধু মনে রাখবে এ ধরনের ঘটনা আবারও ঘটবে এবং বারবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটতে থাকবে। আমার মেন্টাল পাওয়ার দিয়ে অনেক মানুষ মেরেছি এবং এর চেয়ে কষ্টকর মৃত্যু আর নেই।'

থামল সে, 'এই পর্যন্তই।'

মিউল আবার একা হল। আলো বন্ধ করে সে সামনের দেওয়ালের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনল। আকাশ এখন কালো, আর মহাকাশের মসৃণ গহ্বরে গ্যালাকটিক লেন্সের প্রসারমান অবয়ব চুমকীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

নিহারিকার পাতলা কুয়াশার মতো যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি পরস্পরের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে মনে হয় একটি আলোর মেঘ।

এবং এর সবকিছুই তার—

আর শুধু একটা কাজ সারতে হবে, তারপর ঘুমাতে যাবে সে।

প্রথম সম্মেলন

তাদেরকে বলা হয় সাইকোলজিস্ট–এবং তাতেও সবটুকু ব্যাখ্যা হয় না। বরং বলা উচিৎ "সায়েন্টিস্ট উইথ সাইকোলজিক্যাল অরিয়েন্টেশন।" অর্থাৎ এই মানুষগুলোর বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের পরিচিত বৈজ্ঞানিক দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রচলিত সাইকোলজির অনুমিতির সাথে এই সাইকোলজির কোনো মিল নেই।

বিষয়টা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন–অনেকটা একদল অন্ধলোকের নিকট আরেকজন অন্ধলোকের রং এর বর্ণনা দেওয়ার মতো।

মোট কথা এখানে যারা আছেন তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মাইণ্ড গঠন এবং কার্যপ্রণালী বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারেন। শুধু তাত্ত্বিক ভাবেই নয় বহুদিন ধরে এই তত্ত্বগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন তাঁরা। আমাদের কাছে যা দীর্ঘ বক্তব্য হিসেবে পরিচিত এখানে সেটা অপ্রয়োজনীয়। বাক্যের কোনো একটি ছোট অংশও এখানে বাহুল্য। ইশারা, ইঙ্গিত–এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের নীরবতা থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের আদান প্রদান হয়।

যাই হোক আশৈশব সাইকোলজিক্যাল অরিয়েন্টেশনে বেড়ে উঠা এই মানুষগুলোর সম্মেলনের ক্ষুদ্র একটি অংশ শব্দ এবং বাক্যের সমন্বয়ে প্রকাশ করা হলো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য। যদিও সূক্ষ্ম তারতম্যের কিছুটা ভয় আছে।

প্রধান 'কণ্ঠস্বর' সবাই তাকে জানে শুধুমাত্র 'ফার্স্ট স্পিকার' হিসেবে, তিনি বলছিলেন 'স্পষ্টতই এখন বোঝা যাচ্ছে মিউল তার প্রথম আগ্রাসন থামাতে কেন বাধ্য হয়েছিল। মিউল তার কৃত্রিম ব্রেইন এনার্জি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের অবস্থান প্রায় জেনে ফেলেছিল। সেই লোক, প্রথম ফাউণ্ডেশন যাকে "সাইকোলজিস্ট" বলে জানত, মিউলের কাছে তার আবিষ্কারের কথা বলার আগ মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হয়। ফেজ থ্রি অনুযায়ী এটি একটি আকস্মিক ঘটনা। এবার তুমি বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্স্ট স্পিকার, পঞ্চম বক্তাকে নির্দেশ করলেন, সে সূক্ষ্ম কাঠিন্যের সাথে বলা শুরু করল, 'এটা নিশ্চিত যে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। সম্মিলিত আক্রমণের মুখে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম, বিশেষ করে যে-আক্রমণ পরিচালিত হয় মিউলের মতো তীক্ষ্ণ মেন্টাল পাওয়ারের অধিকারী একজনের দ্বারা, প্রথম ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করার কিছুদিন পরে, সঠিক হিসাবে ছয়মাস পড়ে সে ট্র্যানটরে এসেছিল। ছয়মাসের মধ্যে আবার সে এখানে আসবে এবং সমস্ত সম্ভাবনা আমাদের প্রতিকুলে—৯৬.৩ প্লাস অথবা ০.০৫%, যথার্থ হিসাবে। যে-শক্তি মিউলকে থামতে বাধ্য করেছিল তার বিশ্লেষণ করতে আমাদের প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। আমরা জানি কোন অনুভূতি তাকে পরিচালিত করেছে। শারীরিক খুঁতের কারণে তার ভিতরে তৈরি জটিলতা এবং মানসিক বিশেষত্ব আমাদের জানা। যাই হোক, ফেজ থ্রি দ্বারা সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে চিহ্নিত করা গেছে যে—তার এই নিয়ম-বহির্ভূত আচরণের প্রধান কারণ হচ্ছে তার প্রতি সত্যিকার অনুভূতি রয়েছে এমন একজন ব্যক্তির উপস্থিতি।

'এবং যেহেতু এই নিয়ম-বহির্ভূত আচরণ সঠিক সময়ে আরেকজন হিউম্যান বিয়িং এর উপর নির্ভর করে, তাই শুধু এই ঘটনাই আকস্মিক। আমাদের এজেন্ট নিশ্চিত যে এক তরুণী মিউলের সাইকোলজিস্টকে হত্যা করে। এই মেয়েটিকে মিউল বিশ্বাস করত এবং তাই তাকে সে মেন্টালি কন্ট্রোল করেনি—কারণ মেয়েটি তাকে পছন্দ করত।'

'সেই ঘটনার পর, পুরো বিষয়টির একটি গাণিতিক বিশ্লেষণ করা হয়—যার বিস্তারিত বর্ণনা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে রয়েছে। এই বিশ্লেষণ আমাদের সতর্ক করে তুলেছে। কারণ আমরা মিউলকে থামিয়েছি অপ্রচলিত পদ্ধতিতে যার ফলে সেলডনের সমস্ত পরিকল্পনা প্রতিদিন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।' এই বলে সে শেষ করল।

ফার্স্ট স্পিকার বলার পূর্বে প্রত্যেককে বিষয়টি অনুধাবন করানোর জন্য কিছুক্ষণ থেমে থাকলেন। 'পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সেলডনের মুল পরিকল্পনা প্রায় ধ্বংসের মুখে এবং সেই সাথে আমি এও বলব যে, আমাদের দূরদৃষ্টির অভাবে ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে পড়ছে। সময় চলে যাচ্ছে। আমার মতে আমাদের হাতে একটাই সমাধান রয়েছে—যদিও সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

'আমাদের খুঁজে বের করার জন্য মিউলকে সুযোগ দেব—আপাতদৃষ্টিতে।'

আবার কিছুক্ষণ থামলেন, এই সুযোগে সকলের অনুভূতি বুঝে নিলেন, তারপর 'আমি আবারও বলছি—আপাতদৃষ্টিতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাশূন্য

মহাকাশযান যাত্রার জন্য প্রায় তৈরি। কোনো কিছুর অভাব নেই, শুধু গন্তব্য ছাড়া। মিউল আবার ট্র্যানটরে ফিরে যেতে বলেছে—যা ছিল মানব সভ্যতার সর্ববৃহৎ অতুলনীয় মেট্রো পলিস—এই ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবী একসময় ছিল গ্যালাকটিক এম্পায়ারের রাজধানী।

ব্যাপারটি প্রিচারের পছন্দ হয়নি। ট্র্যানটরের যাত্রাপথ অত্যন্ত দীর্ঘ, নীরস।

বেইল চ্যানিশকে সে নেভিগেশন রুমে দেখতে পেল। তরুণের কোঁকড়ানো চুল যথেষ্ট এলোমেলো কিন্তু শুধু একগোছা চুল কপালের উপর এসে পড়েছে, যেন ইচ্ছে করেই ফেলে রাখা হয়েছে। সাথে তার মুখের হাসি মানিয়ে গেছে বেশ। প্রিচার কিছুটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল।

চ্যানিশ স্পষ্টই উত্তেজিত, 'প্রিচার, সত্যিই কো-ইনসিডেন্স।'

ঠাণ্ডা গলায় বলল জেনারেল, 'বুঝতে পারছি না কিসের কথা বলছ।'

'ওহ, ঠিক আছে, একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড় ওল্ড ম্যান, কথা বলা যাক। আমি তোমার রিপোর্টগুলো পড়ছিলাম, সত্যিই দারুণ কাজ।'

'খুব খুশি হলাম।'

'কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তুমি কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারনি বলে। তুমি কী সমস্যাটিকে যুক্তি দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছ? বলতে চাচ্ছি একের পর এক নক্ষত্র তন্নতন্ন করে খোঁজার প্রয়োজন আছে এবং গত পাঁচটি অভিযানে এই করতে গিয়ে তুমি এক নক্ষত্র থেকে আরেক নক্ষত্রে প্রায় লাফিয়ে বেড়িয়েছ। কিন্তু হিসাব করে দেখেছ এইভাবে পরিচিত প্রতিটি নক্ষত্র খুঁজে দেখতে কী পরিমাণ সময় লাগবে।

'হ্যাঁ, অনেকবার।' প্রিচার এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না।

'তা হলে প্রথমেই আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা কী খুঁজছি।'

'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন,' প্রিচারের মুখে মুচকি হাসি।

'সাইকোলজিস্টদের ফাউণ্ডেশন' চ্যানিশ শুদ্ধ করে দিল, 'যারা ফিজিক্যাল সায়েন্সে দুর্বল, যেমন প্রথম ফাউণ্ডেশন সাইকোলজিতে দুর্বল। আমাদেরকে এমন একটি পৃথিবী খুঁজে বের করতে হবে যা শাসন করা হয় মেন্টাল পাওয়ার দিয়ে এবং প্রযুক্তির দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার এই ধারণা কেন হল?' শান্তভাবে প্রশ্ন করল প্রিচার। 'আমাদের নিজেদের "ইউনিয়ন অব ওয়ার্ল্ড" প্রযুক্তির দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই, যদিও আমাদের শাসনকর্তার মূল শক্তি তার মেন্টাল পাওয়ার।'

'কারণ সে প্রথম ফাউণ্ডেশনের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েছে,' গলাটা কিছুটা অধৈর্য শোনালো, 'এবং পুরো গ্যালাক্সিতে একমাত্র তারাই জ্ঞানের ভাণ্ডার। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন অবশ্যই বিভক্ত গ্যালাকটিক এম্পায়ারের কোনো অংশে লুকিয়ে আছে।'

'তা হলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে অনেকগুলো পৃথিবীকে শাসন করার মতো মেন্টাল পাওয়ার তাদের রয়েছে কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে তারা দুর্বল।'

'তুলনামূলকভাবে দুর্বল। দুর্বল ক্ষয়িষ্ণু প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নিজেদের তারা রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু মিউলের ক্ষমতা এবং তার উন্নত এটমিক পাওয়ারের কাছে টিকতে পারবে না। নাইলে, তাদের অবস্থান এত ভালোভাবে লুকানো কেন, শুরুতে হ্যারি সেলডন তাদের অস্তিত্ব গোপন করেছেন, এখন তারা নিজেরা গোপন করছে। প্রথম ফাউণ্ডেশন নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করেনি, এমনকি তিন শ বছর পূর্বে যখন একটি নিঃসঙ্গ গ্রহে অরক্ষিত ছোট শহরে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল তখনও না।'

প্রিচারের মুখ ব্যঙ্গাত্মকভাবে বেঁকে গেল, 'এই হল তোমার ধারণা, তোমার বর্ণনার সাথে মিলে যাবে এমন সবগুলো কিংডম, রিপাবলিক, প্ল্যানেট স্টেটস এবং ডিকটেটরশিপের তালিকা চাইলে আমি দিতে পারি।'

'সব তথ্যই রয়েছে?'

'এখানে পাবে না, কিন্তু বিরোধী পেরিফেরির প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ইউনিটের সকল তথ্য আমাদের কাছে আছে। তুমি কী সত্যিই মনে কর মিউল "হিট অ্যাণ্ড মিস" পদ্ধতিতে কাজ করে?'

'ঠিক আছে, তা হলে,' তরুণের কণ্ঠে যেন নতুন শক্তি ভর করল, 'অলিগার্কি অব জেনডার বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বল।'

প্রিচার চিন্তিতভাবে কান চুলকাল, 'জেনডা'? ও মনে পড়েছে। তারা পেরিফেরির মধ্যে নয়, তাই না? আমার মনে হয় তারা গ্যালাক্সির কেন্দ্রের বাইরের একটি তৃতীয় পক্ষ।

'হ্যাঁ, তাতে কী?

'আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অবস্থান অ্যাট দ্য আদার এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি। স্পেস জানে এটিই একমাত্র সূত্র। কিন্তু জেনডার কথা আসছে কেন? প্রথম ফাউণ্ডেশনের রেডিয়ান থেকে এর কৌণিক দূরত্ব প্রায় এক শ দশ থেকে এক শ বিশ ডিগ্রি। এখান থেকে প্রায় এক শ আশি ডিগ্রি কাছে।'

'রেকর্ডে আরেকটা কথা বলা ছিল। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে "স্টারস এণ্ডে"।'

'গ্যালাক্সিতে এধরনের কোনো জায়গা চিহ্নিত করা যায়নি এখন পর্যন্ত।'

'কারণ এটা একটা স্থানীয় নাম, গোপনীয়তার জন্য একটি সাংকেতিক শব্দ। অথবা সেলডন ও তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবিষ্কৃত শব্দ। তবে "স্টারস এণ্ড" এবং "জেনডার" মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক রয়েছে, তুমি কী মনে কর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শব্দের মিল? যথেষ্ট নয়।'

'তুমি সেখানে কখনো গিয়েছ?'

'না।'

'কিন্তু তোমার রেকর্ডে উল্লেখ আছে।'

'কোথায়? ওহ, হ্যাঁ কিন্তু শুধু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ঐ পৃথিবী সম্পর্কে বলার মতো উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।'

'তুমি প্রধান গ্রহে অবতরণ করেছিলে? সরকারের কেন্দ্রবিন্দুতে?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।'

'তাহলে, তুমি কী আমার সাথে কিছুক্ষণের জন্য লেন্সের সামনে আসবে?'

'নিশ্চয়ই।'

ইন্টারস্টেলার মহাকাশযানে লেন্স নতুন সংযোজন করা হয়েছে। মূলত: এটা একটা জটিল ক্যালকুলেটিং মেশিন। এর স্ক্রিনে এক জায়গায় বসেই গ্যালাক্সির যে-কোনো স্থানের রাতের আকাশের হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

পাইলট রুমের আলো কমিয়ে চ্যানিশ কো-অর্ডিনেটস্ ঠিক করতে লাগল। কন্ট্রোল বোর্ডের লাল আলোয় তার মুখে নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠেছে। প্রিচার পা ভাঁজ করে পাইলটের আসনে বসেছে, মুখে হতাশা।

ধীরে ধীরে চ্যানিশের কো-অর্ডিনেটস বিন্দুগুলো স্ক্রিনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।,গ্যালাক্সির কেন্দ্রের জনবহুল সৌরজগতগুলো ফুটে উঠেছে।

'এটা,' চ্যানিশ ব্যাখ্যা করল ট্র্যানটর থেকে দেখা শীতের রাতের আকাশ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তোমার অনুসন্ধানে তুমি ট্র্যানটরকে অবহেলা করেছ। যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ট্র্যানটরকে জিরো পয়েন্ট ধরে তার কাজ শুরু করবে। ট্র্যানটর ছিল গ্যালাকটিক এম্পায়ারের রাজধানী। এমনকি প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। সে কারণেই দশটার মধ্যে নয়টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিকড় থাকবে ট্র্যানটরে। তুমি তো জানই, সেলডন হেলিকন গ্রহের অধিবাসী হয়েও তিনি ও তার সঙ্গীরা কাজ করেছেন ট্র্যানটরে বসে।

'তুমি আমাকে কী দেখাতে চাইছ?' প্রিচারের ঠাণ্ডা গলায় অপরজনের উৎসাহে ভাটা পড়ল।

'ম্যাপই সব ব্যাখ্যা করবে। একটা কালো নেবুলা দেখতে পারছ? এর বাহুর এক অংশের ছায়া স্ক্রিনে পড়েছে, যার ফলে গ্যালাক্সির ঐ অংশটুকু অনুজ্জ্বল হয়ে আছে।' আঙুল দিয়ে সে ছোট একটি অংশ দেখিয়ে দিল, মনে হয় আলোর বুনটের মাঝখানে কালো গহ্বর। 'স্টেলারগ্রাফিকেল রেকর্ডে এর নাম পিলটস নেবুলা। খেয়াল কর আমি ইমেজ বড় করছি।'

লেন্স ইমেজের কাজ প্রিচার আগেও দেখেছে। কিন্তু এখনও সে বিস্মিত হয়। অনেকটা হাইপারস্পেস ড্রাইভ ছাড়া কোটি কোটি নক্ষত্রের ভিড়ের মাঝে প্রচণ্ড গতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালাক্সি পাড়ি দেওয়ার সময় ভিজিপ্লেটে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। মনে হয় স্ক্রিনের একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে নক্ষত্রগুলো তাদের দিকে ছুটে আসছে, বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে স্ক্রিনের কিনারা দিয়ে। ছোট বিন্দু একটা থেকে দুটো হচ্ছে। তারপরই হয়ে যাচ্ছে বিশাল ভূ-গোলক। ঝাপসা কুয়াশা হঠাৎ করেই হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট অসংখ্য বিন্দু।

এর মাঝখানেই কথা বলছে চ্যানিশ, 'আমরা ট্র্যানটর থেকে পিলটস নেবুলার দিকে সোজা পথ ধরে এগুচ্ছি। আর তাই বাইরে যা দেখছি তার সাথে ট্র্যানটরের মহাজাগতিক অবস্থার মিল রয়েছে। লাইট গ্র্যাভিটেশনের কারণে কিছু ভুল হয়ে থাকতে পারে তবে সেটা খুবই সামান্য।'

ম্যাগনিফিকেশনের গতি কমে যাওয়ায় স্ক্রিনে অন্ধকার বাড়ছে। কিনারা দিয়ে নক্ষত্রগুলো যেন অনেকটা অনিচ্ছার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রসারমান নেবুলার শেষ প্রান্তে অসংখ্য নক্ষত্রের মহাবিশ্ব কেমন অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল, কারণ সামনের কিউবিক পারসেক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের অসংখ্য পরমানু, যেগুলো তাপ বিকীরণ করে না।

চ্যানিশ একটি অংশ চিহ্নিত করে বলল, 'মহাকাশের এই অংশের অধিবাসীরা একে বলে "মুখ।" গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে শুধু ট্র্যানটর থেকেই এটাকে মুখের মতো মনে হয়।' সে যা নির্দেশ করছে সেটি নেবুলার গায়ের একটি ফাটল, দেখতে আসলেই অনেকটা অসমতল হাসি মুখের মত, নক্ষত্রের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার ফুটে আছে।'

"মুখটাকে" অনুসরণ কর,' বলল চ্যানিশ, "মুখ" থেকে খাদ্যনালীর মতো সরু পথ ধরে নিচের পাতলা একসারি আলোর দিকে যাও।'

পুরো স্ক্রিন জুড়ে এখন শুধু "মুখ" রয়েছে। চ্যানিশ সরু লাইন ধরে তার আঙুল একটি বিন্দুর উপর থামাল, সেখানে শুধু একটি নক্ষত্র একা জ্বলজ্বল করছে। এবং এর পরে রয়েছে সীমাহীন অন্ধকার, যা নক্ষত্রের আলোতেও দূর হয়নি।

""স্টারস এণ্ড" তরুণ সহজ গলায় বলল। 'নেবুলার গঠন এখানে হালকা হয়ে গেছে এবং ঐ নক্ষত্র শুধু একদিকেই আলো বিকিরণ করছে, ট্র্যানটরের দিকে।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ—' মিউল জেনারেলের কণ্ঠে সন্দেহ।

'আমি কিছু বলছি না। জেনডা—স্টারস এণ্ড।'

লেন্স বন্ধ হয়ে গেল। প্রিচার তিন লাফে চ্যানিশের কাছে পৌছল। 'কীভাবে জানলে?'

চ্যানিশ চেয়ারে হেলান দিল। তার মুখে দ্বিধার ভাব। 'ব্যাপারটা আকস্মিক। আমারও কিছুটা কৃতিত্ব রয়েছে, তারপরও ব্যাপারটা পুরোপুরি আকস্মিক। এর সাথে অনেক যুক্তি মিলে যায়। আমাদের রেফারেন্স অনুযায়ী জেনডা শাসন করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী। তারা সাতাশটি বাসযোগ্য গ্রহ শাসন করে। জেনডা প্রযুক্তির দিক দিয়ে উন্নত নয়। সবচেয়ে বড় কথা এটা একটি রহস্যময় পৃথিবী, মহাকাশের এই অংশের স্থানীয় রাজনীতিতে শক্ত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে এবং তাদের সীমানা বৃদ্ধির কোনো আগ্রহ নেই। আমার মনে হয় গ্রহটা আমাদের দেখা দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিউলকে তুমি ব্যাপারটা জানিয়েছ?'

'না, জানাবও না। আমরা এখন মহাকাশে রয়েছি এবং প্রথম "হপ" এর প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

আকস্মিক আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে ভিজিপ্লেট এডজাস্ট করে প্রিচার ঠাণ্ডা কালো মহাশূন্য দেখতে পেল। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দৃশ্যটার দিকে। তারপর ঘুরল। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাত ব্লাস্টারের শক্ত মসৃণ বাটের উপর চলে গেছে।

'কার আদেশে?'

'আমার আদেশে, জেনারেল'—প্রথমবারের মতো চ্যানিশ তাকে এইভাবে সম্বোধন করল— 'তোমাকে আমি লেন্সের সামনে ব্যস্ত রেখেছিলাম। তাই তুমি কোনো গতি টের পাওনি, সন্দেহ নেই টের পেলেও ভেবেছিলে তা লেন্সে দেখা নক্ষত্রগুলোর গতি।'

'কেন—তুমি কী করতে চাও? জেনডা সম্পর্কে আবোলতাবোল কথা বলার অর্থ কী?'

'আবোলতাবোল নয়। আমি সিরিয়াস। আমরা সেখানে যাচ্ছি। তিনদিন পরে যাত্রার কথা থাকলেও আমরা আজকেই যাত্রা করেছি। জেনারেল তুমি বিশ্বাস করো না যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আছে। কিন্তু আমি করি, তুমি শুধু অন্ধের মতো মিউলের আদেশ পালন কর; আমি অনেক বিপদ দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন প্রস্তুত হওয়ার জন্য পাঁচবছর সময় পেয়েছে। তারা কীভাবে তৈরি হচ্ছে আমি জানি না, কিন্তু কালগানে তাদের এজেন্ট থাকতে পারে। যদি আমার মাইণ্ডে তাদের অস্তিত্বের কথা থাকে তবে ব্যাপারটি তাদের অজানা থাকবে না। আমার জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই জেনডার কথা কাউকে জানাইনি, তোমাকে ছাড়া। তুমিও জেনেছ আমরা মহাকাশে বেরিয়ে আসার পর।' চ্যানিশ আবার হাসছে। সন্দেহ নেই পরিস্থিতি পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে।

ব্লাস্টার থেকে হাত সরিয়ে আনল প্রিচার। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে অস্বস্তিতে ভুগল। কিছু একটা তাকে ভিতর থেকে বাধা দিচ্ছে, দমিয়ে রাখছে। একসময় যখন সে প্রথম ফাউণ্ডেশনের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন ছিল, তখন সে চ্যানিশের চেয়েও দ্রুত ও ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ নিয়েছে। মিউলের কথাই কী ঠিক? তার কন্ট্রোলড মাইণ্ড কি এতই অনুগত যে সে কোনো উদ্যোগ নিতে পারে না। ভিতরের হতাশা তাকে অদ্ভুত অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

সে বলল, 'ঠিক আছে। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার সাথে আলোচনা করে নেবে।'

মিটমিট সংকেত তার মনযোগ কেড়ে নিল।

'ইঞ্জিন রুম', চ্যানিশ সহজ গলায় বলল, 'বলে রেখেছিলাম কোনো সমস্যা হলে জানাতে। দুর্গ সামলাতে চাও?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল প্রিচার। একটা দুটো নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে ভিজিপ্লেটে। গ্যালাক্সির মূল অংশ একপ্রান্তে ঝাপসা হয়ে গেছে।

কী ঘটবে যদি সে মিউলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়—

কিন্তু চিন্তাটা তার মনে ভয় ধরিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিফ ইঞ্জিনিয়ার হক্সলানি তীক্ষ্ণ চোখে তরুণের দিকে তাকাল। নিজেকে সে ফ্লিট অফিসার হিসাবে পরিচয় দিচ্ছে এবং দেখে মনে হয় তার হাতেই পুরো কর্তৃত্ব। হক্সলানি দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ফ্লিটম্যান হিসাবে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত সে উপরওয়ালাদের ইনসিগনিয়া ভালভাবে বুঝতে পারে না।

তবে এই লোকটিকে মিউল নিয়োগ করেছে এবং মিউলের কথাই শেষ কথা। এমনকী অবচেতন মনেও মিউল সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই। ইমোশনাল কন্ট্রোলের শিকড় অনেক গভীর।

সে চ্যানিশের হাতে একটা ডিম্বাকার বস্তু দিল।

সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সুন্দরভাবে হাসল চ্যানিশ।

'তুমি ফাউণ্ডেশনের লোক, তাই না চিফ?'

'জী, স্যার। ফার্স্ট সিটিজেন ক্ষমতা দখলের আঠারো বছর আগে থেকে আমি ফাউণ্ডেশনে কাজ করি।'

'ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর ফাউণ্ডেশন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছ?'

'প্রথম শ্রেণীর কোয়ালিফাইড টেকনিশিয়ান, সেন্ট্রাল স্কুল অন এনাক্রিওন।'

'খুব ভালো। আর তুমি এটা পেয়েছ কমিউনিকেশন সার্কিটে যেখানে আমি দেখতে বলেছিলাম।'

'জী স্যার।'

'জিনিসটা কী সেখানে থাকার কথা?'

'না স্যার।'

'তা হলে কী এটা?'

'হাইপারট্রেসার স্যার।'

'বুঝিয়ে বল। আমি ফাউণ্ডেশনের লোক নই। এটার কাজ কী?'

'এই যন্ত্র দিয়ে হাইপারস্পেসেও মহাকাশযানকে ট্রেস করা সম্ভব।'

'অন্যকথায় যেখানেই যাই, আমাদের অনুসরণ করা যাবে?'

'জী, স্যার।'

'আচ্ছা! এটা আধুনিক আবিষ্কার। ফার্স্ট সিটিজেনের নিজস্ব রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এটি তৈরি হয়েছে, তাই না?'

'আমার তাই মনে হয় স্যার।'

চ্যানিশ কয়েক সেকেণ্ড হাইপারট্রেসার মুঠ করে ধরে রাখল। তারপর চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'এটা নাও এবং যেখানে যেভাবে পেয়েছিলে ঠিক সেখানে সেইভাবে আবার রেখে এস। বুঝেছ? তারপর পুরো ব্যাপারটি ভুলে যাও।'

চিফ প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে স্যালুট করে চলে গেল।

গ্যালাক্সির মাঝ দিয়ে মহাকাশযান ভেসে চলেছে। স্ক্রিনে তার গতিপথ দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রগুলোর ভিতর দিয়ে ছোট ছোট বিন্দুর একটা সরল রেখার সাহায্যে। প্রতিটি বিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করছে দশ থেকে ষাট লাইট সেকেণ্ড এবং এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুর দূরত্ব প্রকাশ করছে এক শ বা তার বেশি লাইট ইয়ার। বিন্দুগুলোর দূরত্বই মূলতঃ হাইপার স্পেশাল হপের হিসাব।

লেন্সের কন্ট্রোল প্যানেলে বসে চ্যানিশ 'হপ'-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইন্টারস্টেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেন্স প্রায় বিপ্লব এনে দিয়েছে। মহাকাশ যোগাযোগের প্রথম যুগে 'হপ' ছিল অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ তিনটি পরিচিত নক্ষত্রের অবস্থান ও যানের নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়ে দিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত চলে যেত। এমনকি ফাউণ্ডেশনের যুগেও কাজটা এতটা সহজ ছিল না।'

লেন্স কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। প্রথম কারণ এখানে একটি নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করলেই চলে। দ্বিতীয় কারণ যে কোনো অনভিজ্ঞ লোক এটি চালাতে পারে।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে কাছের পরিচিত নক্ষত্র হচ্ছে ভিনসেটোরি। ভিজিপ্লেটের কেন্দ্রে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। চ্যানিশ আশা করল এটাই ভিনসেটোরি হবে।

লেন্সের ফিল্ড স্ক্রিন ভিজিপ্লেটের দিকে ঘুরিয়ে চ্যানিশ সতর্কতার সাথে ভিনসেটোরির কো-অর্ডিনেটস পাঞ্চ করল। একটা রিলে বন্ধ করে দেওয়ায় স্টারফিল্ড উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখনেও ঠিক কেন্দ্রে আরেকটা নক্ষত্র বেশি উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে লেন্স জেড এক্সিস পর্যন্ত এডজাস্ট করে নিয়ে ফিল্ড বড় করল, ফলে ফটোমিটারে সমান উজ্জ্বল দুটি নক্ষত্রের ছবি ফুটে উঠল।

ভিজিপ্লেটে ফিল্ডের নক্ষত্রের সমান উজ্জ্বল আরেকটি নক্ষত্র খুঁজে বের করল চ্যানিশ। ধীরে, স্ক্রিন সেই নক্ষত্রের দিকে ঘুরাল, মুচকি হেসে ফলাফল বাতিল করে দিল। তারপর আরেকটা নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে দেখল। এভাবে তিনবার পরীক্ষা করে সে সন্তুষ্ট হলো। একজন দক্ষ লোক হয়তো প্রথমবারেই সফল হতো, কিন্তু সে তিনবারের পর সফল হলো।

দুটো ফিল্ডকে একটার উপর আরেকটা স্থাপন করে চ্যানিশ এমনভাবে এডজাস্ট করল যে স্ক্রিনে দুটো ফিল্ড মিলে একটা ফিল্ড তৈরি হয়েছে। এখন ডায়াল থেকেই শিপের অবস্থান জানা যাবে। কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে মাত্র আধঘণ্টা।

প্রিচার নিজের কামরায়, শোয়ার আয়োজন করছে।

'কোনো খবর?'

'বিশেষ কিছু না। আরেক হপেই আমরা জেনডায় পৌঁছে যাব।'

'আমি জানি।'

'তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু সিল করা যে ফিল্মগুলো আমরা এনেছি সেগুলো তুমি দেখেছ?'

হ্যান প্রিচার বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে নিচু বুকশেলফের উপর পড়ে থাকা কালো বাক্সের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ।'

'কী মনে হয় তোমার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে হয় বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস বলে কিছু থাকলেও গ্যালাক্সির এইপ্রান্তে এসে হারিয়ে গেছে।'

চ্যানিশ হাসল, 'বুঝতে পারছি কী বলছ। একেবারেই নীরস, তাই না?'

'যদি তুমি শাসকদের ব্যক্তিগত ইতিহাস উপভোগ না কর। লেখক তার ইচ্ছামত তথ্য দিয়েছে। আমার কাছে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।'

'কিন্তু এখানে জেনডা সম্পর্কে তথ্য আছে, সেটাই আমি তোমাকে জানাতে চাইছিলাম।'

'ঠিক আছে, তাদের ভালো-খারাপ দুই ধরনের শাসকই ছিল। তারা কিছু গ্রহ দখল করেছে, কিছু যুদ্ধ জয় করেছে, হেরেছে কয়েকটিতে। তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি তোমার থিওরি নিয়ে বেশি ভাবছি না চ্যানিশ।'

'কয়েকটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করোনি। তুমি লক্ষ্য করোনি যে তারা কখনো কোয়ালিশন গঠন করেনি, সবসময়ই তারা সৌরজগতের এই অংশের রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। তোমার কথা অনুযায়ী, তারা কিছু গ্রহ দখল করেছে, তারপর কোনো পরাজয় ছাড়া থেমে যায়। মনে হয় যেন নিজেদের রক্ষা করার মতো সীমানা তারা বাড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো যথেষ্ট নয় তা।'

'খুব ভাল,' নিরাবেগ উত্তর আসল। 'ঐ গ্রহে অবতরণ করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিছু সময় নষ্ট হবে।'

'ওহ, না, পুরোপুরি হার, যদি এটা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন হয়ে থাকে। মনে রেখো একমাত্র স্পেসই বলতে পারে এই পৃথিবীতে কতজন মিউল আছে।'

'তোমার পরিকল্পনা কী?'

'গুরুত্বহীন কোনো গ্রহে অবতরণ করে জেনডা সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

'ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই। যদি কিছু মনে না কর আমি আলো নিভিয়ে দেব।'

হাত নেড়ে বিদায় নিল চ্যানিশ।

আর মহাশূন্যের নিঃসীমতায় হারিয়ে যাওয়া চলন্ত ইস্পাতের ছোট কক্ষে জেনারেল প্রিচার জেগে রইল একা।

যদি কষ্ট করে সব কিছু সত্য বলে ধরে নেয় এবং যেভাবে ঘটনাগুলো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে তাতে বলা যায় জেনডাই হচ্ছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে?

জেনডা হতে পারে কি? একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন পৃথিবী। সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে যাওয়া একটি অনুন্নত পৃথিবী। একটি ক্ষুদ্র কণা মাত্র। পুরাতন ফাউণ্ডেশনের সাইকোলজিস্ট এবলিং মিস সম্পর্কে মিউলের বক্তব্য তার মনে পড়ল—একমাত্র সেই সম্ভবত দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের রহস্য জানতে পেরেছিল।

মিউলের কণ্ঠে যে উদ্বেগ ছিল তাও প্রিচারের মনে পড়ল, 'মনে হচ্ছিল মিস যেন বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে পড়েছে। যেন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে সে আশাতীত কিছু পেয়েছে, তার ধারণার বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গেছে। আমি যদি তার আবেগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলে তার চিন্তাভাবনা বুঝতে পারতাম। তবে তার আবেগ ছিল মসৃণ এবং সবকিছু ছাপিয়ে ছিল সীমাহীন বিস্ময়।' আর এখন এই হাসিখুশি তরুণ জেনডার অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে প্রিচারের মুখে নির্দয় হাসি ফুটল। হাইপারট্রেসার তার নির্দিষ্ট স্থানেই রয়েছে, চ্যানিশকে লুকিয়ে একঘন্টা আগেই সে পরীক্ষা করে দেখেছে।

দ্বিতীয় সম্মেলন

কাউন্সিল চেম্বারের এন্টিরুমে এটি একটি সাধারণ মিটিং—দিনের কাজ শুরু করার পূর্বে কয়েক মুহূর্ত দ্রুত মানসিক সংকেতের আদানপ্রদান মাত্র।

'তাহলে মিউল তার পথেই রয়েছে?'

'আমিও সেরকমই শুনেছি। খুবই বিপজ্জনক।'

'সবকিছু ঠিকঠাক ঘটলে বিপদের ভয় নেই।'

'মিউল কোনো সাধারণ লোক নয়—'

'তার অগোচরে তার অস্ত্র নিজেদের উদ্দেশে ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন। কন্ট্রোলড মাইণ্ড পরিবর্তন করা সহজ নয়।'

'হ্যাঁ কিন্তু ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।'

'আনকন্ট্রোলড মাইণ্ড পরিবর্তন করা সহজ। কিন্তু তার অধীনে এধরনের লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম—'

তারা চেম্বারে প্রবেশ করল। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অন্যান্যরাও তাদের অনুসরণ করে ঢুকল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোসেম

রোসেম এমন একটি পৃথিবী যা গ্যালাক্সির ইতিহাসে বরাবরই উপেক্ষিত। অন্যান্য গ্রহের বিলাসী অধিবাসীরা এর খবর খুব কমই জানে।

গ্যালাকটিক এম্পায়ারের যুগে কিছু রাজনৈতিক বন্দিদের এখানে নির্বাসন দেওয়া হয়। তখন একটি অবজারভেটরি এবং ন্যাভাল গ্যারিসন স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এমনকি হ্যারি সেলডনের সময় পর্যন্ত, দুর্বল চিত্তের মানুষ, দীর্ঘ যুগের নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদ মোকাবেলা করে করে ক্লান্ত, এবং স্বল্পস্থায়ী সম্রাটদের কোপানলে পড়ে হতাশ ও বিধ্বস্ত ব্যক্তিরা—গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে পালিয়ে এই বিবর্ণ পৃথিবীতে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

রোসেমের ঠাণ্ডা পতিত জমির পাশ ঘেঁষে, গ্রামগুলো বিশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠেছে। এর লালবর্ণের সূর্য খুব অল্প তাপ বিকীরণ করে। ফলে বছরের নয় মাস হালকা তুষারপাত হয়। সেই সময় কঠিন খাদ্যশস্য মাটির নিচে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তারপর যখন সূর্যের তাপমাত্রা প্রায় পঞ্চাশ এ পৌঁছে তখন খাদ্যশস্য অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

পাতলা তিনখুরঅলা পায়ের সাহায্যে ছাগলের মতো দেখতে ছোট একপ্রকার প্রাণী পাতলা তুষার খুড়ে তৃণভূমি চাষ করতে ব্যবহার করা হয়।

কাজেই রোসেমের অধিবাসীদের খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে। গ্রহের পুরো বিষুব অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কালো অশুভ এক বনাঞ্চল। এখান থেকে তারা ঘর তৈরির জন্য শক্ত ও মসৃণ কাঠ সংগ্রহ করতে পারে। এই কাঠ এবং সেইসাথে পশুর চামড়া এবং কিছু খনিজ পদার্থ তাদের মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য। কখনও কখনও এম্পায়ারের শিপগুলো বিনিময়ের জন্য খামারের যন্ত্রপাতি, এটমিক হিটার, এমনকি টেলিভাইজর সেট পর্যন্ত নিয়ে আসে। দীর্ঘ শীতকালের বিচেতনতা কাটানোর জন্য টেলিভাইজর বেশ কাজ দেয়।

ইম্পেরিয়াল হিস্টোরির ব্যাপারে রোসেমের কৃষকদের ধারণা খুব কম। ট্রেডিং শিপগুলো কখনো কখনো কোনো বিদ্রোহের খবর নিয়ে আসে। হঠাৎ কখনো নতুন ফেরারী আসামি আসে—একবার অনেক বড় একটা দল এসেছিল—এবং তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে গ্যালাক্সির অনেক খবর ছিল।

তাদের কাছ থেকেই রোসেমের কৃষকেরা সর্বপ্রথম সুদূরপ্রসারী লড়াই, ব্যাপক গণহত্যা, নির্মম স্বৈরতান্ত্রিক সম্রাট এবং বিদ্রোহী ভাইসরয়দের কথা জানে। এবং তারা তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাত, শার্টের কলার দাড়ি গোফ ভরা মুখের আরও কাছে টেনে এনে গ্রামের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে মানুষের নৃশংস মনোভাব নিয়ে দর্শন আউড়াত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কিছুদিন পর থেকেই ট্রেড শিপগুলো আসা বন্ধ করে দেয়। ফলে জীবন হয়ে দাঁড়াল আরও কঠিন। বিদেশী খাদ্য, তামাক এবং যন্ত্রপাতির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। টেলিভাইজর থেকে প্রাপ্ত টুকিটাকি সংবাদ জোড়া দিয়ে যা বোঝা গেল তাও অস্পষ্ট। তারপর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল—ট্র্যানটরের পতন হয়েছে। সমস্ত গ্যালাক্সির অতি উন্নত ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড, সম্রাটদের জমকালো, অগম্য, অতুলনীয় রূপকথার মতো বাসস্থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবিশ্বাস্য সংবাদ এবং রোসেমের অধিকাংশ কৃষকের মনে হল গ্যালাক্সির ধ্বংস অনিবার্য।

তারপর একদিন আবার একটি মহাকাশযান অবতরণ করল রোসেমে। প্রতিটি গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা জ্ঞানীর মতো মাথা নাড়ল এবং ফিসফিস করে বলল যে—তাদের বাপ দাদার আমলে অনেক যান রোসেমে নেমেছে, কিন্তু ঠিক এরকম যান তারা কখনো দেখেনি।

এটা ইম্পেরিয়াল শিপ নয়। কারণ মহাকাশযানের গায়ের চকচকে ভাব এবং লেজের কাছে সম্রাটদের সূর্য চিহ্ন ছিল না। পুরোনো যানের বিভিন্ন অংশ জুড়ে এটি তৈরি হয়েছে। এর চালকেরা নিজেদের পরিচয় দিল জেনডার সৈনিক বলে।

কৃষকেরা জেনডার নাম কখনও শোনেনি, তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তবে ঐতিহ্য অনুযায়ী সৈনিকদের আপ্যায়ন করল। সৈনিকরা গ্রহের ভূ-প্রকৃতি, অধিবাসীদের সংখ্যা, শহরের সংখ্যা—একজন কৃষক ভুল করে গ্রাম বোঝাতে শহর উচ্চারণ করেছিল—ইত্যাদি বিষয়ে খুব ভালো মতো খোঁজখবর করল।

AMARBOI.COM

আরও অনেক মহাকাশযান এল এবং পুরো রোসেমে ঘোষণা করা হল যে এই মুহূর্তে জেনডা রুলিং ওয়ার্ল্ড—গ্রহের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে কর আদায়ের জন্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে—প্রতি বছর নির্দিষ্ট অনুপাতে চামড়া এবং খাদ্য শস্য কর হিসেবে নেওয়া হবে।

রোসেমের অধিবাসীরা কর শব্দটা আগে কখনো শুনেনি, তাই চুপ করে থাকল। যখন সময় আসল তখন অনেকেই পরিশোধ করল, অনেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। অন্যদিকে ইউনিফর্ম পড়া সৈনিকেরা তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও পশমওলা চামড়া বড় বড় গ্রাউণ্ড কারে ভরতে লাগল।

ক্ষুব্ধ কৃষকরা সংগঠিত হল প্রাচীন আমলের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে—কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জেনডার আগন্তুকরা খুব সহজেই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। তাদের কঠিন জীবন হয়ে উঠল কঠিনতর।

ক্রমে চালাক হয়ে উঠল রোসেমাইটরাও। জেনডিয়ান গভর্নর জেনট্রি গ্রামে তার লোকদের নিয়ে বসবাস শুরু করল। ফলে ঐ গ্রাম থেকে সকল অধিবাসীকে সরিয়ে দেওয়া হয়, রোসেমাইটদের সাথে তাদের যোগাযোগ একেবারেই নেই। জেনডার লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দিষ্ট সময়ে কর সংগ্রহ করতে আসে, কিন্তু রোসেমাইটরা জানে কীভাবে ফসল লুকাতে হয়, গবাদি পশু জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিতে হয় এবং নিজেদের কুটিরের জীর্ণ দশা বজায় রাখতে হয়। তারপর নিরাসক্ত মুখে সকল তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণের উত্তর দেওয়া তাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না।

এই পদ্ধতিতে করের পরিমাণ কমে গেল যেন জেনডা নিজেও এখান থেকে কর আদায় করতে করতে ক্লান্ত।

বরং বাণিজ্য করাই মনে হল লাভজনক। রোসেমের অধিবাসীরা বিনিময়ে যদিও এম্পায়ারের চকচকে জিনিস পাচ্ছে না, কিন্তু জেনডার যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য তাদের নিজেদের তৈরি জিনিসের চেয়ে উন্নত। এছাড়াও রয়েছে মহিলাদের জন্য কাপড়।

তাই আবার গ্যালাকটিক ইতিহাস নিরবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে যেতে লাগল এবং কৃষকরা জীবনের উপাদান সংগ্রহ করতে লাগল শক্ত মাটি থেকে।

প্রথম তুষারপাত শক্ত মাটি ঢেকে দিয়েছে। নারোভী তার দাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশ নিষ্প্রভ ধূসর। তবে বড় ধরনের ঝড় হবে না। কোনো ঝামেলা ছাড়াই সে জেনট্রি পর্যন্ত গিয়ে অতিরিক্ত শস্যের বিনিময়ে শীতের জন্য প্রয়োজনীয় টিনের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

পিছন ফিরে একটা হাক দিল, 'গাড়িতে ফুয়েল ভরা হয়েছে, ইয়ুঙ্কার?'

নারোভীর সবচেয়ে বড় ছেলে চিৎকার করে জবাব দিল, বাপের চেয়ে কিছুটা খাটো মুখটা এখন ও বালকসুলভ, দাড়ি গোফ ভালোমতো গজায়নি।

'গাড়িতে,' রাগের সাথে বলল সে 'ফুয়েল ভরা হয়েছে এবং ভালমতোই চলবে। কিন্তু নষ্ট এক্সেলের জন্য আমার কোনো দোষ নেই। আমি তোমাকে বলেছি এর জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন।'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল নারোভী। থুতনি নাচিয়ে বলল, 'তাহলে কী আমার দোষ? কোত্থেকে, কীভাবে আমি দক্ষ লোক আনব? পাঁচবছরে ফসল কী কম হয়েছে? আমার গবাদি পশুর দল কী পালিয়ে গেছে—'

'নারোভী!' পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর তাকে থামিয়ে দিল মাঝপথে। সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'ভালো, ভালো—বাপ-ছেলের মাঝখানে নাক এখন তোমার মাও গলাবে, গাড়িটা নিয়ে আসো, দেখে নিও স্টোরেজ ট্রেইল ভালোমতো লাগানো হয়েছে কিনা।'

দস্তানা পরা হাত দুটো জড়ো করে সে আবার তাকাল আকাশের দিকে। ধূসর আকাশে হালকা-লালবর্ণের মেঘ। সূর্যের দেখা নেই।

চোখ নামিয়েই আবার সে ঝট করে আকাশের দিকে তাকাল, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার আঙুল উপর দিকে উঠে গেছে এবং ঠাণ্ডা সত্ত্বেও চিৎকার করে তার স্ত্রীকে ডাকল, 'তাড়াতাড়ি এস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালায় একটা মাথা দেখা গেল, নারোভীর আঙুল নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে বিষম খেল মহিলা। একটা পুরোনো র‍্যাপার এবং চারকোণা একটি লিনেন মাথায় জড়িয়ে দৌড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল স্বামীর পাশে।

রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'আউটার স্পেসের মহাকাশযান।'

নারোভী অধৈর্য্যের সাথে বলল, 'এ ছাড়া আর কী? আমরা অতিথি পেয়েছি।'

ফার্মের দক্ষিণ দিকের খালি ঠাণ্ডা জমিতে মহাকাশযান অবতরণ করছে।

'আমরা কী করব?' মহিলা ফিসফিস করে বলল, 'আমরা কী তাদের আপ্যায়ন করব?'

একহাতে স্ত্রীর কাধ জড়িয়ে সে বলল, 'তুমি নিচের রুমে দুটি চেয়ার এনে রাখ। খাদ্য ও পানিয়ের ব্যবস্থা কর। আমি তাদের এগিয়ে আনতে চললাম।'

একটা বেসুরো শব্দ বের হল মহিলার গলা দিয়ে। নারোভী এক আঙুল তুলে বলল, 'শোনো, এন্ডারস্ কী বলেছিল মনে নেই। বলেছিল অপরিচিত কোনো মহাকাশযান আসলে সাথে সাথে যেন তাকে খবর দেওয়া হয়। এটা গভর্নরের আদেশ।

'শোনো ক্ষমতাশালীদের সুনজরে পড়ার সুযোগ আমি পেয়েছি। যানটাকে দেখ, এরকম আগে কখনো দেখেছ, আউটার ওয়ার্ল্ডের এই লোকেরা ধনী ও শক্তিশালী। গভর্নর নিজে খোঁজখবর করছেন, যার কারণে এন্ডারস্‌রা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ফার্মে ফার্মে ঘুরে মেসেজ পৌঁছে দিচ্ছে। সম্ভবত পুরো রোসেমে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে জেনডার লর্ডরা এদের আশা করছেন এবং তারা ল্যাণ্ড করেছে আমার ফার্মে। সঠিকভাবে আপ্যায়ন করলেই গভর্নরের কাছে তারা আমাদের নাম বলবে।'

তার স্ত্রী হঠাৎ করেই ঘরোয়া কাপড়ের ভিতরে শীত অনুভব করল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে চিৎকার করে বলল, 'তা হলে তাড়াতাড়ি যাও।'

কিন্তু যাকে বলল সে ততক্ষণে মহাকাশযানের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে।

এই গ্রহের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা সীমাহীন শূন্যতা হ্যান প্রিচারের চিন্তার বিষয় না। এর দারিদ্র্য অথবা সামনে দাঁড়ানো কৃষককে নিয়েও সে চিন্তা করছে না।

যা তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তা হচ্ছে তাদের এখানে আসা ঠিক হল কিনা। সে এবং চ্যানিশ সম্পূর্ণ একা এসেছে।

মহাকাশে ছেড়ে আসা মূল যান নিরাপদেই থাকবে, তবুও সে নিরাপদ বোধ করছে না। এর জন্য চ্যানিশই দায়ী। এদিকে চ্যানিশ হাসিমুখে ফার দিয়ে আলাদা করা একটি অংশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেখানে একজন মহিলার মুখ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে, চ্যানিশ বেশ স্বাভাবিক। তবে আর বেশিক্ষণ নিজের ইচ্ছামতো খেলা চালিয়ে যেতে পারবে না।

কৃষক মাথা ঝুঁকিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে বলল, 'নোবল লর্ডস, আমার বড় ছেলে, দারিদ্র্যের কারণে যাকে আমি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারিনি—সে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে এল্ডারস্‌গন এখানে এসে পৌঁছবেন। আশা করি আপনারা এখানে আনন্দে থাকতে পারবেন। আমি অভাবী হলেও এখানের সবাই জানে আমি সৎ ও পরিশ্রমী।'

'এল্ডারস্‌?' সহজ গলায় বলল চ্যানিশ। 'এই অঞ্চলের চিফ?'

'সেরকমই, নোবল লর্ডস, তারা সকলেই সৎ এবং পরিশ্রমী, যার কারণে পুরো রোসেমে আমাদের গ্রাম ন্যায়বিচার ও ভালো আচরণের জন্য বিখ্যাত—যদিও ফসলের উৎপাদন খুব কম। যদি নোবল লর্ডস আপনারা এল্ডারস্‌দের আমার আতিথেয়তার কথা বলেন তা হলে তারা আমাকে একটি নতুন মোটর ওয়াগনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

তার ব্যাকুলতা দেখে প্রিচার একজন নোবল লর্ডের চরিত্র অনুযায়ী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'তোমার আতিথেয়তার বিষয় এল্ডারস্‌দের কানে তোলা হবে।' আধো ঘুমন্ত চ্যানিশকে বলল, 'এল্ডারস্‌দের সাথে দেখা করাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমি কিছু ভেবেছ?'

চ্যানিশকে অবাক দেখাল, 'না। তুমি চিন্তিত হচ্ছ কেন?'

'এখানে বসে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেয়ে আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে বলে আমি মনে করি।'

চ্যানিশ নিচু একটানা সুরে কথা বলে গেল, 'দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। আমরা যাদের খুঁজছি, প্রিচার, তাদেরকে হাত বাড়ালেই খুঁজে পাব না। যারা মাইণ্ড ট্রিকসের দ্বারা শাসন করে তাদেরকে তথাকথিত ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজন নেই। প্রথমত দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সাইকোলজিস্টরা মোট জনসংখ্যার অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ। সাধারণ অধিবাসীরা বেশি মাত্রায় সাধারণ। সাইকোলজিস্টরা সম্ভবত নিজেদের খুব ভালোমতো লুকিয়ে রেখেছে এবং যারা শাসন করছে তারা হয়ত সত্যিই ধারণা করেছে যে তারাই সর্বময় কর্তা।'

'আমি সবটা বুঝতে পারিনি।'

'কেন, দেখ এটাই স্বাভাবিক। জেনডায় শ শ মিলিয়ন মানুষ বাস করে। তাদের ভিতর থেকে আমরা কীভাবে সাইকোলজিস্টদের খুঁজে বের করব। কিন্তু এখানে, এই কৃষক পৃথিবীতে, সকল জেনডিয়ান শাসক, আমাদের হোস্টের মতে গ্রামে থাকে জেনট্রি। সেখানে মাত্র কয়েক শ জন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই একজন বা তারও বেশি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের লোক রয়েছে। আমরা অবশ্যই সেখানে যাব, তবে প্রথমে এল্ডারস্‌দের সাথে দেখা করব—সেটাই ভালো হবে।'

তাদের হোস্ট আবার ঘরে প্রবেশ করল। 'নোবল লর্ডস, এল্ডারস্‌গণ পৌঁছেছেন। আমি আরেকবার বিনীতভাবে বলছি, আমার কথা খেয়াল রাখবেন।' অনুগ্রহ লাভের আশায় সে প্রবল বেগে কুর্নিশ করে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা ছিল তিনজন। কথা বলল একজন। মাথা ঝুঁকিয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ সম্মানের সাথে সে বলল, 'আমরা সম্মানিত। বাহন তৈরি আছে। আশা করি মিটিং হল এ আমরা আপনাদের সঙ্গ পাব।'

তৃতীয় সম্মেলন

ফার্স্ট স্পিকার বিষণ্নভাবে আকাশের দিকে তাকালেন। গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ নক্ষত্রের ম্লান আলোকে ঢেকে দিয়ে সোজা ছুটে চলেছে। মহাশূন্য পুরোপুরি বৈরি মনোভাবাপন্ন। সে সবসময়ই ছিল ঠাণ্ডা ও ভয়ঙ্কর। আর এখন যোগ হয়েছে মিউলের মতো বিপজ্জনক ক্রিয়েচার। ফলে অন্ধকার গহ্বরে অশুভ কিছু একটা ঘোট পাকিয়ে উঠছে।

মিটিং খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি। অনিশ্চিত মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠা একটা মেন্টাল মিউট্যান্টকে দমন করার গাণিতিক সমস্যাসমূহ শুধু আলোচনা করা হয়েছে।

তারা কী এখনও নিশ্চিত। মহাশূন্যের এই অঞ্চলের কোনো এক অংশে— গ্যালাক্সির অতিক্রম্য দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে মিউল? কী করবে সে?

তার অনুচরদের সামলানো সহজ। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী সাড়া দেয় এবং দিচ্ছে।

কিন্তু স্বয়ং মিউলের ব্যাপারে কী হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল্ডারস্

রোসেম এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের এল্ডারস। তারা যেমন আশা করেছিল ঠিক সেরকম নয়। সাধারণ কৃষকদের সাথে এল্ডারসদের অনেক পার্থক্য। বৃদ্ধ, মুখে শান্ত গাম্ভীর্য, অনেক বেশী কর্তৃত্বপরায়ণ।

ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ, আচরণ কর্তৃত্বপূর্ণ। বোঝাই যায় কর্তৃত্ব করা তাদের জন্মগত অভ্যাস।

তারা বসেছে তাদের ডিম্বাকার টেবিলের পিছনে বসেছে। অধিকাংশই যৌবন পার হয়ে এসেছেন। কারও মুখে সুন্দর করে ছাটা দাড়ি। এখনও অনেকে আসছে যাদের বয়স চল্লিশেরও কম। তাতেই বোঝা যায় এল্ডারস্ একটি সম্মানসূচক শব্দ, বয়সের শাব্দিক প্রতিরূপ না।

আউটার স্পেস থেকে আসা দুজনকে টেবিলের মাথায় বসতে দেওয়া হয়েছে। শান্ত, গম্ভীরভাবে তারা তাদের খাবার খেল। দু-একজন এলডার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিল। তারপরই মনে হয় কৌতূহলের কাছে হার মানল গুরুগম্ভীর স্বভাব। দুই আগন্তুককে তারা ঘিরে ধরল। শুরু হল প্রশ্নবাণ—স্পেসশিপ চালানো কী খুব কঠিন, কতজন লোক লাগে, তাদের গ্রাউণ্ড কারের জন্য উন্নত মোটর তৈরি করা সম্ভব কিনা, সত্যি নাকি যে অন্যান্য গ্রহে বরফ পড়ে না, তাদের গ্রহে কতজন মানুষ বাস করে। এটি কী জেনডার মতো অনেক বড়, অনেক দুরে, কীভাবে তাদের কাপড় তৈরি হয়, তারা কী প্রত্যেকদিন শেভ করে, প্রিচারের আংটিতে কী পাথর ইত্যাদি।

প্রায় প্রতিটি প্রশ্নই করা হল প্রিচারকে কারণ তারা ধরেই নিয়েছে সেই নেতা। প্রিচার বিস্তারিতভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হল। জানার আগ্রহ তাদের অসীম।

প্রিচার ব্যাখ্যা করে বলল যে স্পেসশিপ চালানো কঠিন নয়, এর আয়তনের উপর নির্ভর করে কতজন লোক প্রয়োজন হবে। সে তাদের গ্রাউণ্ড কারের মোটর সম্বন্ধে বিস্তারিত জানে না তবে অবশ্যই উন্নত করা যাবে, তার গ্রহে কয়েক শ মিলিয়ন লোক বাস করে, তবে অবশ্যই জেনডার তুলনায় তাদের গ্রহ অনেক ছোট ও কম গুরুত্বপূর্ণ, তাদের কাপড় তৈরি করা হয় সিলিকন প্লাস্টিক দিয়ে, তারা প্রত্যেকদিন শেভ করে তার আংটির পাথর হচ্ছে এমেথিষ্ট। ক্রমেই প্রশ্নের তালিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় হচ্ছে। প্রিচার লক্ষ্য করল যে সে প্রায় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পেয়েই তারা তর্ক-বিতর্ক করছে নিজেদের মধ্যে। তাদের এই নিজস্ব আলোচনা একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ তারা আন্তঃমহাজাগতিক ভাষার এমন একটি রূপে কথা বলছে যা অনেক আগেই হয়ে পড়েছে অপ্রচলিত।

শেষ পর্যন্ত চ্যানিশ বাধা দিয়ে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এখানে নতুন। তাই আপনারা এবার আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন, জেনডা সম্বন্ধে আমরা সব জানতে চাই।'

তারপরে যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ মিটিং হল এ অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল। যে এল্ডারস্‌রা এতক্ষণ কথা বলছিল অনর্গল, তারা এখন একেবারেই চুপ। বক্তব্য পরিষ্কার বোঝানোর জন্য এতক্ষণ মুখের কথার সাথে নানাভাবে ও দ্রুত হাত নাড়ছিল, এখন হাতগুলো নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। চোরাচোখে একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে, চাইছে অন্য কেউ কথা বলার দায়িত্ব নিক।

প্রিচার দ্রুত হস্তক্ষেপ করল, 'আমার সঙ্গী বন্ধু হিসেবে এগুলো জানতে চাইছেন। জেনডার খ্যাতি গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরা অবশ্যই গভর্নরের প্রতি অনুগত এবং এল্ডারস্‌দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।'

কেউ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল না তবে মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একজন এলডার তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে দাড়ি সোজা করতে করতে বলল, 'আমরা জেনডার লর্ডদের বিশ্বস্ত অনুগত।'

চ্যানিশের প্রতি প্রিচারের বিরক্তি কমল অনেকটা। কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগল সে। 'মহাবিশ্বের দূরতম প্রান্তে থাকি বলে আমরা জেনডার লর্ডদের অতীত সম্বন্ধে খুব বেশি জানি না। আমরা ধারণা করি তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে সুশাসন বজায় রেখেছেন।'

পূর্বের এলডারই কথা বলল। সেই এখন মুখপাত্র। 'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বয়োবৃদ্ধ তার বাবার বাবাও এমন কোনো সময়ের কথা বলতে পারবে না যখন লর্ডরা অনুপস্থিত ছিলেন।'

'সে সময়ে শান্তি বজায় ছিল?'

'শান্তি ছিল!' সে কিছুটা দ্বিধা করল। 'গভর্নর একজন বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী লোক, বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতে দ্বিধা করেন না। অবশ্যই আমাদের কেউ বিশ্বাসঘাতক নয়।'

'হয়ত অতীতে সে কাউকে না কাউকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করেছে।'

আবারও দ্বিধা, 'এখানে আমরা বা আমাদের পূর্বপুরুষরা বা তাদের পূর্বপুরুষরা পর্যন্ত কেউ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু অন্যান্য গ্রহে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের মেরে ফেলা হয়েছে। আমাদেরকে নগণ্য দরিদ্র কৃষক এবং রাজনীতির ব্যাপারে অজ্ঞ ভাবার কোনো কারণ নেই।'

তাদের গলার উদ্বেগ এবং চোখের মহাজাগতিক ভাষা অতি স্বাভাবিক।

প্রিচার নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পার কীভাবে আমরা তোমাদের গভর্নরের সাথে দেখা করব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন হতভম্ব দেখাল সবাইকে। অনেকক্ষণ পর সেই একই এলডার বলল, 'কেন তোমরা জান না? গভর্নর আগামীকাল এখানে আসছেন। তিনি জানতেন তোমরা আসবে। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি গভর্নরের কাছে আমাদের আনুগত্যের ব্যাপারে ভাল ভাল কথা তোমরা বলবে।'

প্রিচারের হাসি প্রায় কেঁপে গেল। 'তিনি জানতেন আমরা আসব?'

এল্ডারস্‌রা অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগল। 'কেন...প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।'

তাদেরকে দেওয়া ঘরগুলো এই গ্রহের তুলনায় যথেষ্ট বিলাসবহুল। প্রিচার এর চেয়েও খারাপ অবস্থার মধ্যে থেকে অভ্যস্ত। আর চ্যানিশের মুখের ভাব দেখে ভালো-মন্দ বোঝার উপায় নেই।

দুজনেই ভিতরে ভিতরে টেনসনে ভুগছে। প্রিচার বুঝতে পারছে এই মুহূর্তেই নিশ্চিত পদক্ষেপ নিতে হবে, কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কারণ প্রথমে গভর্নরের সাথে দেখা করতে হবে। এতে বিপদের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আরও। চ্যানিশের কোঁচকানো ভুরু দেখে তার প্রচণ্ড রাগ হল। অনিশ্চয়তায় ভুগছে চ্যানিশ। উপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। মনেপ্রাণে ঘটনার একটা শেষ চায়।

প্রিচার বলল, 'আমরা ধরা পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ,' সহজভাবে বলল চ্যানিশ।

'শুধু এইটুকুই? আর কিছু বলার নেই? এখানে এসেই দেখলাম সবাই আমাদের আসার খবর জানে। মনে হয় গভর্নর এসে জানাবেন জেনডাও আমাদের আসার খবর জানে। তা হলে আমাদের পুরো মিশনের আর গুরুত্ব কই?'

চোখ তুলল চ্যানিশ। ভিতরের উদ্বেগ লুকানোর কোনো চেষ্টা না করেই বলল, 'আমাদের আসার খবর জেনে ফেলা এক ব্যাপার; আমরা কারা এবং কেন এসেছি সেটা জেনে ফেলা আরেক ব্যাপার।'

'তুমি কীভাবে আশা কর দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের লোকদের কাছে ব্যাপারটা গোপন রয়েছে।'

'সম্ভবত, কেন নয়? ধর মহাকাশে থাকতেই আমাদেরকে ডিটেক্ট করা হয়। একটা ফ্রন্টিয়ার অবজারভেশন পোস্ট থাকা কী খুব বেশি অস্বাভাবিক? এমনকি আমরা সাধারণ আগন্তুক হলেও, আমাদের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকতে পারে।'

'এত বেশি আগ্রহ যে গভর্নর আমাদের ফিরিয়ে না দিয়ে নিজেই দেখা করতে আসছেন?'

চ্যানিশ কাধ ঝাকাল। 'এই সমস্যাটি নিয়ে পরে কথা বলব। প্রথমেই দেখা যাক এই গভর্নর লোকটা কেমন।'

ক্রুদ্ধভাবে হাসল প্রিচার। উদ্ভট একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যানিশ কৃত্রিমভাবে বলে যেতে লাগল, 'একটা বিষয় নিশ্চিত। জেনডাই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আর নয়তো হাজার হাজার যুক্তি প্রমাণ একবাক্যে ভুল দিকে পরিচালিত করছে। জেনডার প্রতি স্থানীয় লোকদের যে ভয় রয়েছে সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমি কোনো পলিটিক্যাল ডমিনেশন দেখতে পাচ্ছি না। এল্ডারস্‌রা তাদের সাথে অত্যন্ত সহজভাবে মিশে এবং তারা কোনো ব্যাপারেই নাক গলায় না। যে ট্যাক্সের কথা তারা বলছে তার পরিমাণ আমার কাছে খুব বেশি মনে হয়নি। স্থানীয়রা দারিদ্র্যের কথা বলে, কিন্তু মনে হয় তারা বলিষ্ঠ এবং ভাল খেতে পায়। যদিও তাদের বাড়িগুলো নিম্নমানের, গ্রামগুলো রুক্ষ।'

'তা হলে, তুমি তাদের আদর্শে বিশ্বাসী?'

'গ্যালাক্সি ক্ষমা করুক।' চ্যানিশ মনে হয় প্রিচারের কথায় মজা পেল। 'আমি শুধু পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব তুলে ধরছি। স্পষ্টতই জেনডা দক্ষ প্রশাসক—তাদের দক্ষতা পুরোনো সাম্রাজ্য, প্রথম ফাউণ্ডেশন এমনকি আমাদের নিজেদের ইউনিয়নের দক্ষতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এম্পায়ার, ফাউণ্ডেশন বা ইউনিয়ন সকলেই স্পর্শাতীত কিছু মূল্যবোধ বাদ দিয়ে কারিগরি দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু জেনডা সুখসমৃদ্ধি আনতে পেরেছে। তুমি দেখতে পারছ না এদের পুরো শাসন ব্যবস্থাই আলাদা ধরনের। পুরোপুরি সাইকোলজিক্যাল।'

'সত্যি?' শ্লেষের সুরে বলল প্রিচার, 'আর দয়ালু সাইকোলজিস্টদের দেওয়া শাস্তির কথা বলতে গিয়ে এল্ডারস্‌দের চোখেমুখে যে ভয় ফুটে উঠেছিল, তোমার থিওরিতে সেটা কীভাবে ফিট করবে।'

'তারা নিজেরাই কী শাস্তির বিষয় ছিল? তারা শুধু অন্যদের শাস্তির কথা বলেছে। আসলে শাস্তির ব্যাপারটা এমনভাবে তাদের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, যে সত্যিকার শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হয় না। পুরো বিষয়টি তাদের মনে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমি নিশ্চিত এই গ্রহে কোনো জেনডিয়ান সৈনিক নেই। তুমি খেয়াল করোনি?'

'খেয়াল করব,' প্রিচার বলল, ঠাণ্ডা গলা, 'যখন গভর্নরের সাথে দেখা হবে এবং কথার কথা, যদি আমাদের মেন্টালি কন্ট্রোল করা হয় তাহলে কী করবে।'

চ্যানিশ নিষ্ঠুর অবজ্ঞার সাথে বলল, 'সেই ব্যাপারে তুমি অভ্যস্ত।'

সাদা হয়ে গেল প্রিচারের মুখ। নিজেকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করল সে। সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে আর কোনো কথা বলল না।

নীরব শীতল রাত। প্রিচার ঘুমন্ত চ্যানিশের মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে। ধীরে ও নিঃশব্দে কব্জিতে বাধা ট্র্যান্সমিটার আলট্রাওয়েভ রিজিওনে এডজাস্ট করল। নখ দিয়ে চাপ দিতেই মূল যানের সাথে যোগাযোগ তৈরি হল।

ছোট ছোট বিরতিতে নিঃশব্দ স্পন্দনের মাধ্যমে উত্তর পাওয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল প্রিচার, 'যোগাযোগ হয়েছে?'

দ্বিতীয়বার উত্তর এল, 'না, আমরা অপেক্ষা করছি।'

বিছানা থেকে নামল সে। রুমের ভিতর ঠাণ্ডা। পশমের কম্বল গায়ে জড়িয়ে চেয়ারে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার নিজের পেরিফেরির রাতের আকাশের তুলনায় এখানকার নক্ষত্রগুলো অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং গ্যালাক্সির স্বচ্ছতার মধ্যে এলোমেলোভাবে সাজানো।

নক্ষত্রগুলোর মাঝখানে কোথাও রয়েছে যে দুর্বোধ্য পরিস্থিতি তাকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে তার সমাধান এবং সমাধান পাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সে আবারও অবাক হল, যদি মিউলের কথাই সত্যি হয়। আসলেই কি কনভার্সন তাকে তার আত্মবিশ্বাসের শেষপর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। নাকি এটা শুধু বয়স এবং গত কয়েক বছরের উত্থান পতন?

সে আর কেয়ার করে না।

সে ক্লান্ত।

রোসেমের গভর্নর এলেন অতি সাধারণভাবে। তার একমাত্র সঙ্গী হল গ্রাউণ্ড কারের চালক।

গ্রাউণ্ড কারের গঠন বিশাল ও আরামদায়ক, কিন্তু প্রিচারের কাছে তেমন ভালো বলে মনে হল না, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটমিক ফুয়েলে নয় কেমিক্যালে চলে।

জেনডিয়ান গভর্নর হালকা পায়ে পাতলা বরফের উপর নামলেন এবং দুই সারি অনুগত এলডারসের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এসে দ্রুত ঘরে ঢুকলেন। তিনি কারও দিকে তাকালেন না। তাকে অনুসরণ করল সবাই।

নিজেদের ঘর থেকে মিউল ইউনিয়নের দুই ব্যক্তি সব দেখেছে। তিনি অর্থাৎ গভর্নর হালকা পাতলা গড়নের, খাটো এবং অনাকর্ষক।

কিছুই প্রমাণ হয় না।

নার্ভাস হয়ে পড়ার জন্য প্রিচার নিজেকে অভিশাপ দিল। তার মুখ, সে নিশ্চিত একেবারে শান্ত। চ্যানিশের সামনে অপদস্থ হওয়ার ভয় নেই, কিন্তু তার রক্তের গতি দ্রুত হয়ে উঠেছে এবং গলা শুকিয়ে গেছে।

শারীরিক ভয় না। অন্য ধরনের ভয়।

চ্যানিশ অলসভাবে এক হাতের নখের দিকে তাকিয়ে নখ খুঁটছে।

বড় করে শ্বাস টানল প্রিচার। গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করল মিউল তাকে কনভার্ট করার আগে কেমন ছিল সে। মনে করা কঠিন। মেন্টালি সে আগের অবস্থার সাথে নিজেকে তুলনা করতে পারল না। যে শক্ত বাধন তাকে ইমোশনালি মিউলের সাথে বেঁধে রেখেছে, সেই বাধন সে ছিঁড়তে পারল না। শুধু মনে করতে পারল যে সে একসময় মিউলকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই সময়ের প্রকৃত ইমোশন অনুভব করতে পারল না। তবে পুরোপুরি না পারলেও ঐ সময়ের ইমোশন যতটুকু সে চিন্তা করতে পারল তাতেই মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি গভর্নর বিশেষ মেন্টাল পাওয়ারের অধিকারী কোনো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার হয়?

যদি তারা প্রিচারের মানসিক গঠনের কোনো ফাটল দিয়ে ঢুকে তাকে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করে—

প্রথমে কিছুই বোঝা যাবে না। কোনো ব্যথা না, মানসিক অবসাদ না। শুধু নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর তার মনে হবে সে কখনোই মিউলের অনুগত ছিল না, সে শুধু তাকে ঘৃণা করে। এই ভীতিকর কল্পনা প্রিচারকে বিব্রত করে তুলল। ভিতরের বমি বমি ভাবটাকে ঠেকাল অনেক কষ্টে।

চ্যানিশের গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরল সে। একজন এলডার দরজার চৌকাঠে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে গভর্নরের কাছে নিয়ে যাবে। চ্যানিশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেল্ট ঠিক করে নিল। মাথায় একটা রোসেমিয়ান হুড পরল।

প্রিচারের চোয়াল শক্ত। আসল জুয়াখেলা শুরু হচ্ছে।

রোসেমের গভর্নর একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। একটা কারণ তার মাথায় কোনো আচ্ছাদন নেই, এবং পাতলা ধূসর চুল তার প্রকৃতিতে একটা নরম ভাব এনে দিয়েছে। চোখের চারপাশে অসংখ্য বলিরেখা। তার সদ্য কামানো থুতনি মোলায়েম ও ছোট যার কারণে তাকে দুর্বল প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়।

প্রিচার চোখের দিকে না তাকিয়ে তার থুতনির দিকে তাকিয়ে রইল। অবশ্য বিপদের সময় এতে কোনো কাজ হবে কিনা সে জানে না।

গভর্নরের কণ্ঠস্বর ভরাট, একঘেয়ে, 'জেন্টস্ স্বাগতম। খাবার খেয়েছেন?' সে দরাজ ভাবে ইউ শেপ টেবিলের উপর হাত নেড়ে দেখাল।

তারা মাথা ঝুঁকিয়ে বসল। গভর্নর ইউর বাকের বাইরের দিকে এবং দুইসারি এল্ডারস্ সহ তারা দুইজন ইউর ভিতরের দিকে বসেছে।

খেতে খেতে গভর্নর জেন্টসের খাবারের প্রশংসা করল, রোসেমের আবহাওয়ার সমালোচনা করতে লাগল, এমনকি একবার স্পেস ট্রাভেলের জটিলতা নিয়েও কথা বলার চেষ্টা করল।

চ্যানিশ দুএকটা কথা বলল। প্রিচার একেবারেই চুপ।

খাওয়া শেষ। গভর্নর চেয়ারে হেলান দিল। 'আমি তোমাদের মহাকাশযানের খোঁজ নিয়েছি। চেয়েছিলাম যানটা যেন সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে, তোমাদের যানের অবস্থান অজানা।

'সত্যিই,' চ্যানিশ হালকাচালে বলল। 'আমরা সেটা মহাকাশে রেখে এসেছি। অনেক বড় যান, দুর্গম অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদে ভ্রমণের উপযুক্ত নয় এবং এত বড় যান নিয়ে এখানে নামলে আমাদের শান্তিপূর্ণ মনোভাবের প্রতি সন্দেহ জাগতে পারে। তাই আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় একা এসেছি।'

'বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ,' গভর্নর মন্তব্য করল। 'তুমি বলছ, অনেক বড় যান?'

'কোনো যুদ্ধ জাহাজ নয়, এক্সিলেন্সি।'

'তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সান্তানি সেক্টরের একটি ছোট পৃথিবী থেকে, ইওর এক্সেলেন্সি, গ্রহটা এতই ছোট এবং গুরুত্বহীন যে আপনি হয়ত এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নন। আমরা বাণিজ্য করতে আগ্রহী।'

'বাণিজ্য? তোমাদের কাছে কী আছে?'

'সকল ধরনের যন্ত্রপাতি, এক্সিলেন্সি, বিনিময়ে খাদ্য, কাঠ, খনিজ—'

'হুম,' গভর্নরকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। 'এই বিষয়ে আমার ধারণা খুব কম। হয়ত পারস্পরিক চুক্তি করা সম্ভব। তবে আমার সরকারের প্রচুর তথ্যের প্রয়োজন হবে। তাই তোমাদের বিষয়ে বিস্তারিত জানার পর এবং তোমাদের মহাকাশযান আমাকে দেখানোর পর জেনডার দিকে যাত্রা করাই তোমাদের জন্য ভাল হবে।'

কেউ কোনো উত্তর দিল না, গভর্নরের আচরণ পাল্টে গেল।

'যাই হোক, তোমাদের মহাকাশযান দেখাটা প্রয়োজন।'

চ্যানিশ নিরাসক্ত গলায় বলল, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের যানের এই মুহূর্তে মেরামতের কাজ চলছে। ইওর এক্সিলেন্সি যদি মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেন তবে যানটিকে আমরা আপনার সেবায় হাজির করতে পারব।'

'আমি অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নই।'

প্রথমবারের মতো প্রিচার প্রতিপক্ষের তীব্র দৃষ্টির মুখোমুখি হল, চোখে চোখ, ভিতরে ভিতরে দম বন্ধ হয়ে গেল তার। এক মুহূর্তের জন্য ডুবে যাওয়ার মতো অনুভূতি হল। কিন্তু তারপরই চোখ সরিয়ে নিল সে।

চ্যানিশ এর মধ্যে কোনো ইতস্তত ভাব নেই। সে বলল, 'আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে আমাদের যান এখানে নামতে পারবে না, ইওর এক্সিলেন্সি। আমরা এখানে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছি। তারপরও আমাদের সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আপনার সন্দেহ রয়েছে?'

দীর্ঘ নীরবতা, তারপর গভর্নর কর্কশভাবে বলল, 'তোমরা যে পৃথিবী থেকে এসেছ সেটা সম্পর্কে বল।'

এভাবেই শেষ হল। আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল না। গভর্নর তার অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করে চলে গেলেন।

নিজেদের কক্ষে ফিরে এসে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল প্রিচার।

সতর্কতার সাথে—নিশ্বাস বন্ধ করে সে তার ইমোশন অনুভব করল। নিজের ভেতরে কোনো পরিবর্তন টের পেল না। পাওয়ার কথাও না। মিউল কনভার্ট করার পর সে কী কোনো পরিবর্তন টের পেয়েছিল? সব কিছুই কি আগের মতো ছিল না? যেন সবসময় এমনই হয়।

সে নিজেকে পরীক্ষা করল।

ঠাণ্ডা বিদ্বেষের সাথে, নিজের মনের গহীনে চিৎকার করে বলল, 'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে।'

এই বক্তব্যের সাথে তার ভিতরে যে ইমোশন তৈরি হল তা হচ্ছে পরিপূর্ণ ঘৃণা। কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর 'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন' শব্দের পরিবর্তে 'মিউল' শব্দটি ব্যবহার করে আবারও একই কাজ করল। এই মুহূর্তে আবেগে তার দম বন্ধ হয়ে এল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

ভাল, যথেষ্ট ভাল।

কিন্তু আরও সূক্ষ্ম বা ছোট কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে কী? যে ধরনের পরিবর্তন তার বিচারবুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করে দেয়নি, ফলে ধরাও পড়বে না।

বলার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু সে এখনও মিউলের প্রতি পুরোপুরি অনুগত বোধ করছে। যদি সেটার কোনো পরিবর্তন না হয়, অন্য কোনো কিছুকেই আর ভয় নেই।

আবার কাজের দিকে মনটাকে ফিরিয়ে আনল। কক্ষের নিজের অংশে চ্যানিশ তার নিজের কাজে ব্যস্ত। অলসভাবে কব্জির কমিউনিকেটরে বুড়ো আঙুলের নখ ছোঁয়ালো প্রিচার।

অপর প্রান্ত থেকে সারা পেতেই নিজেকে তার মনে হল ভারমুক্ত।

মুখ পুরোপুরি শান্ত, কিন্তু ভিতরে সে খুশিতে লাফাচ্ছে এবং চ্যানিশ তার মুখোমুখি হয়েই অনুভব করতে পারল যে নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয় শুরু হয়েছে।

চতুর্থ সম্মেলন

দুই স্পিকার রাস্তায় পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় একজন আরেকজনকে থামিয়ে বলল, 'ফার্স্ট স্পিকারের কাছ থেকে খবর পেয়েছি।'

অপরজনের চোখে শঙ্কা ফুটে উঠল। 'ইন্টারসেকশন পয়েন্ট।'

'হ্যাঁ! জানি না আগামী গ্রীষ্ম দেখতে পারব কিনা!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিউল

প্রিচারের ভেতর বা তাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে সে বিষয়ে চ্যানিশকে সচেতন মনে হলো না। শক্ত কাঠের বেঞ্চে হেলান দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে বসল।

'গভর্নরের ব্যাপারে তোমার মতামত কী?'

কাধ ঝাঁকাল প্রিচার, 'কিছুই না। তাকে আমার মেন্টাল জিনিয়াস বলে মনে হয়নি। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের খুব দুর্বল নিদর্শন, যদি সে তাদের লোক হয়ে থাকে।'

'আমার মনে হয় না গভর্নর তাদের লোক। আমি নিশ্চিত নই। ধর তুমি একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার।' চ্যানিশ চিন্তিতভাবে বলল, 'তুমি কী করবে? ধর আমরা এখানে কেন এসেছি সেটা তুমি জান। তুমি কীভাবে আমাদের সামলাবে?'

'অবশ্যই, কনভার্ট করে।'

'মিউলের মতো?' চ্যানিশ তীক্ষ্ণ চোখ তুলে চাইল। 'আমরা কী করে বুঝব তারা আমাদের কনভার্ট করেছে কীনা? আর তারা যদি অত্যন্ত চালাক সাইকোলজিস্ট হয়ে থাকে?'

'সে-ক্ষেত্রে আমি দ্রুত নিজেদের শেষ করে ফেলব।'

'আর আমাদের মহাকাশযান? না।' চ্যানিশ তর্জনী নাচাল। 'আমরা সবাই ভান করছি, প্রিচার, ওল্ডম্যান। শুধুই ভান। আমরা—তুমি এবং আমি হচ্ছি ঢাল। তাদের আসল লড়াই মিউলের সাথে এবং অন্যরা ঠিক আমাদের মতোই সতর্ক। আমার মনে হয় আমাদের পরিচয় তাদের কাছে গোপন নেই।'

শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রিচার। 'তুমি এখন কী করতে চাও?'

'অপেক্ষা।' চ্যানিশ দ্রুত বলল, 'তাদেরকে আমাদের কাছে আসতে দাও। তারা উদ্বিগ্ন হতে পারে মহাকাশযানের কারণে, তবে সম্ভবত মিউলের ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন। গভর্নরকে পাঠিয়ে আমাদের ধোকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। এরপর যে আসবে সে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার হবে এবং সে আমাদের সাথে কোনো ধরনের সমঝোতায় আসতে চাইবে।'

'তখন?'

'তখন আমরা সমঝোতা করব।'

'আমি সেরকম মনে করি না।'

'কারণ তুমি মনে করছ এতে মিউলের প্রতি বেঈমানি করা হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তুমি যদি ডাবল ক্রস করে থাক মিউল তা ঠেকাতে পারবে। তারপরেও আমি তোমার সাথে একমত নই।'

'কারণ তোমার ধারণা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের আমরা ফাঁকি দিতে পারব না?'

'হয়তো না। কিন্তু মূল কারণ সেটা না।'

চ্যানিশের দৃষ্টি প্রিচারের হাতের উপর স্থির হয়ে থাকল। হাসিমুখে বলল, 'তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার হাতের বস্তুটাই মূল কারণ।'

প্রিচারের হাতে তার ব্লাস্টার বেরিয়ে এসেছে। 'ঠিক, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

'কেন?'

'ফার্স্ট সিটিজেন অব দ্য ইউনিয়নের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে।'

চ্যানিশের ঠোঁট পরস্পরের সাথে চেপে বসল। 'কী ঘটছে এসব?'

'বিশ্বাসঘাতকতা এবং তা সংশোধনের চেষ্টা।'

'কী প্রমাণ আছে? অথবা কোনো এভিডেন্স, ধারণা? পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'না, পাগল হইনি। তুমি কী মনে কর তোমার মতো আনাড়িকে মিউল এমন একটা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মিশনে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই পাঠিয়েছে? আমার কাছেও ব্যাপারটা প্রথমে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। আর আমি নিজেকে সন্দেহ করে সময় নষ্ট করেছি। কেন তোমাকে পাঠানো হয়েছে? কারণ তোমার হাসি সুন্দর, পোশাক সুন্দর? নাকি তোমার বয়স আঠাশ বছর বলে?'

'সম্ভবত কারণ আমাকে বিশ্বাস করা যায়। অথবা তোমার যুক্তিবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'অথবা তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। এটা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।'

'আমরা কী ধাঁধা তৈরি করছি না শব্দের খেলা খেলছি?'

প্রিচার ব্লাস্টার তাক করে রেখে সামনে বাড়ল। চ্যানিশের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়াও।'

AMARBOI.COM

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল চ্যানিশ। ব্লাস্টারের মাজল তার বেল্টের উপর ঠেকে রয়েছে।

'মিউল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। আমিও হয়েছি। তার কারণ নিজেদের তারা খুব ভালোভাবে গোপন রেখেছে। তাই একটা পথই খোলা ছিল—এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে যে আগে থেকেই গোপন তথ্যটা জানে।'

'সেই একজন হচ্ছি আমি?'

'অবশ্যই। আমি আগে বুঝতে পারিনি। যদিও আমার চিন্তাভাবনা খুব ধীর, তবু ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে। কত সহজে আমরা স্টারস এণ্ড খুঁজে পেলাম! কী সুন্দরভাবে তুমি সঠিক ফিল্ড রিজিওন বের করে ফেললে! সেখান থেকে সঠিক স্থানও নির্বাচন করলে! বোকা! তুমি কী ভেবেছিলে এতগুলো অসম্ভব ঘটনা আমি একেবারে হজম করে ফেলব?'

'তোমার মতে আমি সফল?'

'যে কোনো অনুগত লোকের চেয়ে অর্ধেক সফল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কারণ তোমার বিচারে আমার সাফল্য অনেক নিচু মানের?'

ব্লাস্টার দিয়ে খোচা দিল প্রিচার। শুধু চোখ দেখে বোঝা গেল চ্যানিশ রেগে যাচ্ছে। 'কারণ তুমি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের লোক।'

'আমি?'—অসহিষ্ণু গলা। 'প্রমাণ কোথায়?'

'অথবা তাদের দ্বারা মেন্টালি ইনফ্লুয়েন্সড্।'

'মিউলের অজান্তে? অসম্ভব।'

'মিউলের জ্ঞাতসারেই। তুমি কী ভেবেছিলে তোমার খেলার জন্য তোমাকে মহাকাশযান দেওয়া হয়েছে? আসলে যা চেয়েছিলাম তুমি সেভাবেই আমাদের দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কাছে পৌছে দিয়েছ।'

'আমি শুধু ভিতরের নির্যাসটুকু বের করে নিয়েছি অথবা বলা যায় কোনো বিশাল বস্তুর খোসা ছাড়িয়েছি মাত্র। জিজ্ঞেস করতে পারি কেন আমি এরকম করব? যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হই, আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কাছে নিয়ে আসব কেন? বরং গ্যালাক্সির এদিক সেদিক ঘুরে তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়াটাই তো ছিল স্বাভাবিক?'

'মহাকাশযানের কারণে। এবং কারণ আত্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এটমিক ওয়রফেয়ারের প্রয়োজন।'

'একটা মাত্র যান তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। যদি ভেবে থাক এই যান পরীক্ষা করে আগামী বছরই তারা এটমিক পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করবে তা হলে আমি বলব তারা ঠিক তোমার মতো অতি অতি সাধারণ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার।'

'তুমি এগুলো মিউলের সামনে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবে।'

'আমরা কালগানে ফিরে যাচ্ছি?'

'আমরা এখানেই থাকছি। কমবেশি পনের মিনিটের ভেতর মিউল আমাদের সাথে যোগ দেবেন। তোমার কী ধারণা আমি তার অনুগত বলে সে আমাদের অনুসরণ করে আসেনি? তুমি তোমার খেলা ঠিক মতোই খেলেছ। হয়তো তুমি শিকারকে আমাদের কাছে নিয়ে যাওনি, কিন্তু আমাদের তুমি শিকারের কাছে নিয়ে এসেছ।'

'আমি বসতে পারি', চ্যানিশ বলল, 'এবং কিছু বিষয় তোমার কাছে ছবির মতো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারি?'

'তুমি দাঁড়িয়েই থাকবে।'

'ঠিক আছে, দাঁড়িয়েও বলতে পারব। কী মনে হয় তোমার, কমিউনিকেশন সার্কিটে বসানো হাইপারট্রেসারের মাধ্যমে মিউল আমাদের অনুসরণ করে আসছে?'

হাতে ধরা ব্লাষ্টার একটু কেঁপে গেল হয়তো। চ্যানিশ ঠিক নিশ্চিত নয়।

'তোমাকে অবাক দেখাচ্ছে না।' চ্যানিশ বলল, 'তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছ। হাইপারট্রেসারের কথা আমি প্রথম থেকেই জানি। এখন আমি তোমাকে এমন কিছু বলব যা আমি জানি যে তুমি জান না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিশ্বাসঘাতক বা শত্রু এজেন্ট, যদি এই শব্দটাই তোমার পছন্দ হয়, কিন্তু মিউল সেটা জেনেছে একটু অদ্ভুতভাবে। তার কনভার্টেড লোকদের কয়েকজনের মাইণ্ড টেম্পার করা হয়েছে।'

'হাতের ব্লাস্টার এবার নিশ্চিতভাবেই কেঁপে গেল।'

'সেজন্যই আমাকে তার প্রয়োজন হয়। আমাকে কনভার্ট করা হয়নি। সে তোমাকে বলেনি যে তার একজন আনকনভার্টেড লোকের প্রয়োজন। তোমাকে কী সে আসল কারণ বলেছি?'

'অন্যভাবে চেষ্টা কর চ্যানিশ। যদি আমি মিউলের বিরুদ্ধে চলে যেতাম, আমি সেটা বুঝতে পারতাম।' প্রিচার দ্রুত ও নিঃশব্দে নিজের মাইণ্ড অনুভব করল। আগের মতোই আছে। চ্যানিশ অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছে।

'অর্থাৎ তুমি এখনও মিউলের প্রতি আনুগত্য বোধ করছ। সম্ভবত আনুগত্যের কোনো পরিবর্তন করা হয় না। মিউল বলেছিল খুব সহজেই এই পরিবর্তন ডিটেক্ট করা যায়। কিন্তু মানসিকভাবে তুমি কেমন বোধ করছ? নিষ্ক্রিয়। যাত্রা শুরু করার পর থেকে কী সবসময় নিজেকে স্বাভাবিক মনে হয়েছে? অথবা অদ্ভুত কোনো অনুভূতি যেন তুমি অনেকটা নিজের ভেতরে নেই। কী চাও তুমি, ট্রিগার না টিপেই আমার শরীরে গর্ত করে ফেলবে?'

প্রিচার তার ব্লাস্টার আধা ইঞ্চি সরিয়ে আনল। 'কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই তোমার মাইণ্ড টেম্পার করা হয়েছে। তুমি মিউল বা অন্য কাউকে হাইপারট্রেসার বসাতে দেখনি। তুমি শুধু জিনিসটা সেখানে পেয়েছ এবং ধরে নিয়েছ কাজটা মিউলের। তারপর থেকেই তোমার ধারণা হয়েছে মিউল আমাদের অনুসরণ করে আসছে। অবশ্য তোমার রিসিভার যে ওয়েভলেংথে মূল যানের সাথে যোগাযোগ করে আমার রিসিভার তত ভালোভাবে পারে না। তুমি ভেবেছিলে আমি কিছুই জানি না!' এখন সে দ্রুত এবং রাগের সাথে কথা বলছে। তার নিঃস্পৃহ ভাব চলে গিয়ে হিংস্র আচরণ ফুটে উঠেছে, 'কিন্তু অনুসরণ করে মিউল আমাদের কাছে আসছে না।'

'সে যদি না হয় তা হলে কে?'

'তুমি কাদের আশা কর। যেদিন আমরা যাত্রা করি সেদিনই আমি হাইপারট্রেসার খুঁজে পাই। কিন্তু একবারের জন্যও চিন্তা করিনি কাজটা মিউলের। তা ছাড়া যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হতাম তা হলে অর্ধেক গ্যালাক্সি পাড়ি দিয়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। খুব সহজেই কনভার্ট করে মিউল আমার কাছ থেকে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অবস্থান জেনে নিতে পারত। মিউলের কাছে তুমি কিছু গোপন রাখতে পারবে? আর যদি আমি নাই জানি, তা হলে কীভাবে তাকে পথ দেখাব? তবে কেন আমাকে পাঠানো হয়েছে?

'অবশ্যই হাইপারট্রেসার বসিয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কোনো এজেন্ট। তারাই এখন আমাদের কাছে আসছে। কী চায় তারা? মহাকাশযান? একটা যান দিয়ে তারা কী করবে। আসলে তারা চায় তোমাকে। প্রিচার। মিউলের পরে ইউনিয়ন সম্পর্কে তুমিই সবচেয়ে বেশি জান এবং তাদের কাছে মিউল যতটা বিপজ্জনক, তুমি ততটা নও। আর তাই কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে অনুসন্ধান করতে হবে সেটা তারা আমার মাইণ্ডে স্থাপন করে দিয়েছিল। আমি জানতাম পিছনে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন রয়েছে এবং তারাই পুরো ব্যাপার পরিচালনা করছে। আমি তাদের নিয়মেই খেলে গেছি। আমরা পরস্পরকে ধোকা দিয়েছি। তারা আমাদের চেয়েছিল, আমি তাদের অবস্থান জানতে চেয়েছিলাম। স্পেস জানে আমরা কেউ কাউকে ধোকা দিতে পারিনি।

'কিন্তু তুমি এভাবে অস্ত্র ধরে রাখলে আমরাই হেরে যাব। অবশ্যই এই পরিকল্পনা তোমার না, তাদের। ব্লাস্টার আমার হাতে দাও প্রিচার। জানি কাজটা তোমার কাছে ভুল মনে হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার মাইণ্ড কাজ করছে না, তোমার ভিতরে থেকে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কাজ করছে। ব্লাস্টার দাও, প্রিচার এবং এখন থেকে যা ঘটবে আমরা একসাথে তার মোকাবেলা করব।'

প্রিচার এক ভীতিজনক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হল। অনিশ্চয়তা! তার সব ধারণাই কী ভুল? নিজের ভেতরে এত সন্দেহ কেন? সে নিশ্চিত হতে পারছে না কেন? চ্যানিশ কী করে এত নিশ্চিত হয়?

অনিশ্চয়তা!

তার কি দুটো সত্তা রয়েছে?

একটা বিভ্রমের মধ্যে সে চ্যানিশকে দেখল হাত বাড়িয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এবং হঠাৎ করেই প্রিচার বুঝতে পারল যে চ্যানিশের হাতে সে ব্লাস্টার দিয়ে দিতে যাচ্ছে।

এবং ব্লাস্টার চ্যানিশের হাতে দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তার পিছনে দরজা খুলে গেল, প্রায় নিঃশব্দে—ঘুরে দাঁড়াল সে।

AMARBOI.COM

মিউল কখনো বিভ্রান্ত হয় না এবং তার অভিধানে অপ্রত্যাশিত বলে কোনো ঘটনা নেই। সবকিছুই তার প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়।

শারীরিকভাবে মিউল কোনো পরিস্থিতি প্রভাবিত করতে পারে না, এখনও করছে না।

পোশাকের কারণে তার স্বাভাবিক অবয়ব ফুটে উঠেনি। মুখ ঢাকা। আলখাল্লার হুড মাথার উপর টেনে দেওয়ায় তাকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। তার উপস্থিতিতে প্রিচারের মানসিক যন্ত্রণা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা কমল। অন্যভাবে বলা যায় পরিস্থিতিতে কিছুটা ভারসাম্য তৈরি হল।

'ব্লাস্টার তোমার কাছেই থাক, প্রিচার।' মিউল বলল, তারপর চ্যানিশের দিকে ঘুরল। চ্যানিশ কাধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়েছে। 'আমি ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করার ব্যাপারটা কী?'

প্রিচার বাধা দিল, 'আপনার আদেশে আমাদের যানে হাইপারট্রেসার বসানো হয়েছিল, স্যার?'

মিউল ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকাল, 'অবশ্যই। ইউনিয়ন অব ওয়ার্ল্ডস ছাড়া গ্যালাক্সির অন্য কোনো পক্ষ কী সেখানে ঢুকতে পারত? যাই হোক, তুমি কিছু বলছিলে চ্যানিশ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল, স্যার। আমার ধারণা ছিল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কেউ ট্রেসার বসিয়েছে এবং তাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের এখানে পথ দেখিয়ে আনা হয়েছে। আমি সেটা প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। এ ছাড়াও আমার ধারণা ছিল জেনারেল বোধহয় তাদের হাতে চলে গেছেন।'

'এখন আর তোমার সেরকম মনে হচ্ছে না।'

'এখন আর মনে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, এই বিষয়টা বাদ দাও।' মিউল প্যাড লাগানো এবং ইলেকট্রিক্যালি উত্তপ্ত পোশাকের উপরের স্তর খুলে ফেলল। 'আমি বসতে পারি? এখন—এখানে আমরা নিরাপদ এবং অনাহূত প্রবেশের বিপদমুক্ত। এই বরফের ডিপোর স্থানীয় লোকদের এখানে প্রবেশের কোনো আগ্রহ নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পার।' নিজের ক্ষমতার উপর পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল।

চ্যানিশ তার বিরূপভাব গোপন করল না। 'গোপনীয়তার প্রয়োজন কেন? কেউ কি পানীয় সার্ভ করবে আর নর্তকীরা নাচ দেখাবে?

'হতে পারে, তোমার থিওরি কী বলে? কোনো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার তোমাকে এমন একটি ডিভাইস দিয়ে অনুসরণ করেছে যা আমি ছাড়া আর কারো কাছে নেই এবং এই জায়গা তুমি কীভাবে খুঁজে পেলে?'

'জানা সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে নির্দিষ্ট ধারণা আমার মাথায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল—'

'সেই একই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার দ্বারা?'

'আমার তাই ধারণা।'

'তা হলে তোমার কী একবারও মনে হয়নি যে যদি একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনে যেতে তোমাকে বাধ্য বা প্ররোচিত করতে পারে—এবং তুমি জান যে সে আমার মতো একই পদ্ধতিতে কাজ করে। যদিও খেয়াল করো, আমি শুধু ইমোশন প্রতিস্থাপন করতে পারি, আইডিয়া না—তোমার কী মনে হয় না, সে যখন এভাবেই কাজ সারতে পারছে, তখন হাইপারট্রেসার বসানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না।'

হঠাৎ কেঁপে উঠল চ্যানিশ। তীব্র চোখে মিউলের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বস্তিতে প্রিচারের কাধ ঝুঁকে গেল।

'না,' বলল চ্যানিশ, 'আমার সেরকম মনে হয়নি।'

'অথবা তারা যদি তোমাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়, তা হলে তোমাকে কীভাবে পথনির্দেশনা দেবে। আর পথনির্দেশ না পেলে এই জায়গা তুমি খুঁজে পেতে না। বিষয়টা ভেবেছিলে?'

'সেটাও আমি চিন্তা করিনি।'

'কেন করনি? তোমার বুদ্ধিমত্তা কী সাধারণ মাত্রার চেয়েও নিচু স্তরের?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এর উত্তরে আমি শুধু একটা প্রশ্ন করব স্যার। আপনিও কী জেনারেলের সাথে মিলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে অভিযুক্ত করছেন?'

'যদি করেই থাকি তবে অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য তুমি কী বলবে?'

'জেনারেলকে যা বলেছি তাই বলব। যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হই এবং দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অবস্থান আমার জানা থাকে, তাহলে আমাকে কনভার্ট করে সহজেই তথ্যগুলো জেনে নিতে পারতেন। যদি আমাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে আমি আগে থেকে কোনো তথ্য জানি না এবং বিশ্বাসঘাতক নই। অর্থাৎ আপনার ধাঁধার উত্তরে আমি আরেকটি ধাঁধা তৈরি করলাম।'

'তো, শেষপর্যন্ত উপসংহার কী হলো?'

'আমি বিশ্বাসঘাতক নই।'

'আমাকে বিশ্বাস করতেই হচ্ছে, যেহেতু যুক্তি আছে তোমার কথায়।'

'তা হলে আপনি আমাদের গোপনে অনুসরণ করে এসেছেন কেন?'

'কারণ পুরো ঘটনার একটা আলাদা ব্যাখ্যা আছে। তুমি এবং প্রিচার নিজেদের মতো করে কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছো, সবগুলোর দিতে পারোনি। আমি—যদি তোমরা আমাকে সময় দাও—অল্প সময়ে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রিচার, তোমার ব্লাস্টার আমার হাতে দাও। আমাদের উপর আঘাত আসার কোনো ভয় নেই। ভিতর থেকে না, বাইরে থেকেও না, এমনকি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন থেকেও কোনো ভয় নেই।'

রোসেমিয়ান পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক তার দ্বারা কামরাটি গরম রাখা হয়েছে। হালকা হলুদ আলো দিচ্ছে সিলিং থেকে ঝুলন্ত একটা বাল্ব, বড় হয়ে তিনজনের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে।

মিউল বলল, 'চ্যানিশকে যেহেতু আমি অনুসরণ করে এসেছি বুঝতে হবে যে আমি কিছু একটা পেতে চেয়েছিলাম। তারপর সে যেরকম দ্রুত ও সরাসরি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনে চলে গেল, আমরা ধরে নিতে পারি যে এরকম একটা কিছুই আমি চেয়েছিলাম। কোনো একটা বাঁধার কারণে আমি চ্যানিশের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এই হচ্ছে ঘটনা। চ্যানিশের কাছে সমস্ত জবাব রয়েছে। আমি জানি। প্রিচার, তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'না, স্যার।'

'আমি বুঝিয়ে বলছি। শুধুমাত্র এক ধরনের লোকেরাই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব জানে এবং আমাকে বাঁধা দিতে পারে। চ্যানিশ, আমি নিশ্চিত তুমি একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার।'

হাঁটুর উপর কনুই-এর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল চ্যানিশ। রাগের সাথে বলল 'কোনো সরাসরি প্রমাণ আছে। এই অভিযোগ আজকে দিনে দুইবার ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

'সরাসরি প্রমাণও রয়েছে, চ্যানিশ। আমি তোমাকে বলেছি আমার লোকদের টেম্পার করা হচ্ছে, যে করছে সে অবশ্যই আনকনভার্টেড এবং সব বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব সহজ ব্যাপার। তুমি অত্যন্ত সফল চ্যানিশ। মানুষ তোমাকে পছন্দ করে। সবকিছুই ভালোমতো চলছিল।

'তারপর আমি তোমাকে এই অভিযানের দায়িত্ব নিতে বললাম তুমিও পিছপা হলে না। তোমার ইমোশন পরীক্ষা করে বুঝলাম তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। যে কোনো সাধারণ লোক এই অভিযানে যেতে সামান্য হলেও অনিশ্চয়তায় পড়ে যেত। কিন্তু তোমার কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না। হয় তুমি প্রচণ্ড বোকা অথবা কন্ট্রোলড।

'তাই তোমাকে আরেকভাবে পরীক্ষা করলাম। এক মুহূর্তের জন্য আমি তোমার মাইণ্ড পূর্ণ করে দিলাম প্রচণ্ড কষ্টে এবং পরমুহূর্তেই সরিয়ে নিলাম। তুমি রেগে উঠলে, আমার কাছে স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তার আগে, মাত্র এক পলকের জন্য, খুব সামান্য এক পলকের জন্য নিজেকে সামলে নেওয়ার আগে তোমার মাইণ্ড রেজিস্ট করল। এটাই জানার প্রয়োজন ছিল আমার।'

'আমার মতো ক্ষমতা ছাড়া কেউ আমাকে বাঁধা দিতে পারবে না, এমনকি কয়েক পলকের জন্যও না।'

চ্যানিশের কণ্ঠস্বর নিচু এবং তিক্ত, 'তো এখন কী ঘটবে?'

'এখন তুমি মারা যাবে—একজন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার হিসাবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমাকে মেরে ফেলা দরকার।'

আরেকবার ব্লাস্টার এর মাজল-এর মুখোমুখি হল চ্যানিশ। এইবার মাজল এর পিছনে যে রয়েছে সে প্রিচারের মতো দুর্বল কেউ নয়, বরং তার নিজের মতোই পরিণত এবং শক্তিশালী।

আর তার হাতে সময়ও খুব কম।

পরবর্তী পরিস্থিতি ইমোশনাল কন্ট্রোলে অক্ষম সাধারণ কারো পক্ষে বর্ণনা করা কঠিন।

বস্তুত ব্লাস্টারের ট্রিগারে মিউল বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিতে শুরু করার পর অতি স্বল্প সময়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারল চ্যানিশ।

মিউলের এই মুহূর্তের ইমোশনাল মেকআপ দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী। কোনো দ্বিধাগ্রস্ততা নেই। পরে চ্যানিশের যদি কৌতূহল জাগে সে হিসাব করে দেখতে পাবে যে তার মৃত্যু ছিল আর মাত্র এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দূরত্বে।

সেই একই সময়ের ভেতর মিউল যা বুঝতে পারল তা হচ্ছে, চ্যানিশের মস্তিষ্কের ইমোশনাল পটেনশিয়াল তার কোনো প্রভাব ছাড়াই হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, একই সাথে অপ্রত্যাশিত দিক হতে সীমাহীন ভয়ঙ্কর ঘৃনার এক প্রবাহ আছড়ে পড়ছে তার উপর।

নতুন এই ইমোশনাল এলিম্যান্ট ঝাকি দিয়ে ট্রিগার থেকে মিউলের আঙুল সরিয়ে দিল। আর কিছু করার ছিল না, পরিস্থিতির পরিবর্তন সে পুরোপুরি বুঝে ফেলেছে।

তিনজন ব্যাক্তি এমন অবস্থানে আছে যে কতগুলো রেখা দিয়ে তাদের সংযুক্ত করলে একটা ত্রিভুজ তৈরি হবে।

দাড়িয়ে আছে মিউল, হাতে ব্লাস্টার, গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চ্যানিশের দিকে। চ্যানিশ নিঃশ্বাস নিতে ভয় পাচ্ছে। আর প্রিচার, তাকে দেখে মনে হয় যেন কেউ তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ারের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছে। তার শরীর কাঁপছে প্রচণ্ড বেগে, মাংশপেশীগুলো এতো বেশি শক্ত হয়ে আছে, যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে মিউলের দিকে, দৃষ্টিতে সুতীব্র এবং ভয়ঙ্কর ঘৃণা।

চ্যানিশ এবং মিউলের মধ্যে একটা বা দুটো শব্দ বলা হয়েছে। একটা বা দুটো শব্দই ইমোশনাল কনশাসনেস-এর প্রবাহকে চালু করে দেয়, যে প্রবাহ শুধু তাদের মতো দুজনই বুঝতে পারবে। আমাদের নিজেদের সুবিধার জন্য তাদের অনুভূতিকে শব্দে অনুবাদ করাই ভালো।

চ্যানিশ চাপা গলায় বলল, 'আপনি দুটো আগুনের মাঝখানে রয়েছেন, ফার্স্ট সিটিজেন। একই সাথে আপনি দুটো মাইণ্ড কন্ট্রোল করতে পারবেন না, যেখানে একটি হচ্ছে আমার। প্রিচার এই মুহূর্তে আপনার কনভার্সন থেকে মুক্ত। আমি তার বাঁধাগুলো সরিয়ে দিয়েছি। ও হচ্ছে সেই আগের প্রিচার যে এক সময় আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সে আপনাকে সমস্ত মুক্ত ও পবিত্র জিনিসের শত্রু বলে মনে করে এবং এও জানে যে আপনি তাকে পাঁচবছর ধরে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তার ইচ্ছাশক্তি দমিয়ে আমি তাকে সামলে রাখছি কিন্তু যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং আমার দিক থেকে ব্লাস্টার বা আপনার ইচ্ছা শক্তি সরিয়ে নেওয়ার আগেই সে আপনাকে খুন করবে।'

বুঝতে পারল মিউল। একটুও নড়ল না।

চ্যানিশ বলে যেতে লাগল, 'যদি আপনি তাকে কন্ট্রোল বা হত্যা বা অন্য কিছু করার জন্য মাইণ্ড ঘুরিয়ে নেন, আমাকে থামানোর জন্য আবার আপনি আমার দিকে এত দ্রুত ঘুরতে পারবেন না।'

মিউল এবারও স্থির। শুধু হালকা সম্মতির চিহ্ন রয়েছে।

'তাই,' চ্যানিশ বলল, 'ব্লাস্টার নিচে ফেলে দিন এবং আগের আলোচনায় ফিরে যাই।'

'আমি একটা ভুল করেছি,' অবশেষে বলল মিউল, 'যখন তোমাকে জেরা করছিলাম তখন এখানে তৃতীয় কারো উপস্থিত থাকাটা বোকামি হয়েছে। এখন ভুলের খেসারত দিতেই হবে।'

সে ব্লাস্টার নিচে ফেলে দিল এবং লাথি দিয়ে পাঠিয়ে দিল কামরার অন্যদিকে। একই সাথে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল প্রিচার।

'জেগে উঠে আবার সে স্বাভাবিক হয়ে যাবে,' মিউল আগের গলাতেই বলল।

মিউল ট্রিগারে চাপ দিতে শুরু করার পর ব্লাস্টার ফেলে দেওয়া পর্যন্ত সময় লেগেছে মাত্র দেড় সেকেণ্ড।

কিন্তু সচেতনতার ঠিক বাইরে থেকে হঠাৎ করেই চ্যানিশ এক পলকের জন্য মিউলের মাইণ্ডের ভেতর কিছু একটা ডিটেক্ট করতে পারল। সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস এবং বিজয়উল্লাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণপণে। কিন্তু একটা বিরুদ্ধ শক্তি তার ভেতরে নির্মমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আঘাত করছে, তার মাইণ্ড দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে।

দেওয়ালের সাথে পিঠ লেগে গেল, মিউল দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মুখোমুখি। কোমরে হাত, বিশাল নাকের নিচে ঠোঁট ভয়ঙ্করভাবে ফাঁক হয়ে আছে।

'তোমার খেলা শেষ, চ্যানিশ। তোমাদের সবার খেলা—সবার, যাদের দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন বলা হত।

'এখানে বসে তুমি কিসের অপেক্ষা করছিলে। যখন তুমি প্রিচারের সাথে তর্ক করছিলে, যখন শারীরিক শক্তি ছাড়াই প্রিচারকে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছিলে। তুমি আসলে অপেক্ষা করছিলে, তাই না? অপেক্ষা করছিলে প্রতিকূল একটা পরিস্থিতিতে আমাকে স্বাগত জানাতে। তোমার জন্য দুঃসংবাদ যে আমার জন্য প্রতিকূল বলে কোনো কথা নেই।

'আর এখন তুমি কিসের অপেক্ষা করছ? এখনও আমার দিকে এমনভাবে শব্দবান ছুঁড়ছ, যেন তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে চেয়ারের সাথে গেঁথে রাখবে। আর যখনই তুমি কথা বলছ তোমার মাইণ্ড কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করছে—তো করছেই। কিন্তু কেউ আসবে না। যাদের তুমি আশা করছ, তোমার বন্ধুরা তাদের কেউ না। তুমি এখানে একা চ্যানিশ এবং একাই থাকবে। কেন জান?

'কারণ প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আমাকে ভুলভাবে বিচার করেছে। আমি তাদের পরিকল্পনা আগে থেকেই জানি। তারা ভেবেছিল তোমাকে অনুসরণ করে আমি এখানে আসব এবং সিদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের উত্তপ্ত কড়াইতে চড়ে বসব। তুমি আসলে একটা টোপ, দুর্বল, বোকা এক মিউট্যান্টের জন্য একটি টোপ।

'তারা কীভাবে চিন্তা করল যে আমি আমার ফ্লিট ছাড়া এখানে আসব? যে কোনো আর্টিলারির বিরুদ্ধে তারা অসহায়। আমার শিপ প্রায় বার ঘণ্টা আগে জেনডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এতক্ষণে জেনডা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। জনবসতির কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। এবং দুর্বল কুৎসিত এই আমি এখন গ্যালাক্সির সব ক্ষমতার অধিকারী।'

চ্যানিশ অসহায়ভাবে মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। আর্তস্বরে বলল—'না, না।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—' মিউল ভেঙচি কেটে বলল। 'এবং তুমি সম্ভবত সর্বশেষ জীবিত। তবে বেশিক্ষণ থাকবে না।'

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর চ্যানিশের মাইণ্ডের সবচেয়ে ভিতরের টিস্যুতে অনুপ্রবেশের ফলে হঠাৎ তীব্র ব্যথায় সে প্রায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

মিউল পিছিয়ে গেল, 'যথেষ্ট নয়। তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারোনি। তুমি ভণ্ড। বড় একটা আদর্শ ধ্বংস হয়ে যাবে। তার জন্য তোমার কোনো আক্ষেপ নেই, বরং নিজের মৃত্যুভয়ে কাতর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিউল তার দুর্বল হাতের ছোট্ট মুঠি দিয়ে চ্যানিশের গলা চেপে ধরল। অনেক কষ্টেও সে ছুটতে পারল না।

'তুমি আমার বীমা, চ্যানিশ। আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি তুমি তার বিরুদ্ধে আমার পরিচালক ও সেফগার্ড।' মিউলের চোখ তার ভিতরে গেঁথে যাচ্ছে—জোরালোভাবে— তীব্রভাবে—

'আমার হিসাব ঠিক আছে, চ্যানিশ? আমি তোমার দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছি? জেনডা ধ্বংস হয়ে গেছে চ্যানিশ, পুরোপুরি ধ্বংস; বাস্তবতাটা কী? আমি অবশ্যই বাস্তবতা এবং সত্য জানতে চাই। কথা বল চ্যানিশ কথা বল। আমি কী তবে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করতে পারিনি? এখনও বিপদ রয়ে গেছে? কথা বল, চ্যানিশ। আমি কোথায় ভুল করেছি?'

চ্যানিশ অনুভব করল শব্দগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে। দাঁত চেপে ধরে সেগুলোকে বাধা দিতে চাইল। জিহ্বা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করল। গলার সমস্ত পেশী শক্ত করে রাখল।

কিন্তু শব্দগুলো বেরিয়ে এল ফিসফিস করে—প্রচণ্ড শক্তিতে বেরিয়ে আসার পথে তার গলা, জিভ, দাঁত ছিন্নভিন্ন করে দিল।

'সত্য,' সে অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলল, 'সত্য—'

'হ্যাঁ, সত্য। আর কী করার আছে?'

'সেলডন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেছিলেন এখানে। এখানে, আমি মিথ্যা বলছি না। সাইকোলজিস্টরা এখানে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ নেয়।'

'আর জেনডা?' মিউল তার অনুভূতিকে অত্যাচারের বন্যায় ডুবিয়ে দিল—নিষ্ঠুরভাবে সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। 'জেনডা আমি ধ্বংস করেছি। তুমি জান আমি কী চাই। আমাকে বল।'

'জেনডা নয়। আমি বলেছি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সম্ভবত সরাসরি ক্ষমতায় থাকবে না। জেনডা হচ্ছে সবার মাথা—' শব্দগুলো বোঝাই যায় না। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারের ইচ্ছার প্রতিটি অণুর বিরুদ্ধে সেগুলো তৈরি হচ্ছে, 'রোসেম—রোসেম? রোসেমই হচ্ছে সেই পৃথিবী—'

মিউল তার মুঠো ঢিলে করল এবং চ্যানিশ যন্ত্রণা ও পীড়নের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকল।

'তুমি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ?' খুব নরমভাবে বলল মিউল।

'তোমাকে বোকা বানানো হয়েছে।' এটাই ছিল চ্যানিশের সর্বশেষ প্রতিরোধ।

'কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। আমি আমার ফ্লিটের সাথে যোগাযোগ করেছি। জেনডার পর তারা রোসেমেও আসতে পারবে। কিন্তু প্রথমে—'

চ্যানিশ টের পাচ্ছে তার চারপাশে যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকার তৈরি হচ্ছে, কিছুতেই দূর হচ্ছে না। অন্ধকার তার শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে, বুঝতে পারছে তার অত্যাচারিত, আহত মাইণ্ড চির অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। আবছাভাবে দেখতে পেল মিউল বিজয় গর্বে হাসছে। হাসির তালে কাঁপছে লম্বা, মাংসল নাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দটা হালকা হয়ে গেল। অন্ধকার তাকে গ্রাস করে নিল।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চেতনা ফিরে আসতে লাগল চ্যানিশের। ব্যাপারটা অনেকটা ছোট ফুটো দিয়ে একঝলক আলো এসে পড়ার মতো। আলোটা একবার ফুটোর সামনে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে আসছে চ্যানিশ।

সে বেঁচে আছে অবশ্যই। নরমভাবে প্রায় পালকের মতো হালকা করে শ্বাস নিল। তার চিন্তাভাবনা স্থির হচ্ছে। আরামবোধের একটা প্রবাহ তার ভিতরে প্রবেশ করছে সে বুঝতে পারল। বাইরে থেকে। নাক ঘষল সে।

দরজা খোলা এবং ফার্স্ট স্পিকার ঠিক চৌকাঠের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কথা বলার চেষ্টা করল, চিৎকার করার চেষ্টা করল, সতর্ক করার চেষ্টা করল—কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। সে জানে মিউলের পরাক্রমশালী মাইণ্ডের একটা অংশ এখনও তাকে ধরে রেখেছে এবং শব্দগুলো তার ভিতরেই আটকে রাখছে।

সে আরেকবার নাক ঘষল। মিউল এখনও কামরায় রয়েছে। অত্যন্ত ক্ষিপ্ত এবং চোখ লাল হয়ে আছে। এখন আর সে হাসছে না। কিন্তু হিংস্রভাবে দাঁত বেরিয়ে রয়েছে।

তার মাইণ্ডে ফার্স্ট স্পিকারের কোমল মেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স অনুভব করছে চ্যানিশ। আস্তে আস্তে তার যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে। হঠাৎ করেই সব অনুভূতি হারিয়ে গেল। কারণ ফার্স্ট স্পিকারের মেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স মিউলের প্রতিরক্ষার সাথে এক মুহূর্তের জন্য ধাক্কা খেল। তারপর আবার সব ঠিক।

মিউল তার কৃশকায় শরীরের সাথে বেমানান ক্রোধের সাথে বলল, 'আরেকজন আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছো।' তার ক্ষিপ্র মাইণ্ড কামরা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেল—

'তুমি একা,' সে বলল।

'আমি পুরোপুরি একা।' বললেন ফার্স্ট স্পিকার, 'একা আসাই দরকার, যেহেতু পাঁচবছর আগে আমিই তোমাকে চিনতে ভুল করেছিলাম। সেই ভুলের সংশোধন আমাকে একাই করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত যে মেন্টাল ওয়েভ দিয়ে তুমি জায়গাটা ঘিরে রেখেছো, সেটা আমার হিসাবে ছিল না। এখানে আসতে সে কারণেই আমার সময় বেশি লেগেছে। তোমার দক্ষতার জন্য অভিনন্দন।'

'অভিনন্দনের প্রয়োজন নেই।' বৈরী জবাব আসল। 'তুমি কী ওইখানে পড়ে থাকা তোমার ভাঙা পিলারের সাথে তোমার ব্রেইনের ছিটেফোঁটা যোগ দিতে এখানে এসেছো?'

ফার্স্ট স্পিকার হাসলেন, 'কেন, যাকে তুমি বেইল চ্যানিশ হিসাবে চেন সে তার মিশন পুরোপুরি সম্পন্ন করেছে, যদিও মেন্টালি সে তোমার সমকক্ষ নয়। আমি দেখতে পারছি তুমি তার কতটুকু ক্ষতি করেছ, হয়তো আমরা তাকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে পারব। সে অত্যন্ত সাহসী, এই মিশনে স্বেচ্ছায় এসেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যানিশের মাইণ্ড তরঙ্গ কিছু বলার চেষ্টা করছে, সতর্ক করে দিতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। সে শুধু ভয়ের একটা স্রোত নিক্ষেপ করতে পারল।

মিউল একেবারেই শান্ত। 'তুমি নিশ্চয়ই জেনডার ধ্বংসের কথা জান?'

'আমি জানি। তোমার হামলার কথা আমরা আগেই অনুমান করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। কিন্তু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করনি?'

'না, প্রতিরোধ করা হয়নি।' ফার্স্ট স্পিকারের ইমোশনাল সিম্বোলজী একেবারেই সরল। যেন তিনি নিজের প্রতিই বিরক্ত। 'এবং ভুলটা তোমার চেয়ে আমারই বেশি। পাঁচবছর আগে কে ভাবতে পেরেছিল তোমার এত ক্ষমতা। প্রথম থেকেই আমরা অনুমান করেছিলাম—যখন কালগান দখল কর—যে তোমার ইমোশনাল কন্ট্রোলের ক্ষমতা আছে। খুব একটা অবাক হওয়ার মতো কিছু না, ফার্স্ট সিটিজেন, আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'তুমি আর আমি যেভাবে ইমোশনাল কন্টাক্ট করি সেটা নতুন কিছু নয়। এটা মানুষের ব্রেইনের মধ্যেই রয়েছে। অধিকাংশ মানুষই প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতিতে ইমোশন প্রকাশ করতে পারে যেমন মুখের ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি। কিছু পশু গন্ধশোঁকার অনুভূতিকে ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে আবেগ কম জটিল।

'বস্তুত মানুষের ক্ষমতা আরও বেশি। কিন্তু মিলিয়ন বছর আগে কথা বলতে শেখার পর সরাসরি ইমোশনাল কন্টাক্ট বিষয়টি বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনই এই ভুলে যাওয়া বিষয়টি কিছু পরিমাণে ধরে রাখতে পেরেছে।

'কিন্তু আমরা এই ক্ষমতা নিয়ে জন্মাই না। মিলিয়ন বছরের ক্ষয় একটা ভয়ানক বাধা এবং আমাদের এই অনুভূতিকে শিখতে হয়, চর্চা করতে হয়। পেশীর জন্য যেমন ব্যায়াম করি এর জন্যও সেভাবে ব্যায়াম করতে হয়। তোমার সাথে এখানেই আমাদের পার্থক্য। তুমি এই ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছ।

'অনেক কিছুই আমরা বুঝতে পারি। যে মানবগোষ্ঠীর এই ধরনের ক্ষমতা নেই তাদের উপর এর প্রভাব আমরা বুঝতে পারি। আমাদের হিসাবে তুমি ছিলে ম্যাগালোম্যানিয়াক এবং আমাদের ধারণা ছিল যে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু দুটো কারণে আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

'প্রথমত তোমার অনুভূতির ক্ষমতা। আমরা কেবলমাত্র মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে ইমোশনাল কন্টাক্ট আরোপ করতে পারি। আর তাই যে কোনো অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা অসহায়। কিন্তু তুমি দৃষ্টি এবং শ্রবণ সীমার বাইরে থাকলেও তোমার লোকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পার। ব্যাপারটা অনেক পরে ধরতে পারি।'

'দ্বিতীয়ত তোমার শারীরিক অক্ষমতার কথা আমাদের জানা ছিলনা। বিশেষ করে যে কারণে তুমি মিউল নাম গ্রহণ করেছ। ধারণাও ছিল না যে তুমি শুধু একজন মিউট্যান্টই নও বরং শারীরিক অক্ষমতার কারণে একটা বিকৃত মিউট্যান্ট। আমরা শুধু একজন ম্যাগালোম্যানিয়াককে ঠেকানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলাম—একজন সাইকোপ্যাথকে ঠেকানোর প্রস্তুতি আমাদের ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই ভুলের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার, যেহেতু তুমি যখন কালগান দখল কর আমি ছিলাম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের নেতা। যখন তুমি ফার্স্ট ফাউণ্ডেশন ধ্বংস কর, আমরা তোমার ব্যাপারে সব বুঝতে পারি—কিন্তু অনেক দেরিতে—সেই ভুলের জন্য জেনডাতে কয়েক মিলিয়ন লোক মারা গেল।'

'এখন তুমি সব কিছু ঠিক করে দেবে?' মিউলের পাতলা ঠোঁট বেঁকে গেল, তার ভিতর থেকে নির্জলা ঘৃণার তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। 'কী করবে তুমি? আমাকে শক্তিশালী বলিষ্ঠ লোকে পরিণত করবে? শৈশব থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি তুমি সেটা বুঝতে পারবে? নিজের প্রয়োজনে যা করেছি তার জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই। গ্যালাক্সি নিজেই নিজেকে রক্ষা করুক। যখন আমার প্রয়োজন ছিল তখন সে একটা পালকও নড়ায়নি।'

'যে সব শিশুদের তোমার মতো ইমোশন রয়েছে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'তবে তোমার ইমোশনের পরিবর্তন হবে না। জেনডার ধ্বংস ছিল অনিবার্য। অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয়তোবা পুরো গ্যালাক্সিতে শতাব্দী জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যেত। আমাদের যতটুকু সম্ভব আমরা করেছি। জেনডা থেকে যতজন লোককে সম্ভব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য গ্রহগুলোকে ডিসেন্ট্রালাইজড করে রাখা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের হিসাব প্রকৃত হিসাবের অনেক বাইরে ছিল। বহু মিলিয়ন মানুষ মারা গেছে—তার জন্য তোমার কোনো অনুতাপ নেই?'

'একেবারেই নেই—এমনকী আগামী ছয়ঘণ্টা পর রোসেমে যে বহু লোক মারা যাবে তার জন্যও নেই।'

'রোসেমে!' ফার্স্ট স্পিকার দ্রুত বললেন।

তিনি চ্যানিশের দিকে ঘুরলেন। চ্যানিশ অনেক কষ্টে অর্ধেক উঠে বসেছে। তিনি তার মাইণ্ড ফোর্স বৃদ্ধি করলেন। চ্যানিশ তার ভিতরে দুটো মাইণ্ড-এর যুদ্ধ টের পেল, হঠাৎ করেই খুলে গেল সমস্ত বন্ধন এবং শব্দগুলো তার মুখ দিয়ে ছিটকে বের হলো, 'স্যার, আমি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি। আপনি আসার দশ মিনিট আগে সে জোর করে আমার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়েছে। আমি বাঁধা দিতে পারিনি এবং এর জন্য আমি ক্ষমাও চাই না। সে জানে জেনডা নয় রোসেমই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।'

আবার তার মাইণ্ড আবদ্ধ হয়ে গেল।

ফার্স্ট স্পিকারের ভুরু কুঁচকে গেল, 'আচ্ছা! তুমি এখন কী করতে চাও?'

'তুমি কী আসলেই অবাক হচ্ছ? যখন তুমি আমাকে ইমোশনাল কন্টাক্ট সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিলে, আমাকে ম্যাগালোম্যানিয়াক, সাইকোপ্যাথ বলে আখ্যায়িত করছিলে, আমি তখন কাজ করছিলাম। আমি আমার ফ্লিটের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং তারা তাদের আদেশ পেয়ে গেছে। ছয় ঘণ্টার মধ্যে যদি না আমি কোনো কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশ প্রত্যাহার করি, পুরো রোসেম তারা ধ্বংস করে ফেলবে। শুধু এই গ্রাম এবং এর আশেপাশের এক হাজার স্কয়ার মাইল এলাকা বাদে। তারপর তারা এখানে ল্যাণ্ড করবে।

'তোমার হাতে ছয় ঘণ্টা সময় আছে। এই ছয় ঘণ্টায় তুমি আমার মাইণ্ড ফোর্স পরাজিত করতে পারবে না বা রোসেম রক্ষা করতে পারবে না।'

মিউল দুহাত ছড়িয়ে হাসতে লাগল আর ফার্স্ট স্পিকারকে দেখে মনে হচ্ছে পরিস্থিতির এই নতুন মোড় হজম করার চেষ্টা করছেন।

তিনি বললেন, 'বিকল্প উপায়?'

'কেন, বিকল্প থাকবে কেন? বেশি কিছু কী পাব আমি? যদি তুমি রোসেমাইটদের জীবন বাঁচাতে চাও তবে তোমাদের সবাইকে—দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সবাইকে আমার মেন্টাল কন্ট্রোলের অধীনে চলে আসতে হবে। তাহলে আমি আমার ফ্লিটকে ফিরে যেতে বলব। এতগুলো তীক্ষ্ণ মেধার লোককে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা মূল্যবান সম্পত্তির মতো। আবার কষ্টকরও। তাই তুমি রাজি না হলেই আমি খুশি হব। তোমার কী মত? আমার মাইণ্ডের বিরুদ্ধে তোমার কী অস্ত্র আছে, অথবা আমার যুদ্ধ জাহাজের বিরুদ্ধে, যেগুলো তুমি স্বপ্নেও পাওয়ার কথা চিন্তা করনি।'

'কী আছে আমার কাছে?' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, ধীরে ধীরে। 'কিছুই নেই—একদানা শস্য ছাড়া—জ্ঞানের ছোট এককণা শস্য যা এমনকী তুমিও জান না।'

'তাড়াতাড়ি বল,' মিউল হাসল, 'বিশ্বাসযোগ্য কিছু বল। অস্বাভাবিক কিছু বলে লাভ নেই।'

'বোকা মিউট্যান্ট। আমি অস্বাভাবিক কিছু বলছি না। নিজেকেই জিজ্ঞেস কর—বেইল চ্যানিশকে কেন টোপ হিসাবে পাঠানো হল, বেইল চ্যানিশ তরুণ, সাহসী, কিন্তু মেন্টালি তোমার এই ঘুমন্ত অফিসার হ্যান প্রিচারের মতোই দুর্বল। আমি কেন যাইনি, আমাদের অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের কেউ, যারা তোমার সমকক্ষ।'

'সম্ভবত,' অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী উত্তর, 'তুমি যথেষ্ট বোকা নও, অথবা তোমাদের কেউই আমার সমকক্ষ নয়।'

'আসল কারণটা আরও যুক্তিযুক্ত। তুমি চ্যানিশকে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার হিসাবে জান। ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে গোপন করার ক্ষমতা তার ছিল না। এটাও জানত তুমি তার চেয়ে ক্ষমতাশালী, তাই তাকে তোমার কোনো ভয় ছিল না এবং তার ইচ্ছামতো অনুসরণ করে আসলে। যদি আমি কালগানে যেতাম, তখন আমাকে প্রকৃত বিপদ মনে করে হত্যা করতে অথবা আমি পরিচয় গোপন করে মৃত্যু এড়িয়ে যেতে পারতাম। এখন স্পেসে আমাকে অনুসরণ করতে আমি তোমাকে বাঁধা দিতে পারি। কিন্তু তুমি কালগানে থাকলে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সমস্ত শক্তি দিয়েও তোমার কোনো ক্ষতি করা যেত না, কারণ সেখানে তোমার লোকজন, মেসিন এবং মেন্টাল পাওয়ার তোমাকে নিরাপদে ঘিরে রেখেছে।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার মেন্টাল পাওয়ার এখনও আমার সাথে আছে, মিউল বলল, 'এবং আমার লোকজন ও মেসিন খুব বেশি দূরে নেই।'

'সত্যিই তাই, কিন্তু তুমি এখন কালগানে নও। তুমি এখানে, কিংডম অব জেনডায়, লজিক্যালি যা তোমার কাছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ, ফার্স্ট সিটিজেন এবং যুক্তি মেনে চল। তাই তোমার কাছে সতর্ক যুক্তির সাথে ঘটনাটা উপস্থাপন করা হয়েছে।'

'ঠিক, কিন্তু এটা তোমার একটা ক্ষণস্থায়ী বিজয় মাত্র, চ্যানিশের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য বের করার জন্য প্রচুর সময় আমার হাতে আছে এবং সেটা সত্য না মিথ্যা বুঝার ক্ষমতাও আমার আছে।'

'আমাদের দিক থেকে, বলতে পারি আমরা খুব ভালভাবেই জানতাম তুমি সবসময়ই একধাপ এগিয়ে থাকবে। তাই বেইল চ্যানিশকে তোমার জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়।

'অর্থাৎ, আমি তার ব্রেইন মুরগির পালক ছাড়ানোর মতো করে পরিষ্কার করে দিয়েছি। সে রোসেমকে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন বলছে কারণ এই মিথ্যা কথাটাই এমন শক্তভাবে তার ভিতর গেঁথে দিয়েছি যে অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষাতেও ধরা পড়বে না।

'আমি তোমাকে বলেছি বেইল চ্যানিশ একজন স্বেচ্ছাকর্মী। তুমি জান সে কী ধরনের স্বেচ্ছাকর্মী? কালগানের উদ্দেশ্যে আমাদের ফাউণ্ডেশন ত্যাগ করার আগে তার উপর জটিল ধরনের ইমোশনাল চিকিৎসা চালানো হয়। তুমি কী মনে কর শুধু এতটুকুই তোমাকে বিভ্রান্ত করার জন্য যথেষ্ট! নাকি বেইল চ্যানিশ তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারত? না, বেইল চ্যানিশ নিজে প্রয়োজন বোধে এবং স্বেচ্ছায় বিভ্রান্ত হয়েছে। তার মাইণ্ডের গভীরতম প্রদেশে সে প্রকৃতই বিশ্বাস করে যে রোসেমই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল মিউল। 'রোসেম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন নয়?'

চ্যানিশ অনুভব করল ফার্স্ট স্পিকারের মেন্টাল ফোর্সের প্রবাহের কারণে তার রুদ্ধ অবস্থা দূর হয়ে যাচ্ছে চিরতরে। একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, 'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন রোসেমে নয়?'

তার স্মৃতি, সমস্ত জ্ঞান, সবকিছু তার ভিতরে বিভ্রান্তভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ফার্স্ট স্পিকার হাসলেন, 'দেখ ফার্স্ট সিটিজেন, চ্যানিশও তোমার মতো হতবাক। অবশ্যই রোসেম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন না। আমরা কী পাগল নাকি যে আমাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও শক্তিশালী শত্রুকে নিজেদের পৃথিবীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব।'

'তোমার ফ্লিট যতটুকু পারে রোসেম ধ্বংস করে দিক। তারা শুধুমাত্র আমাকে এবং চ্যানিশকে হত্যা করতে পারবে—এর ফলে পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি ঘটবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রোসেমে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের তিন বছরের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা এখন কাজ করছে। এই গ্রামের অস্থায়ী এল্ডারস্‌রা কালগানের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। তারা তোমার ফ্লিটকে ফাঁকি দিয়ে কমপক্ষে তোমার একদিন আগে কালগানে পৌছবে। তাই তোমাকে সব কথা বলছি। আমি আদেশ প্রত্যাহার না করলে, তুমি ফিরে গিয়ে বিদ্রোহপূর্ণ সাম্রাজ্য পাবে। তোমার হাতে কোনো ক্ষমতা থাকবে না। শুধুমাত্র এখানে তোমার ফ্লিটের লোকজন তোমার প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু তারা সংখ্যায় একেবারেই কম। তাছাড়া তোমার হোম ফ্লিটের সাথে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের লোক থাকবে। তারা লক্ষ্য রাখবে তুমি যেন আর কাউকে কনভার্ট করতে না পার। তোমার রাজত্ব শেষ, মিউট্যান্ট।'

আস্তে আস্তে মিউল মাথা ঝাঁকাল, রাগ এবং অসন্তোষ তার মাইণ্ডকে কোণঠাসা করে ফেলেছে, 'হ্যাঁ, অনেক দেরি হয়ে গেছে—অনেক দেরি হয়ে গেছে—এখন আমি বুঝতে পারছি।'

'তুমি এখন বুঝতে পারছ,' ফার্স্ট স্পিকার সম্মত হলেন। 'কিন্তু আর বুঝতে পারবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তের হতাশার কারণে মিউলের মাইণ্ড ফার্স্ট স্পিকারের সামনে একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়ল—এই মুহূর্তটির জন্য তিনি তৈরি ছিলেন এবং মিউলের মাইণ্ডের প্রকৃতিও জানতেন— দ্রুত মিউলের মাইণ্ডে অনুপ্রবেশ করলেন। তাকে সম্পূর্ণভাবে কনভার্ট করতে এক সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগল।

চোখ তুলে তাকাল মিউল এবং বলল, 'তাহলে আমি কালগানে ফিরে যাব?'

'অবশ্যই। কেমন বোধ করছ?'

'দারুণ,' তার ভুরু কোঁচকাল, 'তুমি কে?'

'জানার দরকার আছে?'

'অবশ্যই না।' ব্যাপারটা সে এখানেই শেষ করে দিল এবং প্রিচারের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'উঠো প্রিচার আমরা বাড়ি ফিরছি।'

দুই ঘণ্টা পর নিজের পায়ে হাঁটার মতো শক্তি অর্জন করল চ্যানিশ। 'তার আর কিছুই মনে পড়বে না?' চ্যানিশ জিজ্ঞাসা করল।

'কখনও না। তার মেন্টাল পাওয়ার এবং সাম্রাজ্য আগের মতোই আছে—কিন্তু তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কথা তার মন থেকে পুরোপুরি মুছে গেছে এবং সে এখন একজন শান্তিকামী লোক। শারীরিক অসামঞ্জস্যতার কারণে আর যে কয়েক বছর সে বাঁচবে আগের চেয়ে শান্তিতে বাঁচবে। তারপর তার মৃত্যুর পর, সেলডন প্ল্যান আগের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে—যেভাবেই হোক।'

'সত্যি নাকি,' চ্যানিশের স্বরে ব্যাকুলতা, 'সত্যিই রোসেম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন না। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি—আমি জানি এখানেই। আমি পাগল হয়ে যাইনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি পাগল হওনি, চ্যানিশ, শুধু পরিবর্তন হয়েছ। রোসেম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন না। এস, আমরাও বাড়ি ফিরছি।'

পঞ্চম সম্মেলন

বেইল চ্যানিশ সাদা টাইলস বসানো রুমে বসে আছে। তার মাইণ্ড এখন শিথিল। সে শুধু বর্তমানে বেঁচে আছে। দেওয়াল, জানালা, বাইরে ঘাস রয়েছে। তার কাছে সেগুলোর কোনো নাম নেই। শুধুই বস্তু। একটা বিছানা, একটা চেয়ার এবং বই পড়ার জন্য বিছানার পায়ের কাছে একটা স্ক্রিন রয়েছে। একজন নার্স তার খাবার এনে দেয়।

প্রথম প্রথম টুকরো টুকরো যা সে শুনত সেগুলো জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করত। যেমন দুজন লোক কথা বলছিল—

একজন বলছিল, 'বাকশক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে এবং আমার মনে হয় কোনো ক্ষতি হয়নি। তার মূল ব্রেইন ওয়েভের প্রকৃত গঠন ফিরিয়ে আনাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল।' কথাগুলো তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।

তারপর কামরায় কেউ একজন এসে তাকে কিছু প্রয়োগ করল। ফলে সে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকল।

এবং যখন সেই সময় পেরিয়ে গেল, বিছানাটা হঠাৎ করেই বিছানা হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে সে হাসপাতালে রয়েছে। শোনা কথাগুলোর অর্থও তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সে উঠে বসল 'কী ঘটছে?'

ফার্স্ট স্পিকার তার পাশে ছিলেন, 'তুমি এখন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনে এবং তুমি তোমার মাইণ্ড ফিরে পেয়েছ—তোমার আসল মাইণ্ড।'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ!' চ্যানিশ হঠাৎ করেই বুঝতে পারল সে সেই এবং এর আনন্দ বর্ণনা করা কঠিন।

'এখন বল,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'তুমি জানো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কোথায়?'

এবং সত্যটা বিশাল স্রোতের মতো আছড়ে পড়ল, চ্যানিশ কোনো উত্তর দিল না। এবলিং মিস-এর মতোই সেও বিপুল বিস্ময়ে অনুভূতিহীন হয়ে গেল।

অবশেষে সে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'স্টারস অব দ্য গ্যালাক্সি, এখন আমি জানি! আমি জানি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব : ফাউণ্ডেশনের অনুসন্ধান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্কেডিয়া

ডেরিল, আর্কেডি... ঔপন্যাসিক, জন্ম ১১, ৫,৩৬২ এফ. ই., মৃত্যু ১, ৭,৪৪৩ এফ. ই.। মূলত কল্পকাহিনী লিখতেন, তবে আর্কেডি ডেরিল সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন তার পিতামহী, বেইটা ডেরিল-এর আত্মজীবনী লিখে। যতটুকু জানা যায়, প্রায় শতাব্দী জুড়ে এটাই ছিল মিউল এবং তার শাসনকাল সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায়। তার 'আনকীড মেমোরিজ' 'টাইম এণ্ড টাইম এণ্ড ওভার' ইত্যাদি উপন্যাসে সেই অরাজকতার যুগেও কালগানের জৌলুসপূর্ণ সমাজের চমৎকার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, ধারণা করা হয়ে থাকে তরুণ বয়সে একবার কালগানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি এই উপন্যাসগুলো লিখেছিলেন...

—এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

AMARBOI.COM

'সেল্ডনস্ প্ল্যানের উত্তরকাল, এ. ডেরিল'

ট্রান্সক্রাইবারের মাউথপিসে দৃপ্তকণ্ঠে কথাগুলো বলে আর্কেডিয়া ডেরিল থামল। সে ঠিক করে রেখেছে একদিন যখন সে অনেক বড় লেখিকা হবে তখন তার সমস্ত মাস্টারপিসগুলো আর্কেডি ছদ্মনামে লিখবে। শুধু আর্কেডি, আর কিছু না।

এ. ডেরিল তার নামের সংক্ষিপ্ত আকার, স্কুলের জন্য যে রচনা লিখতে হয় সেগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এই নামটা সে ব্যবহার করে। অন্যরাও তাই করে, শুধু অলিনথাস ড্যাম ছাড়া। প্রথম দিনেই অলিন্থাস ড্যাম-এর আচরণ দেখে পুরো ক্লাস হেসে উঠেছিল। আর আর্কেডিয়া ছোট মেয়েদের নাম। এই নাম রাখা হয়েছে কারণ তার মহান পিতামহীকে এই নামে ডাকা হত। একেবারেই নীরস নাম। বাবা-মার কোনো কল্পনাশক্তিই নেই।

দুদিন আগে তার বয়স চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছে, এখন সে বড় হয়েছে, তাকে আর্কেডি ডাকা উচিত। বাবার কথাগুলো মনে পড়তেই ঠোঁট দুটো পরস্পর চেপে বসল। বুক ভিউয়ার থেকে চোখ তুলে তিনি বলেছিলেন, 'কিন্তু এখনই যদি তুমি নিজেকে উনিশ বছরের দেখাও, পঁচিশ বছর বয়সে কী করবে, ছেলেরা মনে করবে তোমার বয়স ত্রিশ।'

নিজের বিশেষ আর্মচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে সে, সেখান থেকে ড্রেসারের আয়নাটাও দেখা যায়। ঘরে পড়ার স্যাণ্ডেল খুলে সে ঘাড়টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বাভাবিকভাবে সোজা করল। বুঝতে পারছে ঘাড় প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে এবং একটা রাজকীয় ভাব এসেছে।

নিজেকে আয়নায় বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল আর্কেডিয়া। মুখ মনে হল বেশি মোটা। জিভ দিয়ে দ্রুত ঠোঁট ভেজাল। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরে ইনার স্টার সিস্টেমের মহিলাদের মতো রহস্যময় ভাব আনার চেষ্টা করল, কিন্তু হাতের জন্য ভালোভাবে বুঝতে পারল না। চোয়াল একটু উঁচু করে চোখ টান টান করে এমন ভাবে আয়নার দিকে তাকাল যে ব্যথা শুরু হয়ে গেল ঘাড়ে।

স্বাভাবিকের চেয়ে একটু নিচু স্বরে বলল, 'সত্যি বাবা তুমি যদি ভেবে থাকো ঐ সব বাজে বয়স্ক ছেলেরা কী মনে করল, আমার কাছে তার কোনো গুরুত্ব রয়েছে তা হলে তুমি—'

খেয়াল হতেই হাতের ট্রান্সমিটার বন্ধ করল ঝট করে।

হালকা বেগুনি কাগজের বাঁ দিকে উজ্জ্বল মার্জিন। তাতে লেখা ছিল

সেল্ডনস্ প্ল্যানের উত্তরকাল

'সত্যি, বাবা, তুমি যদি ভেবে থাকো ঐ সব বাজে বয়স্ক ছেলেরা কী মনে করল আমার কাছে তার কোনো গুরুত্ব রয়েছে, তা হলে তুমি

'ওহ্, গোলি।'

বিরক্তির সাথে কাগজটা বের করল মেশিন থেকে। ক্লিক শব্দ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরেকটা কাগজ জায়গা মতো এসে গেল।

সেটা দেখেই মুখের বিরক্তি দূর হয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মার্জিত ও মুগ্ধভাবে কাগজটা ছুঁয়ে দেখল সে। আসলে লেখার কৌশলই মূলকথা।

দুইদিন আগে তার প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক জন্মদিনে মেশিনটা সে পেয়েছে। প্রথমে সে বলেছিল, 'কিন্তু বাবা বুড়ো লোকেরা ছাড়া আজকাল আর কেউ এ ধরনের মেশিন ব্যবহার করে না।'

সেলসম্যান বলেছিল, 'এমন কমপ্যাক্ট এবং এডাপটেবল মডেল আর নেই। বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাব অনুসারে এটি বানান ও উচ্চারণ ঠিক করে দেবে। আসলে শেখার ব্যাপারে এই মেশিন অনেক সাহায্য করবে।'

মেশিনটা দেখেই তার সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়ে যায়—

কিন্তু, আর না, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে, পেশাদারি ভঙ্গিতে কেতাদুরস্তভাবে কাজ শুরু করল। বুক প্রসারিত, শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত। নাটকীয় অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন।

সেল্ডনস্ প্ল্যানের উত্তরকাল

'ফাউণ্ডেশনের অতীত ইতিহাস, আমি মনে করি যারা আমাদের প্ল্যানেটের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, তারা সকলেই জানে।

(ডাইনী বুড়ি, অর্থাৎ মিস আর্লকিংকে খুশি করতে হলে এভাবেই শুরু করতে হবে)

'ফাউণ্ডেশনের অতীত ইতিহাস বলতে সেল্ডনস্ প্ল্যানের অতীত ইতিহাসকেই বুঝায়। দুটো এক জিনিস। কিন্তু আজকাল সবার মনেই প্রশ্ন—এই প্ল্যান কী পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচক্ষণতার সাথে চলবে, নাকি জঘন্যভাবে ধ্বংস করে ফেলা হবে নাকি এরই মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে।

'বিষয়টা বুঝবার আগে প্ল্যানের মূল অংশগুলোতে দ্রুত আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে।'

(এই অংশটুকু সোজা কারণ আগের সেমিস্টারে তার আধুনিক ইতিহাস পাঠ্য ছিল।)

'সেই সময়, প্রায় চার শতাব্দী আগে, যখন প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ার চূড়ান্ত মৃত্যুর আগে ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে পড়ছে, একজন ব্যক্তি—মহান হ্যারি সেল্ডনস্—আসন্ন ধ্বংসের অনুমান করতে পারেন। তিনি এই অনুমান করেন বহুদিন আগে ভুলে যাওয়া সায়েন্স অব সাইকোহিস্টোরি এবং এর গাণিতিক জটিলতার সাহায্যে।

(কিছুক্ষণ থামল সে। বানান ঠিক আছে তো, থাকগে মেশিনের ভুল হবে না।)

'তিনি এবং তার সঙ্গীরা গ্যালাক্সির তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্রোতধারা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন এম্পায়ার ভেঙে পড়ছে এবং তারপর নতুন এম্পায়ার গঠনের পূর্বে ত্রিশ হাজার বছর ধরে চলবে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং চরম অরাজকতা।

'এম্পায়ারের পতন ঠেকানোর কোনো উপায়ে নেই, কিন্তু পরবর্তী বিশৃঙ্খলার সময় ব্যাপ্তিকে কমিয়ে আনা সম্ভব। প্ল্যান হচ্ছে মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে দ্বিতীয় এম্পায়ার গড়ে তোলা হবে। এখন আমরা সেই মিলেনিয়ামের চতুর্থ শতাব্দী পার করছি এবং এই প্ল্যানের নিরন্তর ধারাবাহিকতায় বহু লোক আত্মাহুতি দিয়েছে।

'হ্যারি সেল্ডনস্ তার সাইকোহিস্টোরিক্যাল সমস্যার সর্বোত্তম গাণিতিক সমাধান অনুযায়ী গ্যালাক্সির বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে দুটো ফাউণ্ডেশন গড়ে তোলেন। তাদের একটি হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ফাউণ্ডেশন, গড়ে উঠেছে এখানে এই টার্মিনাসে। এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্সের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে ফাউণ্ডেশন এম্পায়ারের মুষ্ঠি থেকে বেরিয়ে আসা স্বাধীন বর্বর রাজ্যগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়।

'স্যালভর হার্ডিন, হোবার ম্যালো প্রভৃতি বিচক্ষণ ও বিরোচিত ব্যক্তিদের নেতৃত্বের ফলে ফাউণ্ডেশন এইসব স্বল্পস্থায়ী রাজ্যগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। বহু শতাব্দী চলে গেছে, তবু তাদেরকে আজও আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।'

'মূলত ফাউণ্ডেশন একটা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে যার অধীনে ছিল স্যুয়েনিয়ান এবং এনাক্রোনিয়ান সেক্টরের বিরাট অংশ এবং এমনকি পুরোনো এম্পায়ারের সর্বশেষ গ্রেট জেনারেল বেল রিয়োজকেও পরাজিত করে। মনে হচ্ছিল যেন সেল্ডনস্ প্ল্যানের গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। সেল্ডনস্ যেভাবে অনুমান করেছিলেন ঠিক সেভাবেই যথাসময়ে একেকটা ক্রাইসিসের উদ্ভব হয় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঠিকভাবে সমাধান করা হয়। প্রতিটি সমাধানের সাথে সাথে ফাউণ্ডেশন দ্বিতীয় এম্পায়ার এবং শান্তির দিকে ধাপে ধাপে এগোতে থাকে।'

'এবং তারপর,

(তার শ্বাস ছোট হয়ে গেল, দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস হিস করে শব্দগুলো বলল সে, কিন্তু মেশিন শব্দগুলো লিখল অত্যন্ত শান্তভাবে।)

'মৃত প্রথম এম্পায়ারের শেষ ছিটেফোঁটাগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর যখন দুর্বল ওয়ারলর্ডরা বিশাল ধ্বংসস্তূপের ভাঙা টুকরোগুলো শাসন করছে।,

(গত সপ্তাহে ভিডিওতে দেখা থ্রিলারে সে শব্দগুলো পেয়েছে। মিস আর্লকিং সিম্ফোনি এবং লেকচার ছাড়া আর কিছু শুনেন না, কাজেই ধরতে পারবেন না।)

'মিউলের আবির্ভাব ঘটল।

'মূল পরিকল্পনায় এই বিস্ময়কর ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। সে ছিল একজন মিউট্যান্ট যার জন্মরহস্য কেউ জানে না। মানুষের ইমোশন কন্ট্রোল করে নিপুণভাবে ব্যবহার করার অদ্ভুত ও রহস্যময় ক্ষমতা ছিল তার এবং এইভাবে সে সকলকেই তার ইচ্ছার অধীন করে ফেলতে পারত। ঝড়োগতিতে সে আগ্রাসীভাবে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনকেও পরাজিত করে।

'তবে সে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, কারণ তার প্রাথমিক প্রবল আগ্রাসন এক মহিয়ষী নারীর সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার দরুণ থেমে যায়।

(আবার সেই পুরোনো সমস্যা, তার বাবা বলেছেন, সে যে বেইটা ডেরিল-এর দৌহিত্রী এই বিষয়টার যেন উল্লেখ না থাকে। বিষয়টা সবাই জানে, আর বেইটা ডেরিল একজন মহীয়সী নারী যে একাই মিউলকে থামিয়ে দিয়েছিল।)

'ঘটনাটা সবাই জানে তবে এর ভিতরে যে সত্য লুকিয়ে আছে সেটা খুব কম মানুষই জানে।

(কৌশলটা এখানেই! রচনাটা যদি তাকে ক্লাসে পড়ে শোনাতে হয়, শেষ অংশটুকু একটু রহস্য মিশিয়ে বলা যাবে। তাহলে কেউ না কেউ জিজ্ঞেস করবেই সত্য ঘটনাটা কী, আর তখন—তখন সে সত্য কথাটা না বলে পারবে না, পারবে কী?)

'পাঁচ বছরের সীমিত শাসনের পর আরেকটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল, যার কারণ কেউ জানে না–মিউল তার সাম্রাজ্য বিস্তারের সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করল। তার শেষ পাঁচবছরের শাসন ছিল অত্যন্ত নিরুপদ্রব।

'ধারণা করা হয় মিউলের এই পরিবর্তনের মূল কারণ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের হস্তক্ষেপ, যদিও এই অন্য ফাউণ্ডেশনের সঠিক অবস্থান বা সঠিক কার্যাবলী আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পারেনি, তাই ব্যাপারটা অপ্রমাণিত রয়ে গেছে।

'মিউলের মৃত্যুর পর একটা পুরো জেনারেশন পার হয়েছে। তার উত্থান এবং পতনের পরবর্তী ভবিষ্যৎ কী? সেল্ডনস্ প্ল্যান সে প্রায় খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছিল, যদিও তার মৃত্যুর পর আবার ফাউণ্ডেশনের উত্থান ঘটেছে, অনেকটা মৃতপ্রায় নক্ষত্রের ছাই থেকে নতুন জ্যোতিষ্কের মতন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(এই বাক্যটা সে নিজে তৈরি করেছে।)

'আরও একবার টার্মিনাস বাণিজ্যিক ফেডারেশনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, আগের চেয়েও অনেক বেশি মহান ও শক্তিশালী এবং আরও বেশি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক।

'এটা কী পরিকল্পিত? সেলডনের মহান স্বপ্ন কী এখনও বেঁচে আছে এবং এখন থেকে ছয় শ বছর পরে কী দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে উঠবে? আমি মনে করি হবে, কারণ

(এই অংশটাই গুরুত্বপূর্ণ। মিস আর্লকিং তার সেই বড় ও কুৎসিৎ লাল পেন্সিল দিয়ে কাটাকাটি করতে করতে প্রায়ই বলেন, 'এটা শুধুই বর্ণনা। তোমার নিজের অনুভূতি কী? চিন্তা কর! নিজেকে প্রকাশ কর! নিজের আত্মার ভিতরে অনুপ্রবেশ কর!' যেন আত্মার ব্যাপারে সে অনেক কিছু জানে। তার শুকনো মুখে কেউ কখনো হাসি দেখেনি।)

'রাজনৈতিক অবস্থা এখনকার মতো এত ভাল আর কখনো ছিল না। পুরোনো এম্পায়ার একেবারে নিশ্চিহ্ন এবং মিউলের শাসনকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার পূর্ববর্তী ওয়ারলর্ডদের যুগেরও অবসান ঘটেছে। গ্যালাক্সির অধিকাংশই এখন উন্নত ও শান্তিপূর্ণ।

'তাছাড়া ফাউণ্ডেশনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। মিউলের বশ্যতা স্বীকারের পূর্বে উত্তরাধিকার সূত্রে স্বৈরতান্ত্রিক মেয়রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে এখন সেই প্রাথমিক যুগের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মেয়র নির্বাচিত হয়। ভিন্নমতাবলম্বী ট্রেডারদের স্বাধীন পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব এখন নেই। কোনো বৈষম্য নেই যার ফলে যাবতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে।

'তাই ব্যর্থ হওয়ার কোনো ভয় নেই, যদি না দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ভয় সত্যি হয়ে দেখা দেয়। যারা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কথা বিশ্বাস করে তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে যুক্তিহীন ভয় এবং কুসংস্কার ছাড়া আর কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। আমি মনে করি, নিজেদের প্রতি, জাতির প্রতি এবং হ্যারি সেলডনের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মন ও হৃদয় থেকে সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর করে দেবে এবং

(হুম্-ম্-ম। অত্যন্ত মামুলি হয়ে গেল। তবে শেষে এরকম একটা কিছু সবাই আশা করে।)'

'তাই আমি মনে করি, যে সেল্ডনস্ প্ল্যানের ভবিষ্যৎ,' ঠিক সেই মুহূর্তে জানালায় মৃদু একটা শব্দ হল। চেয়ারের এক বাহুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার শার্সির পিছনে একটা হাসিমুখের উপর চোখ পড়ল, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠল আর্কেডিয়া। আর্মচেয়ার থেকে উঠে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। জানালার সামনে রাখা গদি আটা আসনে হাঁটু গেড়ে বসে, চিন্তিতভাবে বাইরে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল লোকটার। শক্ত করে চৌকাঠ ধরে রাখার ফলে এক হাতের আঙুল সাদা হয়ে গেছে। অন্যহাত দিয়ে দ্রুত ইশারা করল, আর্কেডিয়া শান্ত ভাবে নির্দেশ পালন করল এবং জানালার নিচের অংশ খুলে ল্যাচ আটকে দিল দেওয়ালের সকেটে। জানালা খোলার ফলে বাইরের গরম বাতাস শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ঢুকছে।

'তুমি ভেতরে আসতে পারবে না,' বলল সে, 'প্রতিটি জানালা স্ক্রিন করা, শুধুমাত্র এখানকার বাসিন্দারা ভিতরে ঢুকতে পারবে। যদি তুমি ভিতরে আস সবগুলো এলার্ম একসাথে বেজে উঠবে।' বিরতি, তারপর যোগ করল, 'জানালার নিচের কার্নিশে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ, সতর্ক না হলে তুমি নিচে পড়ে গিয়ে নিজের ঘাড় ভাঙবে এবং মূল্যবান অনেকগুলো ফুল নষ্ট করবে।'

'এই অবস্থায়', জানালার লোকটি কথা বলল, 'ফুল নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না—তারপর কিছুটা ভিন্ন স্বরে যোগ করল—স্ক্রিন বন্ধ করে তুমি কী আমাকে ভেতরে আসতে দেবে?'

'সেই রকম করার কোনো কারণ নেই,' আর্কেডিয়া বলল। 'সম্ভবত তুমি অন্য কোনো বাড়ি খুঁজছ। কারণ আমি সেরকম মেয়ে নই যারা রাতের এই সময়ে অপরিচিত পুরুষকে তাদের—তার শোয়ার ঘরে ঢুকতে দেবে।' বলার সময় তার চোখের পাতা ভারি হয়ে গেল।

তরুণ আগন্তুকের মুখ থেকে সমস্ত হাসি দূর হয়ে গেছে। ফিসফিস করে বলল, 'এটা ড. ডেরিলের বাড়ি, তাই না?'

'তোমাকে বলব কেন?'

'ওহ্, গ্যালাক্সি—গুডবাই।'

'যদি তুমি লাফ দাও, ইয়ংম্যান, আমি নিজে সবগুলো এলার্ম চালু করে দেব।'

(এটা ছিল ইচ্ছাকৃত মার্জিত ও পরিশিলীত রসিকতা, কারণ আর্কেডিয়ার মতে লোকটির বয়স প্রায় ত্রিশ—বেশ বয়স্ক।)

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর কঠিন স্বরে লোকটি বলল, 'দেখ মেয়ে, তুমি আমাকে থাকতেও দেবে না, চলে যেতেও দেবে না, তাহলে কী করতে বল?'

'আমার মনে হয় তুমি ভিতরে আসতে পার। ড. ডেরিল এখানেই থাকেন। আমি স্ক্রিন বন্ধ করছি।'

সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে তরুণ লোকটি জানালা দিয়ে টেনে নিজেকে ভিতরে নিয়ে আসল। রাগের সাথে হাঁটু ঝাড়ছে, রাগে লাল হয়ে উঠা মুখ তুলে তাকাল আর্কেডিয়ার দিকে।

'তুমি নিশ্চিত যে আমাকে এখানে দেখার পর তোমার চরিত্র ও মর্যাদাহানি ঘটবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার যতটুকু হবে, আমার ততটুকু হবে না, কারণ দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনার সাথে সাথে আমি জোরে চিৎকার করব আর সবাইকে বলব যে তুমি জোর করে এখানে এসেছ।'

'নিশ্চয়ই?' অত্যন্ত ভদ্রভাবে উত্তর দিল তরুণ, 'আর নিরাপত্তা স্ক্রিন বন্ধ করার ব্যাপারটা কীভাবে বোঝাবে?'

'ফু-হ্! সহজ। কোনো নিরাপত্তা স্ক্রিন লাগানো নেই।'

লোকটি চোখ বড় করল হতাশভবে। 'ধোঁকা দিয়েছ? তোমার বয়স কত। খুকি?'

'আমি মনে করি প্রশ্নটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক এবং আমি "খুকী" শুনতে অভ্যস্ত নই।'

'আমি অবাক হচ্ছি না। তুমি সম্ভবত মিউলের দাদি। এখন একটা লিঞ্চিং পার্টি শুরু করার আগেই কী তুমি আমাকে যেতে দেবে?'

'বরং থাকলেই ভাল করবে—কারণ বাবা তোমাকে আশা করছেন।'

আবার সতর্ক হয়ে গেল লোকটির দৃষ্টি। কথা বলার সময় এক চোখের ভুরু একটু উপরে উঠে গেল, 'ওহ্? তোমার বাবার সাথে কেউ আছে?'

'না।'

'উনার সাথে কেউ যোগাযোগ করেছিল?'

'শুধু ট্রেডাররা—আর তুমি।'

'অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ঘটেছে?'

'শুধু তুমি।'

'আমার কথা ভুলে যাও। না, ভুলো না। বরং বল তুমি কীভাবে জান যে তোমার বাবা আমাকে আশা করছেন।'

AMARBOI.COM

'ওহ্, সহজ ব্যাপার।

'গত সপ্তাহে বাবা একটা পার্সোনাল ক্যাপসুল পান, শুধু তিনিই খুলতে পারবেন, ভিতরে একটা সেলফ-অক্সিডাইজিং বার্তা ছিল। তিনি ক্যাপসুল শেলটা আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলেন। আর গতকাল তিনি পলি—আমাদের মেইডকে একমাসের ছুটি দেন, যেন বোনকে দেখতে সে টার্মিনাস সিটিতে যেতে পারে এবং আজকে দুপুরে আমাদের অতিরিক্ত কামড়ায় একটা বিছানা তৈরি করে রাখেন। তাই আমি বুঝতে পারি তিনি কাউকে আশা করছেন যার কথা আমার জানা উচিত না। তবে তিনি আমাকে সবই বলেছেন।'

'সত্যিই! তিনি তোমাকে জানিয়েছেন শুনে অবাক হচ্ছি। আমি তো মনে করেছিলাম তিনি বলার আগেই তুমি সব বুঝে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ, সেরকমই।' তারপর হাসল সে। এখন অনেক সহজ মনে হচ্ছে। আগন্তুক বয়সে অনেক বড় কিন্তু গভীর নীল চোখ এবং বাদামি কোঁকড়া চুল তাকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে, সে যখন বড় হবে তখন এরকম কোনো একজনের সাথে হয়ত আবার দেখা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবং ঠিক কীভাবে,' আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বুঝতে পারলে যে তিনি আমাকেই আশা করছেন?'

'তুমি ছাড়া আর কে হতে পারে, তিনি যাকে আশা করছেন সে আসবে গোপনে, বুঝতে পারছ কী বলছি—তারপর তুমি এসে দরজা দিয়ে না ঢুকে চোরের মতো জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে, বুদ্ধি থাকলে তুমি দরজা দিয়ে ঢুকতে।' তার একটা প্রিয় লাইন মনে পড়তেই এই সুযোগে ব্যবহার করে ফেলল, 'পুরুষরা এতো বোকা হয়!'

'নিজের উপর অনেক আস্থা রয়েছে তাই না খুকি? না মানে মিস। তোমার ভুলও তো হতে পারে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে ঘোলাটে মনে হচ্ছে। আর যতটুকু বুঝতে পারছি তোমার বাবা অন্য কাউকে আশা করছেন, আমাকে না।'

'ওহ্, আমার তা মনে হয় না। তোমাকে ব্রিফকেস ফেলে দিতে দেখার পরই আমি তোমাকে ভিতরে আসতে দিয়েছি।'

'আমার কী?'

'তোমার ব্রিফকেস, ইয়ংম্যান। আমি অন্ধ নই। তুমি সেটা দুর্ঘটনাবশত ফেলনি, কারণ প্রথমে তুমি নিচে তাকিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে জায়গা ঠিক করে নিলে, তারপর ফেলে দিয়ে আর নিচে তাকাওনি। তা ছাড়া তুমি দরজা দিয়ে না এসে জানালা দিয়ে আসার চেষ্টা করছ। যার অর্থ, জায়গাটার ব্যাপারে না জেনে তুমি আসতে চাওনি এবং আমি তোমাকে দেখে ফেলার পর নিজেকে সামলে প্রথমেই তুমি ব্রিফকেসটাকে লুকিয়েছ। যার অর্থ ব্রিফকেসের ভিতরে যা রয়েছে তার মূল্য তোমার কাছে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি। এখন তুমি ভিতরে, ব্রিফকেস বাইরে পড়ে আছে এবং আমরা জানি সেটা বাইরে পড়ে আছে, তুমি সম্ভবত কিছুটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছ।'

এতগুলো কথা বলে লম্বা দম নিল সে, আর লোকটা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'শুধু একটা বিষয় ছাড়া। আমি তোমাকে খালি হাতে হত্যা করে ব্রিফকেসসহ এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।'

'না, ইয়ংম্যান, আমার বিছানার নিচে একটা বেসবল বেট আছে, এখান থেকে মাত্র দুই সেকেণ্ডে বেট হাতে নিতে পারব এবং স্বাভাবিক মেয়েদের তুলনায় আমার গায়ে জোর অনেক বেশি।'

অনেকক্ষণ নীরবতা। শেষ পর্যন্ত চেষ্টাকৃত ভদ্রতার সাথে তরুণ লোকটি বলল, 'আমরা যখন এতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, তাহলে নিজের পরিচয় দিতে পারি? আমি পিলীয়াস এন্থর। তোমার নাম?'

'আমি আর্কে—আর্কেডি ডেরিল। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'এখন আর্কেডি, ছোট্ট ভাল মেয়ের মতো তোমার বাবাকে ডেকে দেবে?'

নিজেকে সংযত করল আর্কেডিয়া, 'আমি ছোট মেয়ে নই। তুমি খুব অভদ্র—বিশেষ করে যখন কোনো সুবিধা আদায় করতে চাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিলীয়াস এন্থর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ঠিক আছে, তুমি একজন ভাল, দয়ালু, প্রিয় ছোট ওল্ড লেডি এবং তোমার বাবাকে ডেকে দেবে?'

'এরকম কিছুও আমি বলতে বলিনি, তবে ডেকে দেব। সাবধান আমি তোমার উপর থেকে চোখ সরাচ্ছি না।'

বাইরের হলে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল এবং দরজা খুলে গেল ঝট করে।

'আর্কেডিয়া—' শ্বাস টানার জোরালো শব্দ হল এবং ড. ডেরিল একটু থমকে গেলেন। বললেন, 'আপনি কে?'

স্বস্তিতে ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল পিলীয়াস, 'ড. টোরান ডেরিল, আমি পিলীয়াস এন্থর। আমার কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন, অন্তত আপনার মেয়ে আমাকে তাই বলেছে।'

'আমার মেয়ে বলেছে আমি জানি?' তিনি ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন। আর্কেডিয়া নির্দোষ ভালো মানুষের মতো বসে আছে।

শেষ পর্যন্ত ড. ডেরিল বললেন, 'আমি আপনার আসার অপেক্ষাতে ছিলাম। দয়া করে আমার সাথে নিচে আসুন।' চোখের কোনে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে তিনি থেমে গেলেন, আর্কেডিয়াও দেখতে পেল একই সাথে।

সে দ্রুত তার ট্রান্সক্রাইবারের কাছে ছুটে গেল, কিন্তু লাভ হল না। তার বাবাও একই সাথে ছুটে এসেছেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বললেন, 'পুরোটা সময়ই তুমি এটা চালু রেখেছ, আর্কেডিয়া।'

'বাবা,' সত্যিকার কষ্টে চিৎকার করল সে, 'কারও ব্যক্তিগত করেসপণ্ডেন্স পড়া অভদ্রতা, বিশেষ করে সেটা যদি হয় টকিং করেসপণ্ডেন্স।'

'আহ্,' তার বাবা বললেন, 'তোমার শোবার কক্ষে একজন অপরিচিত লোকের সাথে টকিং করেসপণ্ডেন্স! বাবা হিসাবে খারাপ যে কোনো কিছু থেকে তোমাকে আমার রক্ষা করা উচিত।'

'ওহ্—গোলি, ব্যাপারটা সেরকম কিছু না।'

পিলীয়াস হঠাৎ করে হেসে উঠল, 'ওহ্, সেরকমই কিছু, ড. ডেরিল। এই মেয়ে আমাকে অনেক কিছু নিয়ে অভিযুক্ত করছিল, আমি মনে করি আপনার পড়া উচিত শুধু যদি আমার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে।'

'ওহ্—' অনেক কষ্টে সে কান্না ঠেকাল। তার নিজের বাবাও তাকে বিশ্বাস করে না। ঐ ট্রান্সক্রাইবার—বোকা লোকটা যদি জানালায় উঁকিঝুঁকি না দিত তাহলে মেশিনটা বন্ধ করার কথা ভুলত না। আর তার বাবা এখন অল্প বয়স্ক মেয়েদের কী করা উচিত বা উচিত নয় সেই ব্যাপারে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করবেন। হিসাব করলে দেখা যাবে কিছুই করা উচিত নয়, জন্মাও তারপর মরে যাও।

'আর্কেডিয়া,' তার বাবা মৃদু স্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার বয়সী মেয়েদের—'

সে জানত। সে জানত।

'—তাদের বয়সের তুলনায় বড় কারো সাথে অসংযত আচরণ করা উচিত নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে আমার জানালায় উঁকি মারছিল কেন? আমার প্রাইভেসি রক্ষার অধিকার আছে। পুরো রচনাটা আবার আমাকে লিখতে হবে।'

'তোমার জানালায় আসা তার উচিত বা অনুচিত সেই প্রশ্ন করার দরকার নেই। তুমি শুধু তাকে ভিতরে আসতে দিতে না। অথবা আমাকে ডেকে আনতে—যেখানে তুমি জানই আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

সে বিরক্তির সাথে বলল, 'তুমি এই লোকের কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছ না। দরজা বাদ দিয়ে এক জানালা থেকে অন্য জানালায় ঘুরে বেড়ালে পুরো ব্যাপারটাই ফাঁস হয়ে যেত।'

'আর্কেডিয়া, তুমি যা জান না, সেটা নিয়ে তোমার মতামত কেউ চায়নি।'

'আমি জানি, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন, পুরো ব্যাপারটা তাদেরকে নিয়ে।'

ঘরে নীরবতা নেমে এল। বয়স্ক দুজনের চেহারা দেখে এমনকি আর্কেডিয়াও ভয় পেয়ে গেল।

ড. ডেরিল নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোথেকে শুনেছ?'

'কোথাও না, কিন্তু আর কোন বিষয় এত গোপনীয় হতে পারে? তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি কাউকে বলিনি।'

'মি. এন্থর,' ড. ডেরিল বললেন, 'সবকিছুর জন্য আমি ক্ষমা চাই।'

'ওহ্, ঠিক আছে। সে যদি অন্ধকারের শক্তির কাছে নিজের আত্মা বিক্রি করে দেয় তাতে আপনার কোনো দোষ নেই। তবে যাওয়ার আগে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। মিস আর্কেডিয়া—'

'কী চাও তুমি?'

'কেন তুমি মনে কর দরজা বাদ দিয়ে জানালা দিয়ে আসাটা বোকামি হয়েছে?'

'কারণ, বিজ্ঞাপন করে তুমি বুঝাচ্ছ তোমার কিছু একটা লুকানোর আছে। যদি আমার গোপন করার কিছু থাকে তবে আমি মুখে টেপ আটকে বের হব না, যাতে সবাই বুঝতে পারে আমার গোপন করার মতো কিছু আছে। তুমি কী স্যালভর হার্ডিনের বইগুলো পড়োনি? তুমি জানো, তিনি আমাদের প্রথম মেয়র।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'তিনি প্রায়ই বলতেন যে কোনোকিছুই সত্য হবে না যদি সবকিছুকে সত্যের মতো না শোনায়। তোমার জানালা দিয়ে আসাটা মোটেও সত্য বলে মনে হয় না।'

'তুমি হলে কী করতে?'

'যদি আমি আমার বাবার সাথে কোনো গোপন বিষয় নিয়ে দেখা করতে চাইতাম তবে আমি জনসমক্ষে তার সাথে দেখা করতাম, তাকে নিয়ে ঘুরতাম। যখন সবাই তোমার ব্যাপারে জানবে এবং আমার বাবার সাথে স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে যুক্ত করে ফেলবে, তখন তুমি যতখুশি গোপনীয় হতে পারবে, কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।'

লোকটি অদ্ভুতভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে, তারপর ড. ডেরিলের দিকে তাকাল. 'চলুন, বাগানে আমার ব্রিফকেসটা পড়ে আছে, তুলে আনতে হবে। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনিট। শেষ একটা প্রশ্ন। আর্কেডিয়া, তোমার বিছানার নিচে কোনো বেসবল বেট নেই, তাই না?'

'না! নেই।'

'হাহ্। আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

ড. ডেরিল দরজার কাছে থামলেন। 'আর্কেডিয়া,' তিনি বললেন, 'তুমি যখন আবার রচনাটা লিখবে, তোমার দাদীমার ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় রহস্য তৈরি করবে না। তার কথা একেবারে না বললেই ভাল হয়।'

ড. ডেরিল এবং পিলীয়াস নিঃশব্দে নেমে আসলেন। আগন্তুক দ্বিধান্বিত স্বরে প্রশ্ন করল, 'কিছু মনে করবেন না, ওর বয়স কত?'

'চৌদ্দ, কালকের আগের দিন পূর্ণ হয়েছে।'

'চৌদ্দ? গ্রেট গ্যালাক্সি—সে কী কখনো বিয়ে করার কথা ভাবছে।'

'না, বলেনি। অন্তত আমার কাছে না।'

'ঠিক আছে, যদি সে কখনো বিয়ে করে তাকে গুলি করবেন। আমি বলতে চাচ্ছি যাকে সে বিয়ে করবে।' সে সরাসরি বৃদ্ধ লোকটির চোখের দিকে তাকাল। 'আমি সিরিয়াস। ওর বিশ বছর বয়সে তার সাথে বাস করার মতো ভয়ানক ব্যাপার আর কিছু নেই। আমি আপনাকে ভয় পাওয়াতে চাই না।'

'সাবধান করার প্রয়োজন নেই। আমি জানি আপনি কী বলতে চাচ্ছেন।'

উপরতলায়, তাদের সন্দেহ বিশ্লেষণের বস্তুটি বিদ্রোহে ক্লান্ত হয়ে ট্র্যান্সক্রাইবারের সামনে বসে নিরানন্দ গলায় বলল, 'সেল্ডনস্ প্ল্যানের উত্তরকাল।' ট্র্যান্সক্রাইবার অসীম ধৈর্যের সাথে শব্দগুলোকে মার্জিত ও জটিল অক্ষরবিন্যাসে অনুবাদ করে লিখল।

'সেল্ডনস্ প্ল্যানের উত্তরকাল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেল্ডনস্ প্ল্যান

গণিত... n সংখ্যক চলক এবং n মাত্রার জ্যামিতিক অন্তরকলনের সংশ্লেষণের ভিত্তি যে বিষয়ে সেল্ডনস্ একবার বলেছিলেন 'মানবতার ছোট বীজগণিত'...

—এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

একটি কক্ষ।

কক্ষের অবস্থান এই মুহূর্তে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অজানা সেই কক্ষে রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব।

এই কক্ষ বহু শতাব্দী ধরে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আবাসস্থল—যদিও এই বিজ্ঞানকে সহস্র বছর ধরে গড়ে উঠা বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন একটি বিজ্ঞান যা শুধুমাত্র গণিতের ধারণা নিয়ে কাজ করে—যে গণিতের তুলনা চলে শুধু প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাচীন গণিতের সাথে যখন প্রযুক্তির উদ্ভব হয়নি; মানব জাতি একটি মাত্র গ্রহে সীমাবদ্ধ ছিল। অগণিত গ্রহে পদার্পণ করতেও শুরু করেনি।

গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার হচ্ছে, কক্ষটি মেন্টাল সায়েন্স দ্বারা সুরক্ষিত—পুরো গ্যালাক্সির সম্মিলিত শক্তিও যে সায়েন্সকে এখন পর্যন্ত পরাজিত করতে পারেনি—এখানেই রয়েছে প্রাইম রেডিয়্যান্ট, যার মর্মস্থলে রয়েছে সেল্ডনস্ প্ল্যান—সম্পূর্ণরূপে।

এছাড়াও কক্ষে একজন ব্যক্তি আছেন—ফার্স্ট স্পিকার।

সেল্ডনস্ প্ল্যান-এর চিফ গার্ডিয়ানদের তালিকায় তিনি বার নাম্বার। তার পদাধিকারের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই, শুধু দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের নেতৃবৃন্দের মিটিংয়ে তিনি সবার আগে বক্তব্য শুরু করেন।

তার উত্তরসূরিরা মিউলকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু সেই ভয়ানক লড়াইয়ের ধ্বংসস্তূপ সেল্ডনস্ প্ল্যানের গতিপথে আবর্জনার মতো জমে আছে—পঁচিশ বছর ধরে তিনি এবং তার প্রশাসন একগুয়ে এবং বোকা মানুষদের এই গ্যালাক্সিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন—কাজটা অনেক কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা খোলার শব্দে ফার্স্ট স্পিকার চোখ তুলে তাকালেন। তিনি যখন কক্ষে একা ছিলেন তখন তিনি তার সিকি শতাব্দীর প্রচেষ্টার কথা ভাবছিলেন—যা এখন ধীরে ধীরে কিন্তু নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেও তার মাইণ্ড সাগ্রহে আগন্তুকের অপেক্ষা করছিল। একজন তরুণ শিক্ষার্থী, নিঃসন্দেহে যারা পরবর্তীতে দায়িত্ব নেবে তাদের একজন।

তরুণ অনিশ্চিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তাই তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, বন্ধুর মতো একহাত ফেলে রেখেছেন তার কাঁধের উপর।

শিক্ষার্থী লজ্জিতভাবে হাসল এবং ফার্স্ট স্পিকার কথা বলে সাড়া দিলেন, 'প্রথমেই আমার বলা উচিত তোমাকে কেন আনা হয়েছে।'

দুজন ডেস্কের দুদিকে মুখোমুখি বসলেন। দুজনের কেউই এমন কোনো পদ্ধতিতে কথা বলছে না যে পদ্ধতি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সদস্য ছাড়া গ্যালাক্সির অন্য কোনো মানুষ বুঝতে পারবে।

বাকশক্তি মূলত একটি কৌশল যার দ্বারা মানুষ তার মাইণ্ডের চিন্তাধারা এবং ইমোশন অপরিপূর্ণভাবে আদান-প্রদান করতে শেখে। মানসিক সূক্ষ্ম অনুভূতি উপস্থাপনের জন্য অযৌক্তিক শব্দ তৈরি এবং সেগুলোর মিশ্রণের দ্বারা সে যোগাযোগের একটা মাধ্যম তৈরি করেছে—কিন্তু এই পদ্ধতির অদক্ষতা এবং অসাড়তা মাইণ্ডের সূক্ষ্মতাকে শুধু কণ্ঠনির্ভর সিগন্যালে পরিণত করে।

সাইকোহিস্টোরি মেন্টাল সায়েন্সের পরিণত রূপ, চূড়ান্ত গণিতায়ন, মেন্টাল সায়েন্সের যে মৌলিক কৌশলের ভিত্তিতে সেল্ডনস্ প্ল্যান গড়ে উঠেছে, সেই একই কৌশলের কারণে ফার্স্ট স্পিকারকে বাকশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে না।

নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া—যতই ক্ষীণ হোক, অপরজনের মাইণ্ডের ভিতরে যে চলমান প্রবাহ প্রবেশ করছে তার অতি সামান্য পরিবর্তনও নির্দেশ করে। ফার্স্ট স্পিকার মিউলের মতো তার সামনে বসা শিক্ষার্থীর ইমোশনাল অ্যালিমেন্ট পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে পারছেন না—কারণ মিউল ছিল মিউট্যান্ট এবং কোনো সাধারণ মানুষের এত ব্যাপক ক্ষমতা থাকতে পারে বলে কেউ কল্পনাও করেনি এমনকি কোনো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারেরও এত ক্ষমতা নেই।

যাই হোক বাকশক্তিনির্ভর কোনো ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনারদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বরং ধরে নেওয়া যাক তিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে কথা বলছেন।

ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'তুমি তোমার জীবনের অধিকাংশ সময় কঠিন অধ্যাবসায় নিয়ে এবং ভালভাবে মেন্টাল সায়েন্স অধ্যয়ন করেছ। এখন সময় হয়েছে তুমি এবং তোমার মতো কয়েকজনের স্পিকার হুডের জন্য শিক্ষানবিশি কাল শুরু করা।'

ডেস্কের অন্যদিক থেকে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না—তোমাকে স্থিরভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করতে হবে। তুমি আশা করছ উত্তীর্ণ হবে। আবার ভয় পেলে হবে না। আশা এবং ভয় দুটোই দুর্বলতা। তুমি জান তুমি পারবে, কিন্তু ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারছ না এই ভেবে যে এতে তুমি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজে ভুল করবে। সবচেয়ে অসহায় বোকা লোক হচ্ছে সেই যে তার নিজের জ্ঞান সম্পর্কে জানে না। এটা যোগ্যতারই একটা অংশ যে তুমি জান তুমি উত্তীর্ণ হবে।'

ডেস্কের অপরদিকে অস্থিরতা কমে গেল।

'এখন তুমি মনোযোগ দেওয়ার জন্য এবং শেখার জন্য তৈরি। মনে রাখবে কাজের উপযোগী করার জন্য মাইণ্ড কখনও শক্ত নিয়ন্ত্রণে রাখবে না বরং মুক্ত করে দেবে। আমার মাইণ্ড তোমার সামনে সম্পূর্ণ খুলে দিয়েছি। এস বরং দুজনেই সব বাধা দূর করে দেই।'

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'একজন স্পিকার হওয়া সহজ ব্যাপার না। একজন সাইকোহিস্টোরিয়ান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাও বেশ কঠিন ব্যাপার; কিন্তু এমনকি সবচেয়ে ভাল সাইকোহিস্টোরিয়ানেরও স্পিকার হওয়ার সব গুণ থাকে না। একজন স্পিকারকে শুধুমাত্র সেল্ডনস্ প্ল্যানের গাণিতিক জটিলতার ব্যাপারে সচেতন হলেই চলবে না; এর প্রতি তার সহানুভূতি থাকতে হবে, প্ল্যানটাকে ভালবাসতে হবে। এই প্ল্যানই হবে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, একমাত্র বন্ধু।

'এটা কী চেন?'

ফার্স্ট স্পিকার আস্তে করে ডেস্কের মাঝখানে একটা কালো উজ্জ্বল কিউব রাখলেন। আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

'না, স্পিকার, আমি জানি না।'

'তুমি প্রাইম রেডিয়্যান্টের নাম শুনেছ?'

'এটাই প্রাইম রেডিয়্যান্ট?' তরুণ আশ্চর্য হয়ে গেছে।

'তুমি আরও বিস্ময়কর ও উৎসাহজনক কিছু আশা করেছিলে। সেটিই স্বাভাবিক। এটি তৈরি হয়েছে এম্পায়ারের যুগে, সেলডনের লোকেরাই তৈরি করেছিলেন। প্রায় চারশ বছর ধরে আমরা প্রাইম রেডিয়্যান্ট ব্যবহার করছি কিন্তু এর মাঝে একবারও মেরামত বা অন্য কোনো পরিবর্তন করতে হয়নি। প্রথম ফাউণ্ডেশন হয়তো বা একই রকম আরেকটা তৈরি করতে পারবে, কিন্তু তারা এটা পাচ্ছে কোথায়।'

তিনি ডেস্কের পাশে একটা লিভারে চাপ দিলেন, ফলে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে দূর হয়ে গেল অন্ধকার। কারণ আলোর কয়েকটা উজ্জ্বল ঝলকানি দিয়ে কক্ষের লম্বা দেওয়াল দুটো জীবন্ত হয়ে উঠল। প্রথমে ফ্যাকাশে সাদা, তারপর এখানে সেখানে হালকা অন্ধকার ভাব, শেষপর্যন্ত কালো অক্ষরে পরিষ্কারভাবে ছাপানো সমীকরণ দেওয়াল জুড়ে ভেসে উঠল, স্থানে স্থানে লাল রঙের চিকন দাগ। নিকষ কালো জঙ্গলে লালাভ স্রোতের মতো মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এস, দেওয়ালের সামনে এখানে দাঁড়াও। তোমার কোনো ছায়া পড়বে না। রেডিয়েটর থেকে কোনো সাধারণ পদ্ধতিতে আলো বিকিরণ হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কী, আসল কৌশল আমিও জানি না। কিন্তু এতটুকু জানি যে তোমার কোনো ছায়া পড়বে না।'

তারা পাশাপাশি দাঁড়াল। প্রতিটি দেওয়াল ত্রিশ ফুট লম্বা দশ ফুট উঁচু। লেখাগুলো ছোট এবং দেওয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি স্থান দখল করে আছে।

'এখানে পুরো প্ল্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি না,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'দুই দেওয়ালে পুরো প্ল্যান আনতে হলে প্রতিটি সমীকরণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তুমি যা দেখছ সেটাই এখন পর্যন্ত প্ল্যানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তুমি ভালোভাবেই জান, তাই না?'

'জী স্পিকার, জানি।'

'তুমি কী কোনো অংশ চিনতে পারছ?'

সামান্য নীরবতা। শিক্ষার্থী আঙুল দিয়ে দেখাল এবং সাথে সাথে সারিবদ্ধ সমীকরণ দেওয়ালের নিচে নেমে যেতে লাগল এবং সে যে ফাংশনগুলো ভেবেছিল সেগুলো চোখ সমান উচ্চতায় স্থির হল। শুধুমাত্র আঙুল দিয়ে এত নিখুঁতভাবে কাজ হয়নি, সমীকরণটি তার মাইণ্ডে ছিল।

ফার্স্ট স্পিকার মৃদু হাসলেন, 'প্রাইম রেডিয়্যান্ট তোমার মাইণ্ড ধরতে পারবে। এই ছোট যন্ত্রটির কার্যকলাপ দেখে তুমি আরও অবাক হবে। যাই হোক, তোমার নির্বাচিত সমীকরণ সম্পর্কে তুমি কী বলবে?'

'এটা,' দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল শিক্ষার্থী, 'একটা রিগেলিয়ান অন্তরকলন, নির্দিষ্ট প্রবণতার গ্রহগুলোর বন্টন ব্যবহার করে সেই গ্রহে দুটো অর্থনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব নির্দেশ করা হয়েছে অথবা একটা সেক্টর সেই সাথে অস্থিতিশীল ইমোশনাল প্যাটার্ন।'

'ফলাফল?'

'এই সমীকরণ জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে উত্তেজনার মাত্রা উপস্থাপন করছে, তখন আমরা এই—' আঙুল দিয়ে দেখাতেই সমীকরণগুলো আবার দিক পরিবর্তন করল— 'একটি পরস্পরযুক্ত সমকেন্দ্রিক ফলাফল পাব।'

'ভালো,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'এখন পুরো প্ল্যান সম্পর্কে তোমার মতামত কী বল। একটা পরিপূর্ণ শিল্পকর্ম তাই না?'

'নিশ্চয়ই!'

'ভুল! তোমার ধারণা ঠিক নয়। এই একটি বিষয়,' ধারালোভাবে বললেন তিনি, 'তোমাকে প্রথমেই শিখতে হবে। সেল্ডনস্ প্ল্যান পূর্ণাঙ্গও নয় সঠিকও নয়। বরং বলা যায় সেই সময়ে এর চেয়ে ভাল কিছু করা সম্ভব ছিল না। এক ডজনেরও বেশি মানবপ্রজন্ম সমীকরণগুলো নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, শেষ দশমিক বিন্দু পর্যন্ত সেগুলো ভেঙে নিয়ে আবার একত্রিত করেছে। তার চেয়েও বেশি কিছু করেছে। তারা প্রায় চারটি শতাব্দী পার হয়ে যেতে দেখেছে এবং প্রতিটি অনুমান ও সমীকরণের বিপরীতে বাস্তবতা অনুসন্ধান করে শিখতে পেরেছে।

'তারা সেলডনের চেয়েও বেশি শিখতে পেরেছে এবং বহু শতাব্দীর এই সঞ্চিত জ্ঞান নিয়ে যদি সেলডনের গবেষণার পুনরাবৃত্তি করি, তা হলে আমরা তার চেয়েও ভাল কাজ করতে পারব, কী বলছি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ?'

তরুণ শিক্ষার্থী কিছুটা হতবাক হয়ে গেছে।

'স্পিকার হুড পাওয়ার আগে,' ফার্স্ট স্পিকার বলতে লাগলেন, 'এই প্ল্যানে পুরোপুরি তোমার নিজস্ব কিছু অবদান রাখতে হবে। এতে দোষের কিছু নেই। দেওয়ালে যতগুলো লাল দাগ দেখছ তার সবগুলোই সেলডনের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের দলের বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান।' তিনি উপর দিকে তাকালেন, 'ঐ যে!'

মনে হলো যেন পুরো দেওয়ালটা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

'এটা,' তিনি বললেন, 'আমার,' দুটো তীর চিহ্নকে একটা লাল রেখা সুন্দরভাবে ঘিরে রেখেছে, ছয় স্কয়ার ফুট জায়গা জুড়ে রয়েছে জটিল গাণিতিক সমাধান একেবারে মাঝখানে লাল রঙে একটা ধারাবাহিক সমীকরণ লেখা।

'খুব বেশি কিছু নয়।' ফার্স্ট স্পিকার বললেন। 'আমি যা প্রমাণ করতে চেয়েছি প্ল্যানের সেই অবস্থানে আমরা এখনও পৌছাইনি। এক সময় সম্মিলিত দ্বিতীয় এম্পায়ারে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হবে এবং সেই মতবাদগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফলে এম্পায়ার ভেঙে পড়তে পারে অথবা সকল ক্ষেত্রেই অনমনীয়তা দেখা দেবে। দুটো সম্ভাবনাই এখানে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সেগুলো এড়ানোর কৌশলও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'তা ছাড়াও তৃতীয় একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদিও গাণিতিক দিক দিয়ে সেই সম্ভাবনা অত্যন্ত কম—কিন্তু যতই ক্ষুদ্র হোক সব সম্ভাবনাই বিবেচনা করতে হবে। কারণ যেহেতু পরিকল্পনার মাত্র শতকরা চল্লিশ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে দুই বা তার অধিক বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর মধ্যে আপস করা যেতে পারে। যদি আপস করা হয় তবে এম্পায়ারের ভিত্তি অকার্যকর হয়ে পড়বে। আর যদি আপস না করা হয় তবে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের ফলাফল হবে আরও ভয়াবহ। সৌভাগ্যবশত এটা ঠেকানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই বিষয়টাই আমি গণিতের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।'

'পরিবর্তন করা হবে কী উপায়ে, স্পিকার?'

'রেডিয়্যান্ট এর মাধ্যমে। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটা কমিটি তোমার গাণিতিক সমাধান ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন; এবং তাদের সামনে তোমাকে তোমার সমাধানের যথার্থতা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। তারপর দুবছর সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবে তুমি। দুবছর পরে তোমার অগ্রগতি আবার পরীক্ষা করে দেখা হবে। অনেক সময়ই আপাতদৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ একটা সমাধানের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করতে মাস বা বছর ধরে লাগাতার পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। কখনও নবিশ নিজেই তার ত্রুটি ধরে ফেলতে পারে।

'দুবছর পরে যদি তোমার প্রদত্ত সমাধান প্রথম পরীক্ষার মতোই দ্বিতীয় আরেকটি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—ভালো প্রমাণিত হয়—যদি তুমি আর কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বা যুক্তিপ্রমাণ না দেখাও—তবে তোমার গবেষণা মূল প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

'প্রাইম রেডিয়্যান্ট তোমার মাইণ্ডের সাথে সমন্বয় করা থাকবে। প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সংযুক্তি মেন্টাল রিপোর্টের মাধ্যমে করা হবে। এই সংশোধন বা সংযুক্তি যে তুমি করেছ সেটা চিহ্নিত করার কোনো উপায় থাকবে না। এই প্ল্যানের ইতিহাসে ব্যক্তিগত অবদান বলে কিছু নেই। বরং পুরো অবদানই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্পিকার!'

'যথেষ্ট হয়েছে।' প্রাইম রেডিয়্যান্ট সরিয়ে নিতেই দেওয়ালগুলো খালি হয়ে গেল, ফিরে আসল কক্ষের স্বাভাবিক আলো। 'বসো এখানে। স্পিকার হতে হলে তোমাকে গণিতের সাহায্য ছাড়াই পুরো প্ল্যান ব্যাখ্যা করা শিখতে হবে। অন্তত এর মূলদর্শন এবং লক্ষ্যগুলো বুঝতে হবে।

'প্রথমেই বল, এই প্ল্যানের লক্ষ্য কী? অন্ধবিশ্বাস বাদ দিয়ে নিজের ভাষায় বল। মার্জিত ও ভদ্র ভাষার ভিত্তিতে তোমার যোগ্যতা বিচার করা হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

এটাই শিক্ষার্থীর প্রথম সুযোগ। কিছুটা দ্বিধা এবং সংশয় নিয়ে বলল, 'আমার এতদিনের শিক্ষার ফলে আমি বিশ্বাস করি যে এই প্ল্যানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি মানবসভ্যতা গড়ে তোলা যার অস্তিত্ব আগে কখনো ছিল না। এমন একটি সভ্যতা, সাইকোকেমিস্ট্রির নিয়ম অনুযায়ী যা স্বাভাবিকভাবে কখনোই—'

'থামো!' ফার্স্ট স্পিকার বাধা দিলেন, 'তুমি অবশ্যই "কখনো" শব্দটা ব্যবহার করবে না। তা হলে পুরো বিষয়টা অস্পষ্ট হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সম্ভাব্যতা অসীম হতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনা সবসময়ই শূন্যের চেয়ে বড়।'

'জী, স্পিকার। আকাঙ্ক্ষিত বিকাশ, যদি আমি সংশোধন করে বলি, তাহলে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'অনেক ভালো। কী ধরনের বিকাশ ঘটবে?'

'এই সভ্যতা গড়ে উঠবে মেন্টাল সায়েন্সের ভিত্তিতে। মানবজাতির ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা গেছে শুধু বাস্তব কারিগরি জ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। যার দ্বারা শুধুমাত্র জড়বুদ্ধির মানুষের পৃথিবী পরিচালনা করা যায়। বিভিন্ন নৈতিকতা দ্বারা সমাজ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করা হয়েছে। ফলে যে সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির স্থিতিশীলতা প্রায় পঞ্চান্ন পারসেন্ট সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ এটাই।'

'এবং যে সভ্যতার কথা বলা হচ্ছে তার বিকাশ ঘটানো অসম্ভব কেন?'

'অধিকাংশ মানুষই বাস্তব বিজ্ঞানের অগ্রগতি মেনে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত এবং সেখান থেকে তারা প্রত্যক্ষ সুবিধা পায়। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ মেন্টাল সায়েন্সের দ্বারা নেতৃত্ব দিতে পারে, এর ফলে অস্পষ্ট কিন্তু সূক্ষ্ম সুবিধা অর্জন সম্ভব। তাছাড়া মেন্টালি যে সবচেয়ে শক্তিশালী তার হাতে এককভাবে সব ক্ষমতা চলে যাবে—স্বভাবতই বড় ধরনের বিভাজন সৃষ্টি হবে মানুষের মধ্যে—ফলে মানুষের মনে অসন্তোষ তৈরি হবে এবং বল প্রয়োগ করে অবশিষ্ট মানবজাতিকে চৈতন্যহীন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। আমরা এই ধরনের অগ্রগতির বিরোধী।'

'তা হলে সমাধান কী?'

'সমাধান হলো সেল্ডনস্ প্ল্যান। উপাদানগুলো এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেলানো হয়েছে যাতে প্ল্যানের শুরু থেকে সহস্রাব্দের মধ্যে—এখন থেকে ছয় শ বছর পরে, একটা দ্বিতীয় গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে উঠবে। এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন পূর্ণ বিকশিত হবে, নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য একদল সাইকোলজিস্ট তৈরি করবে। অথবা আমি যে কথাটা প্রায়ই ভাবি, প্রথম ফাউণ্ডেশন একটি একক রাজনৈতিক বাস্তব কাঠামো তৈরি করবে এবং দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন তৈরি প্রশাসক শ্রেণীর মেন্টাল কাঠামো তৈরি করবে।'

'হুম-ম্-ম্। সন্তোষজনক। তুমি কী মনে কর, যে কোনো দ্বিতীয় এম্পায়ার এমনকী যদি সেলডনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও গড়ে উঠে, সেটি সম্পূর্ণভাবে তার প্ল্যান অনুযায়ী হবে।'

'না স্পিকার, আমি তা মনে করি না। সেল্ডনস্ প্ল্যানের পরবর্তী নশ থেকে সতের শ বছরের মধ্যে অনেকগুলো দ্বিতীয় এম্পায়ার গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যে কোনো একটাই হবে উপযুক্ত দ্বিতীয় এম্পায়ার।'

'এবং সবকিছু বিবেচনা করার পর কেন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব গোপন রাখা হয়েছে—বিশেষ করে প্রথম ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে?'

শিক্ষার্থী প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। তাই উত্তর দিতে সমস্যা হচ্ছে, 'যে কারণে পুরো প্ল্যান মানবজাতির কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। সাইকোহিস্টোরি সম্পূর্ণভাবে স্ট্যাটিসটিক্যাল এবং প্রতিটি মানুষের আচরণ যদি স্বাভাবিক না হয় তবে সাইকোহিস্টোরি কাজ করবে না। যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রার জনগোষ্ঠী সেল্ডনস্ প্ল্যানের মূল বিষয় জেনে ফেলে, তবে তাদের আচরণ সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে, স্বাভাবিক থাকবে না। অন্য কথায় বলা যায় তাদের আচরণ সাইকোহিস্টোরির স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মাফ করবেন স্পিকার, আমার মনে হয় উত্তর সন্তোষজনক হয়নি।'

'যা বলেছ, ভালই বলেছ। তোমার উত্তর শুধু অসম্পূর্ণ। শুধুমাত্র প্ল্যানের কারণেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব গোপন রাখা হয়নি। দ্বিতীয় এম্পায়ার এখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠিত হয়নি। আমরা এখনও এমন একটি পরিবেশে বাস করি যেখানে কেউই সাইকোলজিস্টদের শাসন মেনে নিতে রাজি নয় এবং আমাদের অগ্রগতি যে কোনোভাবে বাধা দেবে। বুঝতে পেরেছ?'

'জী স্পিকার, বুঝতে পেরেছি। ব্যাপারটা কখনো গুরুত্ব দিয়ে—'

'এই বিষয়টা শিক্ষার্থীদের কাছে উত্থাপনই করা হয়নি, যদিও তোমার নিজে থেকেই বুঝে ফেলার ক্ষমতা আছে। এটা এবং এরকম আরও অনেক বিষয় তোমার শিক্ষানবিশকালের মধ্যে আমরা আলোচনা করব। এক সপ্তাহ পর আবার আমার সাথে তোমার দেখা হবে। এই সময়ের মধ্যে তোমাকে যে সমস্যা দেওয়া হয়েছে তার সমাধান তৈরি করবে। আমি সম্পূর্ণ ও জটিল গাণিতিক সমাধান চাই না। সেটা করতে গেলে একজন অভিজ্ঞ লোকেরই একবছর লাগবে।

'তোমাকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে প্ল্যানের একটা শাখান্বিত অংশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা আছে। লক্ষ করলেই দেখবে যে প্রত্যাশিত ফলাফলের পথ, যে সকল অনুমান করা হয়েছিল তার থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে, সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগ। তোমাকে বের করতে হবে সংশোধনের অযোগ্য হয়ে পড়ার আগে বিচ্যুতিগুলো কতদিন থাকবে, যদি সংশোধন না করা হয় তবে এর সম্ভাব্য পরিণতি এবং সংশোধনের সম্ভাব্য উপায়।'

শিক্ষার্থী ভিউয়ার চালু করে ছোট বিল্ট-ইন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেল।

'বিশেষ করে এই সমস্যাটাই কেন, স্পিকার? অবশ্য একাডেমিক গুরুত্ব ছাড়াও এর অন্য গুরুত্ব আছে।'

'ধন্যবাদ, যতটুকু আশা করেছিলাম তুমি তার চেয়েও দ্রুত ধরতে পারছ। সমস্যাটি কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে গ্যালাক্সির ইতিহাসে বিস্ফোরণের মতো মিউলের আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তী দশ বছর মহাবিশ্বে সেই ছিল এককভাবে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। তার কথা কেউ অনুমান করেনি, বা হিসাবও করেনি। সেল্ডনস্ প্ল্যান প্রায় ধ্বংস করে ফেলে সে, তবে পুরোপুরি পারেনি।'

'সে পুরোপুরি বিধ্বংসী হয়ে উঠার আগেই আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হই। আমরা আমাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে ফেলি, সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার আমাদের ক্ষমতার কিছু অংশও প্রকাশ করতে বাধ্য হই। প্রথম ফাউণ্ডেশন আমাদের কথা জেনে ফেলে এবং এখন তাদের সকল কার্যকলাপ আমাদের বিরুদ্ধে। স্ক্রিনে দেখ—এখানে এবং এখানে।

'অবশ্যই এই বিষয় নিয়ে তুমি কারো সাথে আলোচনা করবে না।'

শিক্ষার্থী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কথাগুলো হজম করল। তারপর বলল, 'তাহলে সেল্ডনস্ প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে!'

'এখনও হয়নি। তবে হতে পারে। সফল হওয়ার সম্ভাবনা এখনও একুশ দশমিক চার পার্সেন্ট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষড়যন্ত্রকারী

মি. ডেরিল এবং পিলীয়াস এন্থর হালকা কথাবার্তা বলে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিলেন; দিনটা ছিল নির্মল, গুরুত্বহীন। তিনি সবার কাছে তরুণকে তার কাজিন বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

আর আর্কেডিয়ার প্রস্তুতি তার নিজের গতিতে চলছে। প্রকৃতপক্ষে তার পরিকল্পনা ধরা একেবারেই অসম্ভব।

যেমন সে অলিনথাস ড্যামকে তার ঘরে তৈরি সাউণ্ড রিসিভার আর্কেডিয়াকে দিয়ে দিতে রাজি করিয়েছে, অলিনথাসকে এমনভাবে রাজি করিয়েছে যা ভবিষ্যতে সে যে সকল পুরুষদের সংস্পর্শে আসবে বিষয়টা তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। সে শুধু অলিনথাসের স্বঘোষিত শখের প্রতি– তার ওয়ার্কশপের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখানো শুরু করে। এমনভাবে সে তার আগ্রহ অলিনথাসের নিকট তুলে ধরে, বড় বড় চোখ তুলে এমনভাবে তাকায় যে অলিনথাস অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাকে সাউণ্ড রিসিভারটা দিয়ে দেয়।

AMARBOI.COM

তারপর থেকেই আর্কেডিয়া অলিনথাসকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে যেন সাউণ্ড রিসিভার বন্ধুত্বের জন্য দেওয়া হয়েছে এমন কোনো সন্দেহ তার না হয়। পরবর্তী এক মাস অলিনথাস তার জীবনের এই ছোট্ট সময়ের কথা বারবার ভেবেছে; শেষে আর কোনো যোগাযোগ না হওয়ায় সেই চিন্তা সে বাদ দিল।

সপ্তম দিনের সন্ধ্যায় যখন ডেরিলের বসার ঘরে পাঁচজন লোক খাবারসহ কিন্তু তামাক ছাড়া বসে আছে তখন উপরে আর্কেডিয়ার ডেস্কে ঘরে বানানো অলিনথাসের কিম্ভূত যন্ত্রটি সম্পূর্ণ তৈরি।

পাঁচজন লোক। ড. ডেরিলকে ধূসর হয়ে যাওয়া চুল এবং নিখুঁত পোশাকে বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও মনে হচ্ছে বৃদ্ধ। পিলীয়াস এন্থর বেশ অস্থির, চোখগুলো দ্রুত এদিক ওদিক ঘুরছে, নিজের প্রতি মনে হয় আস্থা নেই। এবং নতুন তিনজন—জোল টার্বর, ভিজিকাস্টর, স্থূলকায় ও মোটা; ড. এলভিট সেমিক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়া পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, হাড্ডিসার দেহ; হোমির মান, লাইব্রেরিয়ান, লম্বা এবং অসুস্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ডেরিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, সহজ সরল এবং যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে কথা বলছেন, 'এই সাক্ষাত শুধুমাত্র সামাজিক কারণেই নয়। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। যেহেতু অসামান্য যোগ্যতার কারণেই তোমাদের নির্বাচন করা হয়েছে, তোমরা হয়তো এর সাথে জড়িত বিপদের কথাও জান। আমি বেশি কিছু বলব না, শুধু এতটুকুই বলব, যে কোনো সময় আমরা দোষী সাব্যস্ত হতে পারি।

'লক্ষ করো, তোমাদের কাউকেই গোপনে আসতে বলা হয়নি। কেউ যেন না দেখে এমনভাবে আসতে বলা হয়নি। বাইরে থেকে যেন কিছু দেখা না যায় জানালাগুলো সেভাবে এডজাস্ট করা নেই বা কক্ষে কোনো স্ক্রিনও নেই। আমরা শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না, আর অতিরিক্ত গোপনীয়তা এবং নাটুকেপনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'

(হাহ্, ছোট বাক্স থেকে ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ শুনতে শুনতে আর্কেডিয়া ভাবল।)

'তোমরা বুঝতে পেরেছ?'

এলভিট সেমিক জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁট চাটল, উপরের পাটির দাঁত বেরিয়ে পড়ল। প্রতিটি কথার সাথে তার মুখের বলিরেখাগুলোও কাঁপছে, 'ওহ্, বাদ দাও। এই লোক সম্পর্কে আমাদের বল।'

ড. ডেরিল বললেন, 'ওর নাম পিলীয়াস এন্থর, আমার পুরোনো সহকর্মী ক্লেইজ -এর ছাত্র, ক্লেইজ গতবছর মারা গেছেন। মারা যাওয়ার আগে পঞ্চম সাবলেভেল পর্যন্ত এন্থরের ব্রেইন প্যাটার্ন আমার কাছে পাঠিয়েছে। তোমাদের সামনেই এখন এই লোকের ব্রেইন প্যাটার্ন পরীক্ষা করা হবে। তোমরা জান, ব্রেইন প্যাটার্ন নকল করা যায় না, এমনকি সাইকোলজি সায়েন্সের লোকরাও পারে না। তোমরা না জানলেও আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।'

টার্বর বলল, 'আমাদের বরং কোথাও থেকে শুরু করা উচিত। তোমার কথা আমরা মেনে নিলাম, বিশেষ করে যেহেতু ক্লেইজ-এর মৃত্যুতে তুমিই গ্যালাক্সির শ্রেষ্ঠ ইলেকট্রো নিউরোলজিস্ট। অন্তত আমার ভিজিকাস্ট প্রতিবেদনে আমি সেভাবেই বলি এবং আমি বিশ্বাসও করি। তোমার বয়স কত, এন্থর?'

'উনত্রিশ, মি. টার্বর।'

'হুম-ম্-ম্। তুমিও একজন ইলেকট্রো-নিউরোলজিস্ট। সেরা একজন।'

'শুধু এই বিজ্ঞানের একজন ছাত্র। তবে আমি কঠোর পরিশ্রম করি, ক্লেইজের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছি।'

মান্ কথা বলে উঠল। উত্তেজনায় সে তোতলাচ্ছে। 'আমি...আমার ইচ্ছা তোমরা কাজ শুরু কর। আমার মনে হয় সবাই বে... বেশি কথা বলছি।'

ড. ডেরিল একটা ভুরু তুলে মান্ এর দিকে তাকালেন। 'তুমি ঠিকই বলেছ, হোমির। এস পিলীয়াস।'

'এখনই না,' পিলীয়াস এন্থর আস্তে বলল, 'আমরা শুরু করার আগে আমি ব্রেইন ওয়েভ ডাটা চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেরিল-এর ভুরু কুঁচকে গেল। 'কী বলছ, এন্থর? কোন ব্রেইন-ওয়েভ ডাটার কথা বলছ!'

'আপনাদের সবার প্যাটার্ন। আপনি আমারটা নিয়েছেন, ড. ডেরিল। আমি আপনার এবং বাকি সকলেরটা চাই এবং কাজটা আমি নিজে করব।'

টার্বর বলল, 'আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ ওর নেই, ডেরিল। তরুণ তার ন্যায্য অধিকারের কথাই বলছে।'

'ধন্যবাদ,'। এন্থর বলল, 'যদি আপনি আপনার ল্যাবরেটরির পথ দেখান, আমরা শুরু করতে পারি। আমি সকালে আপনার সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি।'

ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফির বিজ্ঞান একই সাথে নতুন এবং পুরাতন। পুরাতন কারণ এই বিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস আজ একেবারেই বিলুপ্ত। একদিক দিয়ে নতুনও বটে। মাইক্রো-কারেন্টের অস্তিত্ব দশ হাজার বছরের গ্যালাকটিক এম্পায়ারের ইতিহাসে কোনো গুরুত্ব পায়নি। অনেকেই ব্রেইন ওয়েভকে হাঁটা, ঘুমানো, শান্ত, উত্তেজিত ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। কেউ বা আবার রক্তের গ্রুপের মতো ব্রেইন ওয়েভের গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। প্রবল সামাজিক বাধা ছিল।

প্রথম এম্পায়ার ভেঙে যাবার পর প্রথম ফাউণ্ডেশন বাস্তব বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রসর হয়। পুরো গ্যালাক্সিতে একমাত্র তারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু সেখানেও মেন্টাল সায়েন্স অবহেলিত হয়।

হ্যারি সেল্ডনস্‌ই সর্বপ্রথম এই বিজ্ঞানের বাস্তবতা উপলব্ধি করেন।

'নিউরাল মাইক্রো-কারেন্ট,' তিনি একবার বলেছিলেন, 'প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন সচেতন এবং অসচেতন, তরঙ্গ এবং উদ্দীপনা বহন করে। চারকোণা কাগজে পরিপূর্ণভাবে রেকর্ডকৃত ব্রেইন ওয়েভ কোটি কোটি সেলের সমন্বিত থট-ওয়েভের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাবজেক্টের চিন্তা এবং আবেগ সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা যাবে। শারীরিক ত্রুটি, উত্তরাধিকার বা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে আবেগ এবং জীবন-দর্শনের সূক্ষ্ম পরবর্তনও ধরা পড়বে।'

কিন্তু এমনকি হ্যারি সেল্ডনস্‌ও এর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি।

আর এখন পঞ্চাশ বছর ধরে প্রথম ফাউণ্ডেশন এই নতুন জটিল জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। স্বভাবতই তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। যেমন নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ইলেকট্রোড ব্যবহারের ফলে সরাসরি বাদামী সেলগুলোর সাথে যোগাযোগ হচ্ছে এবং করোটিতে কোনো দাগ থেকে যাচ্ছে না। মাথায় চুল থাকলেও সমস্যা নেই। এ ছাড়াও একটি রেকর্ডিং ডিভাইস স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুর্ণাঙ্গ ব্রেইন ওয়েভ রেকর্ড করে রাখে।

এনসেফালোগ্রাফি এবং এনসেফালোগ্রাফারের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্লেইজ তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একজন পদার্থবিজ্ঞানীর সমান মর্যাদা রয়েছে। ড.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেরিল যদিও এখন আর সক্রিয় নন, তবু তিনি এনসেফালোগ্রাফিক বিশ্লেষণের জন্য বিখ্যাত, যেমন বিখ্যাত তিনি মহিয়ষী বেইটা ডেরিল-এর সন্তান হিসাবে।

আর এখন ড. ডেরিল নিজের চেয়ারে বসে আছেন। করোটিতে অনুভব করছেন ইলেক্ট্রোডের পালকের মতো হালকা স্পর্শ। রেকর্ডারের দিকে তিনি পিছন ফিরে আছেন, অন্যথায় তিনি হয় তো চলমান রেখাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজের ব্রেইন-ওয়েভ প্যাটার্ন খুব ভালোভাবেই চেনেন।

ড. ডেরিল চেয়ার ছেড়ে উঠার সময় এন্থর কোনো মন্তব্য করল না। সে সাতটি রেকর্ড তৈরি করেছে, দ্রুত সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলাল। ভালোমতোই জানে কোথায় তাকে দেখতে হবে।

'যদি কিছু মনে না করেন, ড. সেমিক।'

সেমিকের বয়স্ক পাংশুটে মুখ অত্যন্ত সিরিয়াস। ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাফি প্রায় তার বয়সের মতোই পুরোনো যার সম্বন্ধে তিনি খুব কম জানেন। তিনি জানেন তার বয়স হয়েছে এবং ওয়েভ-প্যাটার্নে সেটা ধরা পড়বে। মুখের বলিরেখা, হাঁটার সময় সামনে ঝুঁকে-থাকা হাত-কাঁপা সবকিছুই প্রমাণ করে তার বয়স হয়েছে। কিন্তু সেগুলো শুধু তার শরীরের বয়সের কথা বলছে। ব্রেইনওয়েভ প্যাটার্নে হয়ত ধরা পড়বে যে তার মাইণ্ডও বৃদ্ধ হয়েছে।

ইলেকট্রোডগুলো এডজাস্ট করা হয়ে গেছে। পুরো প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো শারীরিক ব্যথা নেই। শুধু অনুভূতির ধরাছোঁয়ার বাইরে অতি সামান্য শিরশিরানি ভাব।

তারপর টার্বর। সে পুরো সময় শান্ত এবং নিরাবেগভাবে বসে থাকল। এরপর মান্, যে ইলেকট্রোডের প্রথম স্পর্শেই একটা ঝাঁকুনি খেল তারপর এমনভাবে চোখ ঘুরাতে লাগল যেন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সেগুলোকে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

'এখন—' সবার হয়ে যাওয়ার পর ডেরিল বললেন।

'এখন,' এন্থর ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'এই বাড়িতে আরেকজন আছে।'

ডেরিল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মেয়ে?'

'হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম সে যেন আজকে রাতে বাড়িতে থাকে। আপনার মনে আছে কিনা জানি না।'

'এনসেফালোগ্রাফিক্যাল এনালাইসিস-এর জন্য? গ্যালাক্সি কেন?'

'এ ছাড়া আমি কাজ শুরু করতে পারব না।'

ডেরিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে উপরে গেলেন।

আর্কেডিয়া সতর্ক ছিল। তাই তার বাবা ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই সাউণ্ড রিসিভার বন্ধ করে দিতে পারল; তারপর বাধ্য মেয়ের মতো বাবার পিছন পিছন নিচে নেমে আসল। নাবালিকা হিসাবে পরিচয়পত্র এবং নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে একবার হালকা মাইণ্ড প্যাটার্ন তৈরি করা ছাড়া জীবনে এই প্রথমবার সে নিজেকে ইলেকট্রোডের নিচে দেখতে পেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি দেখতে পারি?' শেষ হয়ে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করল সে।

ড. ডেরিল বললেন, 'তুমি বুঝতে পারবে না, আর্কেডিয়া। এখন তোমার ঘুমানোর সময়, তাই না?'

'হ্যাঁ বাবা,' সে গম্ভীরভাবে বলল। 'সবাইকে শুভরাত্রি।'

সে দৌড়ে উপরে উঠে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সাউণ্ড রিসিভার তার বালিশের পাশে রয়েছে। নিজেকে বুক ফিল্মের কোনো চরিত্রের মতো মনে হল। একজন স্পাই হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে পরম আনন্দ হচ্ছে।

প্রথমেই সে এন্থরের গলা শুনতে পেল, এনালাইসিস, জেন্টলম্যান, সবগুলোই সন্তোষজনক। বাচ্চা মেয়েটারও।'

বাচ্চা মেয়ে, সে বিরক্ত হয়ে ভাবল এবং অন্ধকারেই এন্থরকে ভেঙচি কাটল।

ব্রিফকেস খুলে অনেকগুলো ব্রেইনওয়েভ রেকর্ড বের করল এন্থর। এর কোনোটাই আসল নয়। ব্রিফকেসটা বিশেষভাবে লক করা। শুধু সেই খুলতে পারবে। অন্য কেউ খুললে ভিতরের জিনিসগুলো সাথে সাথে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এন্থর নিজে বের করলেও আধাঘণ্টার মধ্যে ছাই হয়ে যাবে।

সময় কম, তাই এন্থর দ্রুত কথা বলছে। 'আমার কাছে এনাক্রনের কয়েকজন সরকারি অফিসারের রেকর্ড রয়েছে। এটা লরিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাইকোলজিস্ট এবং এটা একজন শিল্পপতির। এরকম আরও আছে।'

তারা সবাই কাছাকাছি ভিড় করে দাঁড়াল। ডেরিল ছাড়া সবার কাছেই রেকর্ডগুলো কাগজে আঁকাবাঁকা রেখা। ডেরিলের কাছে রেখাগুলো যেন হাজার কণ্ঠের চিৎকার।

এন্থর হালকাভাবে নির্দেশ করল, 'এখানে দেখুন ড. ডেরিল, সম্মুখভাগের দ্বিতীয় মাত্রার ট্যুইএন ওয়েভের সমতল অংশ যেখানে সবগুলো রেকর্ডের মিল রয়েছে। আমার বক্তব্য পরীক্ষা করার জন্য আপনি কি আমার এনালিটিক্যাল রুল ব্যবহার করবেন?'

ডেরিল অত্যন্ত দক্ষভাবে এনালিটিক্যাল রুল ব্যবহার করে ফলাফলের একটা ড্রয়িং তৈরি করলেন এবং এন্থর যেমন বলেছে সম্মুখভাগ একেবারেই সমতল, যেখানে অনেকগুলো বাঁক থাকার কথা।

'আপনি কীভাবে এটা ব্যাখ্যা করবেন, ড. ডেরিল?' এন্থর জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিশ্চিত নই। তা ছাড়া বুঝতে পারছি না কীভাবে এটা সম্ভব। এমনকী নিদ্রাহীনতার ক্ষেত্রেও দমন হবে, কিন্তু অপসারণ হবে না। জটিল কোনো ব্রেইন সার্জারি, সম্ভবত।'

'ওহ্, কিছু একটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে,' এন্থর অধৈর্য্যভাবে চিৎকার করল। 'হ্যাঁ! তবে আর যাই হোক শারীরিকভাবে নয়। আপনি জানেন, মিউল ঠিক এরকমই করতে পারত। সে মাইণ্ডের নির্দিষ্ট কোনো আবেগ বা আচরণ সম্পূর্ণভাবে দমন করে ঠিক এইরকম ভোঁতা বানিয়ে ফেলত। অন্যথায়—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অন্যথায় কাজটা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের, তাই না?' পাতলা হাসি নিয়ে টার্বর জিজ্ঞেস করল।'

'সন্দেহটা ছিল ড. ক্লেইজ এর। তিনি ব্রেইন ওয়েভ প্যাটার্ন সংগ্রহ করেন, যেমন প্ল্যানেটারি পুলিশ করে থাকে। তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন লাইনের। তিনি বুদ্ধিজীবী, সরকারি অফিসার এবং রাজনীতিবিদদের উপর গুরুত্ব দেন। যদি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন গ্যালাক্সির ইতিহাসের ধারাকে পরিচালিত করে তবে সেটাই স্বাভাবিক। যদি তারা মাইণ্ড নিয়ে কাজ করে তা হলে সেইসব লোকদেরই বাছাই করবে যাদের প্রভাব রয়েছে—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।'

'হ্যাঁ,' মান্ আপত্তি তুলল, 'কিন্তু কোনো শক্ত প্রমাণ আছে কী? এই লোকগুলো কেমন আচরণ করে—অর্থাৎ যাদের রেকর্ড তুমি দেখিয়েছ। হতে পারে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।' সে শিশুসুলভ নীল চোখ তুলে অসহায়ভাবে অন্যদের দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কোনো উৎসাহ দিল না।

'বিষয়টা আমি ড. ডেরিলের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।' এন্থর বলল। 'তাকেই জিজ্ঞেস করুন তার জীবনে এমন ঘটনা কয়টা দেখেছেন এবং ড. ক্লেইজ যে শ্রেণীর রেকর্ড নিয়ে কাজ করেছেন তার প্রতি একহাজার রেকর্ড থেকে এরকম একটা রেকর্ড বের হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু।'

'আমি মনে করি এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে,' ডেরিল বললেন, চিন্তিত ভাবে, 'এই সবগুলোই কৃত্রিম মেন্টালিটি। তাদেরকে কনভার্ট করা হয়েছে—'

'আমি সেটা জানি, ড. ডেরিল,' এন্থর বলল। 'আমি এও জানি আপনি এক সময় ড. ক্লেইজের সাথে কাজ করতেন। আমি জানতে চাই কেন আপনি সরে এলেন।'

তার প্রশ্নে কোনো বৈরিভাব ছিল না। বরং সতর্কতা ছিল; কিন্তু তারপরে দীর্ঘক্ষণের নীরবতা নেমে আসল। ডেরিল তার অতিথিদের প্রত্যেকের মুখে তাকাতে লাগলেন, তারপর রূঢ়ভাবে বললেন, 'ক্লেইজের লড়াইয়ের কোনো যুক্তি ছিল না। সে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। সে বলত আমরা আমাদের নিজেদের নিয়ন্তা নই। কিন্তু আমার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। আমার ভাবতে ভালো লাগে যে আমাদের ফাউণ্ডেশন সবকিছুর হর্তাকর্তা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিনা উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেননি। আমি ভেবেছিলাম নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত দূরে থাকাই ভালো। আমার চিন্তার কোনো কারণ ছিল না যেহেতু সরকার আমার মায়ের পরিবারকে যে পেনসন দেয় তা আমার সামান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট। আমার ঘরের ল্যাবরেটরি সব কাজের উপযুক্ত এবং একসময় জীবন শেষ হবে—তখনই ক্লেইজ মারা গেল—'

সেমিক দাঁত বের করে বলল, 'এই ক্লেইজ; আমি তাকে চিনি না? সে কীভাবে মারা যায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্থর কাটাকাটা গলায় বলল, 'তিনি মারা গেছেন। তিনি জানতেন যে তিনি মরবেন। প্রায় ছয়মাস আগেই আমাকে বলেছিলেন যে তিনি অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন—'

'এন্থর, আমরাও যথেষ্ট কা...কাছে তাই না?' মান্ শুকনো মুখে ঢোক গিলে বলল।'

'হ্যাঁ,' এন্থর বলল, 'আমরা সবাই। সে কারণেই আপনাদের নির্বাচন করা হয়েছে। আমি ক্লেইজের ছাত্র। ড. ডেরিল তার সহকর্মী। জোল টার্বর প্রকাশ্যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের বিষোদগার করে যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সরকার তার মুখ বন্ধ করে দেয়। হোমির মান্-এর রয়েছে সর্ববৃহৎ মিউলিয়ানার সংগ্রহ—আমি মিউল সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যকে বুঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছি এবং দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের প্রকৃতি ও কার্যাবলী নিয়ে কিছু প্রকাশনা। এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিসের গণিতের ক্ষেত্রে ড. সেমিকের রয়েছে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি অবদান যদিও আমার মনে হয় তিনি কখনো চিন্তাও করেননি যে তার গণিত এখানে প্রয়োগ করা হবে।

সেমিক চোখ বড় করে চাপা হাসি নিয়ে বলল, 'না, ইয়ং ফেলো। আমি গবেষণা করতাম ইন্টারনিউক্লিয়ার মোশন নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এনসেফালোগ্রাফিতে এসে ঠেকে গেলাম।'

'তা হলে আমরা আমাদের অবস্থান ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি। সরকার অবশ্যই এই ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না। আমি জানি না মেয়র বা তার প্রশাসনের অন্য কেউ বিষয়টার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত কিনা। কিন্তু আমি জানি যে—আমাদের পাঁচজনের হারাবার কিছু নেই, কিন্তু পাওয়ার আছে অনেক কিছু। সামান্য সাফল্য আমাদের অনেক নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে আসবে। আমাদের কাজ আর কিছুই না, শুধু বিরাট একটা কাজের শুরু মাত্র, বুঝতে পেরেছেন?'

'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অনুপ্রবেশ,' টার্বর জিজ্ঞেস করল, 'কতখানি বিস্তৃত!'

'আমি জানি না। যতগুলো অনুপ্রবেশ আমরা ধরতে পেরেছি, তার সবগুলোই হয়েছে বাইরের সীমানায়। ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড হয়তো এখনও পরিষ্কার, তবে নিশ্চিত করে বলা যায় না—তাই আমি আপনাদের পরীক্ষা করেছি। বিশেষ করে আপনি ছিলেন বেশি সন্দেহজনক ড. ডেরিল, যেহেতু আপনি ক্লেইজের সাথে আপনার গবেষণা ত্যাগ করেছিলেন। ক্লেইজ কখনো ক্ষমা করেনি। আমি মনে করেছিলাম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আপনাকে দলে টেনে নিয়েছে। কিন্তু ক্লেইজ বলতেন আপনি কাপুরুষ। মাফ করবেন ড. ডেরিল, আমি শুধু নিজের অবস্থান বুঝানোর জন্য কথাগুলো বলছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।'

উত্তর দেওয়ার আগে ডেরিল লম্বা শ্বাস টানলো, 'আমি সরে এসেছি, তোমার যা খুশি ভাবতে পার। আমি আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, যদিও সে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখেনি। শুধু মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে সে আমাকে তোমার ব্রেইন ওয়েভ ডাটা পাঠিয়েছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছু মনে করো না', হোমির মান্ বিচলিত ভঙ্গিতে বাধা দিল, 'আ...আমি এখনও বুঝতে পারছি না তোমরা কী করতে চাও। বাচ্চাদের মতো ব্...ব্রেইন ওয়েভ আর এটা-সেটা নিয়ে শুধু কথাই বলে যাচ্ছি, ক্...কথাই বলে যাচ্ছি। সত্যিকার কোনো পরিকল্পনা তোমাদের আছে কী?'

পিলীয়াস এন্থরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ আছে। আমাদের দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের উপর আরও তথ্য প্রয়োজন। এটাই মূল প্রয়োজন। মিউল তার শাসনের প্রথম পাঁচবছর তথ্য অনুসন্ধান করে ব্যর্থ হয়েছে অথবা আমাদের সেরকম বিশ্বাস করানো হয়েছে। তারপর হঠাৎ করেই সে তার অনুসন্ধান বন্ধ করে দিল। কেন? কারণ সে ব্যর্থ হয়েছিল? অথবা কারণ সে সফল হয়েছিল?'

'আ...আবারও কথা,' মান্ তিক্তস্বরে বলল। 'আমরা কী করে জানব?'

'যদি আমার কথা শোনেন—কালগান ছিল মিউলের রাজধানী। মিউলের আগে পরে এখনও কালগান ফাউণ্ডেশনের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এখন কালগান শাসন করছে স্ট্যাটিন নামে একজন লোক, যদি না ইতিমধ্যে কোনো প্রাসাদ বিদ্রোহ ঘটে থাকে। স্ট্যাটিন নিজেকে 'ফার্স্ট সিটিজেন' বলে আখ্যায়িত করেছে এবং নিজেকে সে মিউলের উত্তরসূরি বলে মনে করে। ঐ পৃথিবীতে যদি কোনো ঐতিহ্য থেকে থাকে তবে সেটা হচ্ছে মিউলের অতিমানবিক ক্ষমতার উপর শ্রদ্ধা—কুসংস্কারের ঐতিহ্য। তাই মিউলের পুরোনো প্রাসাদ পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অনুমোদন ছাড়া কেউই সেখানে ঢুকতে পারে না। ভিতরে যা কিছু রয়েছে সেগুলো আজ পর্যন্ত ধরা হয়নি।'

AMARBOI.COM

'তো?'

'তো, কেন মিউলের প্রাসাদ পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখা হয়েছে? এই যুগে কোনো কিছুই কারণ ছাড়া ঘটে না। এমন কী হতে পারে না যে শুধু কুসংস্কারই মিউলের প্রাসাদকে পবিত্র হিসেবে রক্ষা করেনি? এমনকি হতে পারে না দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনই ঘটনাগুলো এভাবে সাজিয়েছে? সংক্ষেপে বলা যায় মিউলের পাঁচ বছরের অনুসন্ধানের ফলাফল ছিল—'

'ওহ্, আ...আগড়ম বাগড়ম।'

'কেন নয়?,' এন্থর দাবি করল। 'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে এবং গ্যালাক্সির কোনো ব্যাপারেই তারা কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। প্রাসাদ ধ্বংস করে ফেলা বা ডাটা সরিয়ে ফেলাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এই মাস্টার সাইকোলজিস্টদের সাইকোলজি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তারা সেল্ডনস্, তারা মিউল এবং তারা মাইণ্ডের পরোক্ষ নির্দেশে কাজ করেন। যেহেতু তারা একটি স্টেট অব মাইণ্ড সৃষ্টি করে পরিসমাপ্তি টানতে পারছেন তাই কখনো তারা ধ্বংস বা স্থানান্তর করবেন না।'

তাৎক্ষণিক কোনো জবাব পাওয়া গেল না, তাই এন্থর বলতে লাগল, 'আর আপনি মান্, একমাত্র আপনিই পারেন আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি?,' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মান্, দ্রুত সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল, 'আমি এই কাজ করতে পারব না। আমি এর উপযুক্ত নই। টেলিভিউর কোনো নায়ক নই। আমি একজন লাইব্রেরিয়ান। যদি সেদিক দিয়ে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমি করতে পারব, কিন্তু মহাকাশে যেতে পারব না।'

'দেখুন, এন্থর ধৈর্য্য ধরে বলল, 'ড. ডেরিল এবং আমি একমত হয়েছি যে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত। আপনি একজন লাইব্রেরিয়ান। ভালো! আপনার প্রধান আগ্রহ কিসের উপর? মিউলিয়ানা! এরই মধ্যে গ্যালাক্সিতে মিউল সম্পর্কে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। কাজেই সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাওয়াটা আপনার জন্য স্বাভাবিক, অন্য অনেকের চেয়ে স্বাভাবিক। কারো সন্দেহ না জাগিয়ে একমাত্র আপনিই কালগান প্রাসাদে ঢুকার অনুমতি চাইতে পারেন। আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে তবে সন্দেহ করা হবে না। তা ছাড়া একজন মানুষ চলার উপযোগী একটি ক্রুজার রয়েছে আপনার। সবাই জানে বাৎসরিক ছুটিতে আপনি বিভিন্ন গ্রহে ভ্রমণ করেন। আপনি এমনকি কালগানেও গিয়েছেন। কেন বুঝতে পারছেন না যে আপনাকে শুধু স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে, আর কিছু না।'

'কিন্তু আমি গিয়ে এভাবে বলতে পারি না যে আ.. আমাকে আপনাদের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে ঢুকতে দিন, মি. ফার্স্ট সিটিজেন।'

'কেন নয়?'

'কারণ, গ্যালাক্সির কসম, সে আমাকে অনুমতি দেবে না!'

'ঠিক আছে। সে অনুমতি দিল না। তখন আপনি ফিরে আসবেন এবং আমরা নতুন কোনো উপায় বের করব।'

মান্ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল। কেউ তাকে সাহায্য করল না।

কাজেই ড. ডেরিল-এর বাড়িতে দুটো সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রথমটি হলো গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার সাথে সাথে যত শিগগির সম্ভব মান্ মহাশূন্যে যাত্রা করবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি আনঅফিসিয়াল, সদস্যদের অননুমোদিত সিদ্ধান্ত, সাউণ্ড রিসিভার বন্ধ করে ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে। এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এখন না জানলেও চলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কটের আগমনী-বার্তা

দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে এবং ফার্স্ট স্পিকার শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন।

'তুমি নিশ্চয়ই উৎসাহজনক কোনো ফলাফল নিয়ে এসেছ, নতুবা তুমি রাগে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতে না।'

শিক্ষার্থী তার সাথে নিয়ে আসা গাণিতিক সমাধান সম্বলিত একগুচ্ছ কাগজের উপর হাত রেখে বলল, 'আপনি নিশ্চিত যে সমস্যাটা একটা বাস্তব সমস্যা?'

'ভিত্তিগুলো সত্য, আমি কিছুই পরিবর্তন করিনি।'

'তা হলে ফলাফল আমাকে মেনে নিতেই হবে, কিন্তু মেনে নিতে চাচ্ছি না।'

'স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি এই ব্যাপারে কী আশা কর? তুমি বল কোন জিনিসটা তোমাকে এত বিরক্ত করছে। না, না তোমার হিসাবগুলো একপাশে রাখ। আমি পরে সেগুলো এনালাইসিস করব। এখন তুমি আমার সাথে কথা বল। তোমার যুক্তি বিচার করতে দাও।'

'ঠিক আছে, স্পিকার—স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম ফাউণ্ডেশনের মৌলিক সাইকোলজিতে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেল্ডনস্ প্ল্যানের অস্তিত্ব তাদের জানা ছিল, কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাদের অজ্ঞাত ছিল, ততক্ষণ তারা ছিল আত্মবিশ্বাসী কিন্তু অনিশ্চিত। তারা জানত তারা সফল হবে, কিন্তু জানত না কখন এবং কীভাবে। তাই তাদের মধ্যে সবসময়ই একটা চাপা উদ্বেগ কাজ করত—সেল্ডনস্ যে-রকম চেয়েছিলেন।'

'সন্দেহজনক কল্পনা,' ফার্স্ট স্পিকার বললেন, 'কিন্তু আমি তোমাকে বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু এখন, স্পিকার, তারা দ্বিতীয় আরেকটি ফাউণ্ডেশনের কথা জানে। তারা ধারণা করে নিয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কাজ হচ্ছে সেল্ডনস্ প্ল্যান রক্ষা করা। তারা জানে যে একটি সংগঠন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে এবং তাদেরকে বিপথে যেতে দেবে না। তাই তারা তাদের উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলী পরিত্যাগ করে তাদের এগিয়ে চলার পথের মাঝে আবর্জনা জমতে দিয়েছে। আরেকটি কষ্টকল্পনা, আমার মনে হয়।'

'ঠিক আছে, বলে যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবং সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা; ক্রমবর্ধমান জড়তা; আমোদপ্রিয় এবং ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে সেল্ডনস্ প্ল্যান ধ্বংস হয়ে যাওয়া। তাদের অবশ্যই নিজস্ব চালিকাশক্তি থাকতে হবে।'

'সব বলা হয়েছে?'

'না, আরও আছে। অধিকাংশের আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু স্বল্প অংশের আচরণের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আমদের গার্ডিয়ানশিপের জ্ঞান এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা খুব অল্প কয়েকজনের মধ্যে বেড়ে উঠবে, পরিতৃপ্তির সাথে নয় বরং বিরূপভাবে। করিলভের থিওরি অনুযায়ী—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি থিওরিটা জানি।'

'মাফ করবেন, স্পিকার। গণিত এড়িয়ে যাওয়া খুব কঠিন। যাই হোক ফাউণ্ডেশনের নিজ উদ্যোগে এগিয়ে চলার প্রচেষ্টা বাদ দেওয়াই মূলকথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এর একটা অংশ আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে, অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে।'

'তোমার বলা শেষ হয়েছে?'

'একটা বিষয় বাকি আছে, যার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'খুব ভালো, কী সেটা?'

'যেহেতু প্রথম ফাউণ্ডেশন এম্পায়ারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এবং তাদের শত্রু হচ্ছে সংখ্যায় প্রচুর এবং অতীতের বিশৃঙ্খলা থেকে উঠে আসা প্রাচীনপন্থীরা, তারা অবশ্যই বাস্তব বিজ্ঞানে অগ্রগতি অর্জন করবে। আমাদের সাথে মিলে একটা বিরাট পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে, তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসতে পারে। তারা সাইকোলজিস্ট হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

'এই পরিবর্তন,' ফার্স্ট স্পিকার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এরই মধ্যে হয়ে গেছে।'

AMARBOI.COM

শিক্ষার্থীর ঠোঁটদুটো পরস্পর চেপে ধরার কারণে সেগুলো সাদা হয়ে গেছে। 'তা হলে সব শেষ। সেল্ডনস্ প্ল্যানে একমাত্র ত্রুটি ছিল এটাই। স্পিকার, আমি আপনার কাছে না এলে ব্যাপারটা জানতে পারতাম কী?'

ফার্স্ট স্পিকার সিরিয়াসভাবে বললেন, 'তুমি লজ্জা পাচ্ছ ইয়ংম্যান কারণ তুমি ভেবেছিলে অনেক কিছুই তুমি খুব ভালো বুঝতে পার, হঠাৎ করেই দেখতে পেলে অনেক স্পষ্ট ব্যাপার তুমি জান না। ভেবেছিলে তুমি গ্যালাক্সির লর্ডদের একজন, হঠাৎ করেই বুঝতে পারলে তুমি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছ। স্বভাবতই যে পৃথিবীতে তুমি বাস কর, যে নিঃসঙ্গতার মধ্যে তুমি শিক্ষা লাভ করেছ, যে থিওরিগুলো তুমি বারবার পড়েছ, সেগুলো তোমার কাছে অর্থহীন মনে হবে।

'আমারও একবার এ ধরনের অনুভূতি হয়েছিল। হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তোমার শিক্ষা জীবনে গ্যালাক্সির সাথে সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন ছিল; তুমি এখানে ছিলে, যেখানে তোমার ভিতরে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইণ্ডকে ধারালো করে তোলা হয়েছে। আমরা তোমাকে দেখাতে পারতাম—প্ল্যান এর আংশিক ব্যর্থতা এবং এখন তোমার অনুভূতি বিশ্লেষণ করতে পারতাম, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিষয়টার গুরুত্ব তুমি ধরতে পারতে না, এখন যেমন ধরতে পারছ। তখন তুমি কোনো সমাধানও খুঁজে পেতে না।'

শিক্ষার্থী মাথা ঝাঁকাল এবং অসহায়ভাবে বলল, 'একটাও না।'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমার কথা শোনো ইয়ংম্যান। একটা সমাধান রয়েছে এবং একদশক ধরে সেটি অনুসরণ করা হচ্ছে। কোনো সাধারণ সমাধান নয়, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা সেটা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি। এর সম্ভাবনা অত্যন্ত কম এবং কতগুলো বিপজ্জনক অনুমিতি রয়েছে—আমরা এখন একক আচরণ বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ সেটাই সম্ভাব্য উপায় এবং তুমি জান প্ল্যানেটারি নাম্বারের চেয়ে কম সংখ্যক মানুষের উপর সাইকো-স্ট্যাটিসটিকস প্রয়োগ করে কোনো লাভ নেই।'

'আমরা কী সফল হচ্ছি?' ফিসফিস করে বলল শিক্ষার্থী।

'সেটা বলার কোনো উপায় নেই। আমরা যতদূর সম্ভব পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছি—কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো হয়তোবা একজন মাত্র ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত আচরণের ফলে পুরো প্ল্যান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বাইরের অনেকের মাইণ্ড আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এডজাস্ট করা হয়েছে; আমাদের এজেন্টরাও রয়েছে। কিন্তু তাদের কার্যধারা পরিকল্পিত। নিজ থেকে কোনো পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই। তোমার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। এবং আমি সবচেয়ে খারাপটাকেই চিন্তা করি। যদি এখানে, এই পৃথিবীতে এমন কাউকে পাওয়া যায়, তাহলে শুধু প্ল্যানটাই না, সেই সাথে আমরা ও আমাদের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই বুঝতে পারছ, আমাদের সমাধান খুব একটা ভাল নয়।'

'কিন্তু আপনি যতটুকু ব্যাখ্যা করেছেন সেটা আমার কাছে কোনো সমাধান মনে হয়নি বরং মনে হয়েছে বেপরোয়া অনুমান।'

'না। বরং বলা যায় বুদ্ধি দিয়ে অনুমান করা।'

'ক্রাইসিস কখন শুরু হবে, স্পিকার? কী করে বুঝব আমরা সফল হলাম না ব্যর্থ হলাম?'

'একবছরের মধ্যেই, কোনো সন্দেহ নেই।'

শিক্ষার্থী জবাবটা কিছুক্ষণ বিবেচনা করল, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

স্পিকারের সাথে হাত মিলিয়ে বলল, 'জেনে খুশি হলাম।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ফার্স্ট স্পিকার নিঃশব্দে জানালা দিয়ে নক্ষত্রগুলোর বিশাল কাঠামোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

একবছর চলে যাবে খুব দ্রুত। তাদের একজন, সেলডনের উত্তরাধিকারীদের একজনও কী শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মগোপন

গ্রীষ্ম শুরু হতে এক মাসের মতো বাকি। হোমির মান্ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণী তৈরি করে রাখল, সরকার থেকে নিয়োগ দেওয়া নতুন লাইব্রেরিয়ানকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল ভালোভাবে—গত বছর যে এসেছিল সেই লোকটা তেমন দক্ষ ছিল না এবং তার ছোট ক্রুজার গুছিয়ে নিল। তার ক্রুজারের নাম ইউনিমেরা—নামটা নেওয়া হয়েছে বিশবছর আগের এক রহস্যময় ঘটনা থেকে।

সে টার্মিনাস ত্যাগ করল বিষণ্ন মন নিয়ে। তাকে বিদায় জানাতে কেউ স্পেস পোর্টে আসেনি। আগেও কেউ আসত না। খুব ভালো করেই জানে এইবারের যাত্রা আগের যাত্রাগুলোর থেকে ভিন্নভাবে না দেখানোই প্রয়োজন, তবুও একটা আবছা বিরূপভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে একটা বিপজ্জনক কাজে জঘন্যভাবে মাথা খোয়ানোর জন্য যাচ্ছে, কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে একা।

অন্তত সে তাই ভাবল।

তার ভাবনা ভুল ছিল, কারণ পরবর্তী দিনটা ইউনিমেরা এবং ড. ডেরিলের শহরতলির বাড়ি—দুই জায়গার জন্যই ছিল বিভ্রান্তিকর।

ঘটনাটা প্রথম ধরা পড়ে ড. ডেরিলের বাড়িতে, পলি, তাদের মেইড যার এক মাসের ছুটি এখন অতীতের ব্যাপার—তার কাছে। সিঁড়ি দিয়ে সে দমকা হাওয়ার মতো নেমে আসল।

উত্তেজনায় কিছুই বলতে না-পেরে শেষপর্যন্ত একটা কাগজ আর একটা ঘনাকার বস্তু ডেরিলের দিকে এগিয়ে দিল।

তিনি অনিচ্ছার সাথে জিনিসগুলো নিলেন এবং বললেন, 'কী হয়েছে, পলি?'

'সে চলে গেছে ডক্টর।'

'কে চলে গেছে?'

'আর্কেডিয়া!'

'চলে গেছে মানে? কোথায় গেছে? এসব কী বলছ তুমি?'

পলি মেঝেতে পা ঠুকল, 'আমি জানি না। সে নেই এবং সেই সাথে একটা স্যুটকেস আর কিছু কাপড়ও নেই, শুধু এই চিঠিটা ছিল। দাঁড়িয়ে না থেকে আপনি চিঠিটা পড়ছেন না কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. ডেরিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে খাম খুললেন। চিঠিটা খুব বেশি বড় নয়। আর্কেডিয়ার ট্র্যান্সক্রাইবারে লেখা, কোনাকুনি সুন্দরভাবে সই করা রয়েছে, 'আর্কেডি।'

প্রিয় বাবা,

সামনাসামনি বিদায় জানাতে খুব কষ্ট হতো। আমি হয়তো ছোট মেয়ের মতো কেঁদে ফেলতাম আর তুমি আমাকে নিয়ে লজ্জিত হতে। তাই আমি তোমার অভাব কতখানি অনুভব করব সেটা মুখে না বলে চিঠি লিখে যাচ্ছি, এমনকি আঙ্কল হোমির এর সাথে এই সুন্দর গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে থাকার সময়ও। আমি আমার নিজের যত্ন নিতে পারব এবং খুব তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে আসব। আমি আমার খুব প্রিয় একটা জিনিস তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। তুমি এখন এটা রাখতে পারবে।

তোমার স্নেহের মেয়ে,

আর্কেডি।

চিঠিটা তিনি অনেকবার পড়লেন এবং প্রতিবারই তার অভিব্যক্তি আরও ভাবলেশহীন হয়ে গেল। কঠিনভাবে বললেন, 'তুমি এটা পড়েছ, পলি?'

পলি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করল। 'এর জন্য আমাকে দোষ দেওয়া যায় না, ডক্টর। খামের উপরে লেখা ছিল "পলি", আর আমি কী করে জানব যে ভিতরে চিঠি রয়েছে আপনার জন্য। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর অভ্যাস আমার নেই, আর এতগুলো বছর আমি তার সাথে—'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে তিনি একটা হাত তুললেন, 'খুব ভালো, পলি। ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব নেই। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যে কী ঘটেছে সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

তিনি দ্রুত চিন্তা করছেন। পলিকে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলার কোনো মানেই হয় না। বললে হয়ত বিপরীত ফল হবে এবং শত্রুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

তাই বললেন, 'মেয়েটা একটু অদ্ভুত, তুমি জান। খুব রোমান্টিক। যখনই আমরা ঠিক করলাম যে এই গ্রীষ্মে তাকে মহাকাশ ভ্রমণে যেতে দেওয়া হবে, সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে।'

'আর এই মহাকাশ ভ্রমণের কথা কেউ আমাকে বলেনি কেন?'

'ব্যাপারটা ঠিক হয়েছে যখন তুমি ছুটিতে ছিলে এবং আমরা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এর বেশি কিছু না।'

পলির সব আবেগ এখন একদিকে ধাবিত হচ্ছে, প্রচণ্ড ক্ষোভ, 'একেবারেই সহজ তাই না? বাচ্চা মেয়েটা একটা মাত্র স্যুটকেস আর প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় না নিয়েই চলে গেল, একা একা। সে কতদিন বাইরে থাকবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সেটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবেনা, পলি। শিপে প্রচুর কাপড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সবকিছু আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তুমি বরং মি. এন্থরকে গিয়ে বল যে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। ওহ্ ভালো কথা—এই জিনিসটাই কি আর্কেডিয়া আমার জন্য রেখে গেছে?' তিনি বস্তুটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

পলি উপরে নিচে মাথা নাড়ল। 'আমি ঠিক বলতে পারব না। এটার উপরেই চিঠিটা রাখা ছিল। আমাকে বলতে ভুলে গেছেন, না। যদি তার মা বেঁচে থাকত—'

ডেরিল হাত নেড়ে তাকে বিদায় দিলেন। 'মি. এন্থরকে ডেকে আন।'

পুরো ঘটনার ব্যাপারে এন্থরের দৃষ্টিভঙ্গি আর্কেডিয়ার বাবার থেকে ভিন্নভাবে প্রকাশ পেল। প্রথমেই হাত মুঠো পাকাল, চুল টেনে ধরল, তারপর মুখে একটা তিক্তভাব ফুটে উঠল।

'গ্রেট স্পেস, আপনি বসে আছেন কেন? আমরা দুজনেই কেন বসে আছি? ভিউয়ারে স্পেসপোর্টের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদেরকে ইউনিমেরার সাথে যোগাযোগ করতে বলুন।'

'ধীরে পিলীয়াস, সে আমার মেয়ে।'

'কিন্তু গ্যালাক্সিটা আপনার না।'

'শোনো, সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং চিন্তাভাবনা করেই কাজ করেছে। এখন বরং তাকে তার মতো চলতে দেওয়াই উচিত। এই জিনিসটা কী তুমি জান?'

'না। জিনিসটার পরিচয় জানা কি খুব দরকার?'

'হ্যাঁ। কারণ এটা একটা সাউণ্ড রিসিভার।'

'এইটা!'

'ঘরে তৈরি, কিন্তু ভালই কাজ করে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। তুমি ধরতে পারনি? আর্কেডিয়া তার নিজস্ব পদ্ধতিতে জানিয়ে দিল যে আমাদের সেদিনের আলোচনায় সেও ছিল একটা পক্ষ। সে জানে হোমির মান্ কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মান্ এর সাথে যাওয়াটা খুব মজার হবে।'

'ওহ্, গ্রেট স্পেস,' তরুণ গুঙিয়ে উঠল।' দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের তুলে নেওয়ার জন্য আরেকটা মাইণ্ড।'

'কেন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন চৌদ্দ বছরের একটা মেয়েকে বিপজ্জনক বলে মনে করবে যদি না আমরা তাদের সতর্ক করে তুলি, যেমন বিনা কারণে শুধু তাকে নামিয়ে নেওয়ার জন্য স্পেস থেকে একটা শিপকে ডেকে আনা। তুমি ভুলে যাচ্ছ কারা আমাদের প্রতিপক্ষ? যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের পরিচয় প্রকাশ হতে পারে। তারপর আমরা কতখানি অসহায়।'

'কিন্তু একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশুর উপর আমরা সবকিছু ছেড়ে দিতে পারি না।'

'সে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় এবং আমাদের কোনো উপায়ও নেই। তার চিঠি লিখে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবুও লিখে গেছে যেন নিখোঁজ বাচ্চাকে খোঁজার জন্য আমরা পুলিশের কাছে না যাই। এখন আমরা পুরো ব্যাপারটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনভাবে ঘুরিয়ে নিতে পারব যেন মনে হয় মান্ তার পুরোনো বন্ধুর মেয়েকে নিয়ে ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে। আর কেন নয়। মান্ বিশ বছর ধরে আমার বন্ধু। সে আর্কেডিয়াকে তার তিনবছর বয়স থেকে চেনে, যখন আমি মেয়েকে ট্র্যানটর থেকে ফিরিয়ে আনি। এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং কেউই সন্দেহ করবে না। একজন স্পাই কখনোই চৌদ্দ বছরের ভাতিজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে না।'

'আচ্ছা মান্ যখন আর্কেডিয়াকে দেখবে তখন কী করবে?'

ড. ডেরিল ভুরু উপরে তুললেন, 'আমি বলতে পারি না—তবে মনে হয় আর্কেডিয়া সামলে নিতে পারবে।'

কিন্তু রাতের বেলা বাড়িটাকে অনেক একাকী মনে হল এবং ড. ডেরিল বুঝতে পারলেন যে গ্যালাক্সির ভাগ্য এখন আর তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেহেতু তার নিজের সন্তানের জীবন বিপন্ন।

ইউনিমেরায় উত্তেজনা আরো বেশি।

লাগেজ কম্পার্টমেন্টে আর্কেডিয়া প্রথমত নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালো দ্বিতীয়ত রিভার্সের ঝাঁকুনিতে ধাক্কা খেতে লাগল দুইদিকের দেওয়ালে।

সে প্রশান্ত মেজাজে প্রাথমিক গতি অনুভব করল এবং হাইপার স্পেসের প্রথম 'হপ' এর সময় সামান্য বমিভাব হলেও বসে থাকল নির্বিকারভাবে। তার জানা আছে লাগেজ কম্পার্টমেন্টের সাথে শিপের ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকে এবং আলোরও ব্যবস্থা থাকে। শেষোক্তটি তার কাছে তেমন রোমান্টিক মনে হল না। তাই অন্ধকারেই বসে থাকল, বুক ফিল্মে যেমন দেখেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর, হোমির মান্ -এর খুটখাট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

একজন মানুষ একা থাকলেই এরকম শব্দ হয়। জুতো ঘষার শব্দ, ধাতু ও কাপড়ের ঘষার শব্দ, কন্ট্রোল ইউনিটের তীক্ষ্ণ শব্দ।

কিন্তু একটা জিনিস আর্কেডিয়ার অভিজ্ঞতায় ছিল না। বুকফিল্ম বা ভিডিওতে সে দেখেছে লুকিয়ে থাকার জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা থাকে। অবশ্য কোনো জিনিস স্থানচ্যুত হতে পারে বা হাচি আসতে পারে। ভিডিওতে হাঁচি একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার। তাই সে সতর্ক হয়ে আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সে প্যানট্রি থেকে খাবারের ক্যান এনে রেখেছে। কিন্তু একটা জিনিস বুক ফিল্মেও সে দেখেনি, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা ধাক্কা খেল—যতই আগ্রহ থাকুক এখানে সে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

এবং ইউনিমেরার মতো স্পোর্টস ক্রুজারে জায়গা খুব কম থাকে, প্রকৃতপক্ষে রুম থাকে মাত্র একটা। কাজেই মান্ যখন অন্য কোন দিকে ব্যস্ত থাকবে তখনও কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি রয়েছে।

সে অধীর হয়ে মান্-এর ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় থাকল। মান্-এর নাক ডাকে কিনা সে জানে না। তবে অন্তত এটুকু জানে বাঙ্কটা কোনো দিকে। লম্বা শ্বাস এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাই তোলার শব্দ পেল। নিঃশব্দতার মাঝে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। নরম বাঙ্কে শরীর বা পা নাড়ার মৃদু শব্দ হচ্ছে।

লাগেজ কম্পার্টমেন্টের দরজা আঙুলের মৃদু ধাক্কায় খুলে গেল, আর তার লম্বা গলা—

শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে সে।

নিজেকে সংযত করল আর্কেডিয়া। নীরবতা! এখনও নীরবতা!

মাথা না-নেড়েই চোখ তুলে দেখার চেষ্টা করল সে কিন্তু পারল না। মাথা বের করতেই হলো।

হোমির মান্ জেগেই আছে, বই পড়ছে বিছানায় শুয়ে, বেডলাইটের মৃদু আলো বেশি ছড়িয়ে পড়েনি, বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে এবং একটা হাত স্থির হয়ে আছে বালিশের নিচে।

দ্রুত পিছিয়ে এল আর্কেডিয়া। তখনই নিভে গেল সব আলো এবং মান্ এর কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, 'আমার হাতে ব্লাস্টার রয়েছে এবং আমি গুলি করতে যাচ্ছি।'

আর্কেডিয়া চিৎকার করে উঠল, 'আমি, গুলি করবেন না।'

পুরো শিপে আলো ফিরে আসল—মান্ বিছানায় উঠে বসেছে। বুকের পাতলা তৈলাক্ত পশম, একদিনের গজিয়ে উঠা দাড়িতে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে তাকে।

আর্কেডিয়া বাইরে বেরিয়ে এল, জোরে জোরে টান দিয়ে জ্যাকেট সোজা করার চেষ্টা করছে যদিও জ্যাকেটের মেটালিক কাপড়ে কখনো ভাঁজ পড়ে না।

বিছানা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল মান্, তারপর মনে পড়তেই কাঁধ পর্যন্ত চাদর টেনে নিল। গলা দিয়ে গার্গল করার মতো শব্দ হচ্ছে, 'ক্...কি...কি—'

পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেছে সে।

আর্কেডিয়া ধৈর্যের সাথে বলল, 'এক মিনিট। আমাকে হাত ধুতে হবে।' শিপটাকে সে ভালোভাবেই চিনে, তাই দ্রুত হাত ধুতে চলে গেল। যখন সে ফিরে এল তার মনোবল ধীরে ধীরে বাড়ছে, হোমির মান্ ফ্যাকাশে বাথরোব পড়ে দাঁড়িয়ে আছে, রেগে আছে প্রচণ্ড।'

'ব্ল্যাক হোলস অব দ্য স্পেস, তুমি এই শিপে কী ক্...করছ? কী...কীভাবে এসেছ? তোমাকে নিয়ে কী করব এখন? কী ঘটছে এসব?'

সে হয়তো ক্রমাগত প্রশ্ন করে যেত, কিন্তু মিষ্টি হেসে বাধা দিল আর্কেডিয়া, 'আমি শুধু আপনার সাথে যেতে চাই,আঙ্কেল হোমির।'

'কেন? আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।'

'আপনি কালগানে যাচ্ছেন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে।'

একটা বন্য চিৎকার বেরিয়ে এল মান্-এর গলা দিয়ে এবং পুরোপুরি ধরাশায়ী হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে আর্কেডিয়া ভাবল সে হয়তো উন্মাদ হয়ে যাবে নতুবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ালে মাথা ঠুকবে। হাতে এখনও ব্লাস্টার এবং সেটা দেখে আর্কেডিয়ার হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'দেখুন—সহজভাবে মেনে নিন—' এতটুকুই বলার কথা ভাবতে পারল সে।

অনেক কষ্টে মান্ নিজেকে স্বাভাবিক করল, ব্লাস্টার এত জোরে ছুঁড়ে মারল যে সেটা বন্ধ অবস্থাতেও দেওয়াল ফুটো করে ফেলতে পারত।

'কীভাবে ঢুকেছ?' খুব ধীরে জিজ্ঞেস করল যেন প্রতিটি শব্দ সতর্কতার সাথে এমনভাবে দাঁত দিয়ে আটকে রেখেছে, যেন বেরিয়ে আসার আগে সেগুলো কেঁপে না যায়।

'কাজটা খুব সহজ ছিল। আমার স্যুটকেস নিয়ে হ্যাঙ্গারে এসে বললাম "মি. মান্-এর ব্যাগেজ!" ডিউটিরত লোকটা না তাকিয়েই আমাকে যেতে দিল।'

'তোমাকে আমার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' বলল হোমির এবং হঠাৎ করেই তার ভিতরে একটু আশা জাগল। স্পেস, দোষটা তার নয়।

'আপনি পারেন না,' আর্কেডিয়া বলল, 'এর ফলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।'

'কী?'

'আপনি জানেন, আপনার কালগানে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে সেখানে গিয়ে মিউলের রেকর্ড দেখার অনুমতি চাওয়াটা আপনার জন্য স্বাভাবিক। আপনাকে এতই স্বাভাবিক থাকতে হবে যেন কারও মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়। যদি আপনি ফিরে যান, লুকিয়ে থাকা একটা মেয়েকে সাথে নিয়ে, তা হলে টেলি-নিউজেও হয়তো খবরটা প্রচার করা হবে।'

'কালগানের ব্যাপারে এরকম ধারণা তুমি কোথায় পে... পেয়েছ? একেবারেই, আহ্...বাজে ধারণা—' যদিও সে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারল না।

'আমি শুনেছি,' কথার সুরে গর্ব ফুটে উঠল। 'একটা সাউণ্ড রিসিভার দিয়ে, আমি সব জানি—তাই আমাকে সাথে নিতে হবে।'

'তোমার বাবার কী হবে?' সে দ্রুত একটা চাল চালল। 'সে হয়ত ভাববে যে তোমাকে অপহরণ করা হয়েছে...মারা গেছ।'

'আমি একটা চিঠি রেখে এসেছি,' আর্কেডিয়া আরও বড় চাল দিল, 'এবং তিনি হয়ত জানেন যে অস্থির হয়ে কোনো লাভ নেই। আপনি সম্ভবত তার কাছ থেকে একটা স্পেসগ্রাম পাবেন।'

মান্ আর কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারল না, কারণ আর্কেডিয়ার কথা শেষ হওয়ার দুই সেকেণ্ড পরেই বেজে উঠল রিসিভিং সিগন্যাল।

'আমার বাবা, বাজি ধরে বলতে পারি।' সত্যিই তাই।

মেসেজটা খুব বেশি বড় নয় এবং আর্কেডিয়াকে উদ্দেশ্য করে লেখা, 'তোমার উপহারের জন্য ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত তুমি জিনিসটা খুব ভালভাবে ব্যবহার করেছ। সময়টা উপভোগ কর।'

'দেখেছেন,' সে বলল, 'এটা একটা উপদেশ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্কেডিয়ার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল হোমির। বরং আর্কেডিয়া থাকাতে হোমির খুশিই হল। মেয়েটা একেবারেই ছেলেমানুষ! উত্তেজিত! সবচেয়ে বড় কথা, পুরোপুরি নিরুদ্বেগ। আর্কেডিয়া জানে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন তাদের শত্রু কিন্তু সেটা নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সে জানে কালগানে হোমিরকে অনেক অফিসিয়াল ঝামেলা সামলাতে হবে, কিন্তু তার আর তর সইছে না।

বোধহয় চৌদ্দ বছর বয়সে এমনই হয়।

যাই হোক পুরো সপ্তাহের ভ্রমণ আলোচনা করে কেটে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী খুব মজার কোনো আলোচনা হয় না কারণ পুরো আলোচনা জুড়েই থাকে কীভাবে কালগানের লর্ডকে রাজি করানো যাবে সেই ব্যাপারে মেয়েটার নিজস্ব ধারণা। অদ্ভুত এবং অবান্তর, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে।

শেষ হাইপার স্পেস জাম্পের আগের সন্ধ্যা। গ্যালাক্সির দূর সীমানায় কালগান নক্ষত্রের মতো মিটমিট করছে। টেলিস্কোপে ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

আর্কেডিয়া একটা চেয়ারে বসে আছে। পরনে একজোড়া প্যাক এবং হোমিরের বড় একটা সার্ট। তার নিজের মেয়েলী পোশাকগুলো ল্যাণ্ডিংয়ের জন্য ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখা হয়েছে।

'আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখব।' সে বলল। ভ্রমণ নিয়ে খুব খুশি। আঙ্কল হোমিরকে তার কাছে মনোযোগী শ্রোতা মনে হয়েছে এবং একজন সত্যিকার বুদ্ধিমান লোক যে তোমার কথাকে গুরুত্ব দেয়, তার সাথে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়।

আর্কেডিয়া বলে চলেছে। 'ফাউণ্ডেশনের বিখ্যাত লোকদের উপর যত বই আছে সব আমি পড়ে ফেলেছি, যেমন সেল্ডন, হার্ডিন, ম্যালো, ডেভর্স এবং আরও যারা আছে। মিউলকে নিয়ে আপনি যতগুলো বই লিখেছেন সেগুলোও পড়েছি, অবশ্য ফাউণ্ডেশন যেখানে পরাজিত হয় সেই জায়গাটা ভাল লাগেনি। আপনি ঐ ঘটনাটা বাদ দিয়ে ইতিহাসগুলো লিখতে পারেন না?

'হ্যাঁ পারি,' মান্ তাকে নিশ্চিত করল। 'কিন্তু সেগুলো সঠিক ইতিহাস হবে না, হবে কী আর্কেডি? পুরো ইতিহাস না লিখলে তুমি একাডেমিক রেসপেক্ট পাবে না।'

'ওহ্, ফুঃ। একাডেমিক রেসপেক্ট নিয়ে কে মাথা ঘামায়?' তাকে খুব খুশি মনে হলো। আর্কেডি বলে ডাকতে মানের এখন পর্যন্ত ভুল হয়নি। 'আমার উপন্যাসগুলো হবে মজার, বিক্রী হবে এবং বিখ্যাত হবে। যদি বিক্রি না হয় এবং বিখ্যাত না হয় তাহলে বই লিখে লাভ কী হবে? আমি চাই না শুধুমাত্র কয়েকজন বুড়ো অধ্যাপক আমাকে চিনুক। সবাই আমাকে চিনবে।'

খুশিতে তার চোখ চিকচিক করছে। চেয়ারে আরেকটু আরাম করে বসল। 'আমি যখন বাবার কাছে ফিরব, তারপর ট্র্যানটরে বেড়াতে যাব। প্রথম এম্পায়ারের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা অর্জনের জন্য। আমার জন্ম হয় ট্র্যানটরে; আপনি জানেন।

জানত, কিন্তু মিথ্যা বলল, 'তাই নাকি?' বলার সুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অবাক ভাব ফুটিয়ে তুলল। বোকাটে হাসি এবং খুশির ঝলকানো হাসি এ দুটোর মাঝামাঝি এক ধরনের হাসি দিয়ে আর্কেডিয়া তাকে পুরস্কৃত করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আহ্-হাহ্। আমার দাদি...আপনি জানেন বেইটা ডেরিল, আপনি তার কথা জানেন...দাদার সাথে একবার ট্র্যানটরে গিয়েছিলেন। আসলে সেখানেই তিনি মিউলকে পরাজিত করেন, যখন পুরো গ্যালাক্সি মিউলের পদানত ছিল, আমার বাবা মা বিয়ে করার পরও সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানেই আমার জন্ম হয়। এমনকি মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম, তখন আমার বয়স তিন বছর। আমার খুব বেশি মনে নেই। আপনি কখনও ট্র্যানটর গেছেন, আঙ্কল হোমির?'

'না, যাইনি,' ঠাণ্ডা বাল্কহেডে ঠেস দিয়ে মান্ অলসভাবে কথা শুনছে। কালগান আর বেশি দূরে নেই। বুঝতে পারছে অস্বস্তিগুলো আবার ফিরে আসছে।'

'সবচেয়ে রোমান্টিক পৃথিবী, তাই না? বাবা বলেছেন পঞ্চম স্ট্যানেল এর আমলে আজকের যে কোনো দশটা গ্রহের তুলনায় ট্র্যানটরের লোকসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এটা ছিল ধাতুর একটা পৃথিবী—পুরোটা মিলে একটা বড় শহর—গ্যালাক্সির রাজধানী। এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও কত প্রকাণ্ড। আমি আবার সেখানে যেতে চাই। তাছাড়া...হোমির!'

'হ্যাঁ?'

'কালগানে কাজ সেরে আমরা ট্র্যানটরে চলে গেলে কেমন হয়?'

তার মুখে আবার ভয়ের ছায়া পড়ল। 'কী? এখন আবার নতুন কিছু শুরু কর না। আমরা কাজে বেরিয়েছি, আনন্দ করতে নয়। মনে থাকবে।'

'কিন্তু এটাও কাজ,' সে জোরে জোরে বলল। ট্র্যানটরে প্রচুর পরিমাণে তথ্য পাওয়া যেতে পারে, আপনার কী মনে হয়?'

'না, আমার মনে হয় না।' মান উঠে দাড়াল। 'কম্পিউটারের কাছ থেকে সরে এস। শেষ হাইপার স্পেস জাম্প দিতে হবে। তারপরেই তুমি পৌছে যাবে।' ল্যাণ্ডিংয়ের একটা ভালো দিক হচ্ছে তাকে আর ওভারকোট গায়ে দিয়ে ধাতুর মেঝেতে শুতে হবে না।'

হিসাবগুলো খুব একটা জটিল না। স্পেস রুট হ্যাণ্ডবুকে ফাউণ্ডেশন-কালগান রুটের পরিষ্কার বর্ণনা দেওয়া আছে। চূড়ান্ত আলোকবর্ষ পার হয়ে হাইপার স্পেসের মধ্যে অন্তহীন যাত্রার কারণে ক্ষণস্থায়ী হ্যাচকা টান অনুভূত হল।

কালগানের সূর্য এখন অনেক কাছে—বড়, উজ্জ্বল, এবং হলুদাভ সাদা, পোর্টহোলের পিছনে অদৃশ্য হয়ে আছে। এই পোর্টহোল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূর্যের আলোর দিকে বন্ধ হয়ে যায়।

কালগান আর এক রাতের দূরত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লর্ড

গ্যালাক্সির সব পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে কালগানের স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। যেমন টার্মিনাসের রয়েছে অপ্রতিরোধ্য উত্থানের ইতিহাস। যেমন ট্র্যানটর একসময় ছিল গ্যালাক্সির রাজধানী, যার রয়েছে অপ্রতিরোধ্য পতনের ইতিহাস। কিন্তু কালগান—

বিনোদন পৃথিবী হিসাবে কালগানের খ্যাতি প্রথম ছড়িয়ে পড়ে হ্যারি সেলডনের জন্মের দু'শ বছর আগে থেকে। বিনোদনের মাধ্যমে তারা একটা লাভজনক শিল্প গড়ে তোলে।

এবং এই শিল্প ছিল পুরো গ্যালাক্সিতে সবচেয়ে স্থিতিশীল। যখন গ্যালাক্সির সভ্যতাগুলো একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন কালগানে খুব সামান্যই তার প্রভাব পড়ে। প্রতিবেশী সেক্টরগুলোর অর্থনীতি এবং সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেটা কোনো বিষয় নয়। পরিবর্তন যতই ব্যাপক হোক সবসময়ই কিছু অভিজাতশ্রেণী থাকে। আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আমোদপ্রমোদের জন্য তাদের হাতে থাকে প্রচুর অবকাশ।

কালগান তাদের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করে দিত, সফলভাবে। এখানে রাজকীয় সংসদের সুগন্ধী মাখা ফুলবাবুরা কামুকী নারীদের নিয়ে আসত। রুক্ষ, কর্কশ, দুর্ধর্ষ সেনানায়করা—যারা রক্তের বিনিময়ে দখল করা গ্রহগুলো কঠিন হাতে শাসন করত—তারা তাদের অসংযত স্ত্রীদের নিয়ে আসত। আসত ফাউণ্ডেশনের নাদুসনুদুস ব্যবসায়ীরা সাথে রক্ষিতাদের নিয়ে।

কোনো বৈষম্য ছিল না। যার অর্থ আছে কালগান তারই সেবা করত। এখানকার পণ্যের সুনাম ছিল। আশেপাশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না। এভাবেই তারা অন্যের পকেট হালকা করে নিজের পকেট ভারি করত।

মিউলের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। তারপর কালগানেরও পতন ঘটল, এমন একজন দখলদারের কাছে যার কাছে দখল করাই আনন্দ, অন্য কোনো আমোদ প্রমোদ অর্থহীন। পরবর্তী এক দশকে কালগান গ্যালাকটিক মেট্রোপলিস এ পরিণত হল।

মিউলের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ফাউণ্ডেশন ভেঙে যায়। সেই সাথে এবং তারপরে মিউল শাসনের অবশিষ্ট অংশও বিলুপ্ত হয়। পঞ্চাশ বছর পরে অতীতের সেই স্মৃতিগুলো অনেক ধুসর হয়ে পড়েছে। অনেকটা নেশাচ্ছন্ন স্বপ্নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো। কালগান বিনোদন পৃথিবী হিসাবে তার আগের সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কারণ পুরোনো ক্ষমতার বন্ধন এখনো কিছুটা রয়ে গেছে। এখন যারা কালগানের শাসনকর্তা—ফাউণ্ডেশন তাদেরকে লর্ড অব কালগান বলে অভিহিত করে, কিন্তু নিজেদের তারা মিউলের অনুকরনে ফার্স্ট সিটিজেন অব দ্য গ্যালাক্সি বলে প্রচার করে এবং মনে মনে এখনও ভাবে যে তারাও এক একজন দখলদার।

কালগানের বর্তমান লর্ড ক্ষমতায় এসেছেন মাত্র পাঁচমাস আগে। তিনি ক্ষমতায় বসেন কালগানিয়ান নেভীর প্রধান হিসাবে যে ক্ষমতা ছিল তার জোড়ে এবং সেই সাথে পূর্ববর্তী লর্ডেরও কিছু অসাবধানতা ছিল। কালগানে এমন কোনো বোকা নেই যে ব্যাপারটার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করবে। সবসময় এভাবেই ক্ষমতার পালাবদল হয় এবং সবাই মেনেও নিয়েছে।

যদিও এরকম যোগ্যতার মাধ্যমে টিকে থাকা সেই সাথে নিষ্ঠুরতা এবং কুটিল বুদ্ধি থাকলেও সবাই ক্ষমতাসীন হতে পারে না। তবে লর্ড স্ট্যাটিন যথেষ্ট শক্ত লোক এবং তাকে সামলানো কঠিন।

সামলানো কঠিন তার ফার্স্ট মিনিস্টারের পক্ষে, যে মিনিস্টার নিপুণ নিরপেক্ষতা নিয়ে বিগত লর্ডের পক্ষে কাজ করেছে এখন যেমন বর্তমান লর্ডের পক্ষে কাজ করছে এবং যদি সে দীর্ঘজীবী হয় তা হলে নিশ্চিতভাবেই একইরকম সততার সাথে পরবর্তী লর্ডের পক্ষেও কাজ করবে।

সামলানো কঠিন লেডি সেলিয়ার পক্ষেও, যে স্ট্যাটিনের যতটুকু না স্ত্রী তার চেয়ে বেশি বন্ধু।

সেই সন্ধ্যায় তিনজন লর্ড স্ট্যাটিনের ব্যক্তিগত কক্ষে বসে আছে। ফার্স্ট সিটিজেন পড়েছেন তার পছন্দের এডমিরালের ইউনিফর্ম, তাকে বেশ স্থুলকায় এবং চকচকে দেখাচ্ছে। অস্বস্তি নিয়ে বসে আছেন প্লাস্টিকের একটা সাধারণ চেয়ারে। ভুরু কুঁচকে রেখেছেন রাগে। তার ফার্স্ট মিনিস্টার উদ্বিগ্নভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, নার্ভাস আঙুল দিয়ে নাক এবং শুষ্ক গালের সংযোগ স্থলে যে গভীর রেখা তৈরি হয়েছে সেখানে অন্যমনস্ক ভাবে ঘষছে। চিবুকে হালকা বাদামী দাড়ি। লেডি সেলিয়া ফার ঢাকা একটা ফোমের কাউচে মনোমুগ্ধকরভাবে বসে আছে, ঠোঁট দুটো কিছুক্ষণ পরপরই কেঁপে উঠছে অসন্তোষে।

'স্যার,' ফার্স্ট মিনিস্টার লেভ মেইরাস বলল—ফার্স্ট সিটিজেনকে শুধু স্যার বলেই সম্বোধন করা হয়, 'ইতিহাসের গতিধারা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিছুটা কম। আপনার নিজের জীবন, শক্তিশালী বিদ্রোহে সফলতা থেকে আপনার ধারণা হয়েছে যে আপনিও সভ্যতার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারবেন। কিন্তু সেই ধারণা ভুল।'

'মিউল কিন্তু পেরেছিল।'

'কিন্তু তার পদাঙ্ক কে অনুসরণ করতে পারবে। সে ছিল অতিমানব, মনে রাখবেন। এবং সেও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পুচি', লেডি সেলিয়া হঠাৎ করে অনুযোগের সুরে বলল আর তারপরই নিজেকে গুটিয়ে নিল ফার্স্ট সিটিজেনের ক্রোধোন্মত্ত দৃষ্টির সামনে।

লর্ড স্ট্যাটিন কর্কশ স্বরে বললেন, 'মাঝখানে কথা বলবে না, সেলিয়া। মেইরাস, বসে থেকে থেকে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমার পূর্বসূরি তার সারাজীবন নেভীকে চকচকে যোগ্য অস্ত্রে পরিণত করেছেন। এখন গ্যালাক্সিতে আমাদের নেভীর সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু তিনি এই চমৎকার অস্ত্র ব্যবহার না করেই মারা গেলেন। আমিও কী তাই করব? আমি, নেভীর একজন এডমিরাল?

'মেশিনগুলোতে মরিচা ধরার আগে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? এই মুহূর্তে তাদের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই। অফিসাররা দীর্ঘ কর্তৃত্ব করার জন্য, সৈনিকরা লুণ্ঠন করার জন্য উদগ্রীব। সমগ্র কালগান এম্পায়ার এবং পুরোনো মর্যাদা ফিরে পেতে চায়। সেটা বোঝার ক্ষমতা তোমার আছে?'

'আপনি যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারছি, কর্তৃত্ব, লুণ্ঠন, মর্যাদা—যখন অর্জিত হয় তখন বেশ আনন্দদায়ক, কিন্তু সেগুলো অর্জনের পদ্ধতি সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ এবং বেদনাদায়ক। প্রথম দিককার উৎসাহ শেষ পর্যন্ত হয়ত থাকবে না এবং ইতিহাস থেকে দেখা যায় ফাউণ্ডেশনে হামলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এমনকি মিউল নিজেও এই কাজ থেকে নিরস্ত—'

লেডি সেলিয়ার নীল চোখে পানি। আজকাল পুচি তার দিকে একেবারেই লক্ষ করে না। পুচি বলেছিল আজকের সন্ধ্যাটা তার সাথে কাটাবে, তখনই এই বিশ্রী লোকটা জোর করে ভিতরে ঢুকল, আর পুচিও তাকে আসতে দিল। কিছু বলার সাহস তার নেই; এমন কি ফুপিয়ে কান্নাটাকেও ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু স্ট্যাটিনের গলার এই স্বরটা সে ঘৃণা করে—কঠিন এবং অধৈর্য। সে বলছিল, 'তুমি এখনও সুদূর অতীতের দাসত্ব করছ। ফাউণ্ডেশনের লোকবল এবং আয়তন বেড়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো একতা নেই এবং একটা ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। আজকাল যে জিনিসটা তাদেরকে একত্রে বেধে রেখেছে সেটা শুধুই একটা জড়তা; যে জড়তা নিশ্চিহ্ন করার শক্তি আমার আছে। অতীতের দিন তোমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে, যখন শুধু ফাউণ্ডেশনের আনবিক শক্তি ছিল। তারা মৃত এম্পায়ারের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকেছিল এবং তারপর শুধু বুদ্ধিহীন ওয়ারলর্ডদের মুখোমুখি হয়েছে যারা সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক জাহাজ নিয়ে ফাউণ্ডেশনের এটমিক ভেসেলের সাথে লড়াই করেছে।'

'কিন্তু মিউল, প্রিয় মেইরাস, এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। তার ক্ষমতার কাছে ফাউণ্ডেশন বাধা পড়ে। অর্ধেক গ্যালাক্সির দখলদারিত্ব এবং বিজ্ঞানে একচেটিয়া অগ্রগতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন আমরাও তাদের সমকক্ষ।'

'আর দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন?' মেইরাস ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল।

'আর দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন?' স্ট্যাটিন একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'তাদের উদ্দেশ্যটা কী তুমি জান? মিউলকে থামাতে তাদের দশ বছর লেগেছিল, যদি এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের উদ্দেশ্য হয়, অবশ্য সন্দেহ রয়েছে। তুমি কী জান যে ফাউণ্ডেশনের অনেক সাইকোলজিস্ট এবং সোসিওলজিস্টের ধারণা মিউলের সময় থেকে সেল্ডনস্ প্ল্যান ধ্বংস হয়ে গেছে পুরোপুরি? যদি প্ল্যান শেষ হয়ে যায়, তা হলে একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে এবং আমি সেই শূন্যস্থান পূরণ করব।'

'এই বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান তাতে ঝুঁকি নেওয়া যায় না।'

'আমাদের জ্ঞান, সম্ভবত, কিন্তু এই গ্রহে ফাউণ্ডেশন থেকে একজন অতিথি এসেছে। তুমি জান সেটা? কে এক হোমির মান্—যে, আমার যতদুর মনে পড়ে মিউলের উপর অনেক আর্টিকেল লিখেছে এবং তারও ধারণা সেল্ডনস্ প্ল্যানের আর কোনো অস্তিত্ব নেই।'

ফার্স্ট মিনিস্টার মাথা নাড়লেন, 'আমি তার কথা শুনেছি তার লেখাগুলোর ব্যাপারেও জানি, কী চায় সে?'

'মিউলের প্রাসাদে ঢোকার অনুমতি চায়।'

'তাই? অনুমতি না দেওয়াই ভালো হবে। যে সংস্কারের উপর এই গ্রহ বেঁচে আছে তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত হবেনা।'

'সেটা আমি বিবেচনা করব—এবং আবার কথা বলব আমরা।'

মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল মেইরাস।

লেডি সেলিয়া চোখে পানি নিয়ে বলল, 'তুমি আমার উপর রাগ করেছ, পুচি?'

স্ট্যাটিন অত্যন্ত রাগের সাথে ঘুড়ল তার দিকে। 'তোমাকে কী আগে বলেছি যে বাইরের লোকের সামনে আমাকে ওই অদ্ভুত নামে ডাকবে না।'

'নামটা তোমার পছন্দ ছিল।'

'হ্যাঁ, এখন থেকে আর পছন্দ করি না, এবং আর কখনো এই নামে ডাকবে না।'

বিরক্ত হয়ে সেলিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এখনও কীভাবে এই বুদ্ধিহীন মেয়েটাকে সে সহ্য করছে, সেটা একটা রহস্য। তার প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু সেই আকর্ষণও কমে যাচ্ছে। সেলিয়া বিয়ের স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন দেখছে ফার্স্ট লেডি হওয়ার।

অসম্ভব!

যখন সে শুধু এডমিরাল ছিল তখন সেলিয়া সঙ্গিনী হিসাবে ঠিকই ছিল—কিন্তু এখন ফার্স্ট সিটিজেন এবং ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে তার আরও বেশি কিছু প্রয়োজন। তার বংশধর প্রয়োজন যে তার রাজত্বগুলোকে একত্রে রাখতে পারবে, যা মিউলের ছিল না এবং সে কারণে তার সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারেনি। সে স্ট্যাটিন, তার প্রয়োজন ফাউণ্ডেশনের ঐতিহাসিক অভিজাত পরিবারগুলো থেকে কাউকে, যাকে নিয়ে সে একটা রাজবংশ তৈরি করবে।

অবাক হচ্ছে এখনও সেলিয়ার হাত থেকে সে মুক্ত হয়নি কেন। এটা কোনো সমস্যাই নয়। চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলিয়া এখন উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। ফার্স্ট মিনিস্টার যে বিরক্তি তৈরি করে গেছে কেটে যাচ্ছে সেগুলো এবং তার পুচির পাথুরে মুখ ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে। স্ট্যাটিনের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল সে।

'তুমি আমাকে বকবে না তো, পুচি?'

'না।' অন্যমনস্কভাবে সেলিয়াকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল স্ট্যাটিন। 'এখন, তুমি একটু চুপ করে বস তো। আমাকে চিন্তা করতে দাও।'

'ফাউণ্ডেশনের লোকটার ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'পুচি?'

'কী?'

'পুচি, লোকটার সাথে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে, তুমি বলেছ মনে আছে? মেয়েটাকে আমি দেখব। আমি কখনো—'

'তুমি বলতে চাও একটা বাচ্চা মেয়েকে আমি তার সাথে আসতে দেব? আমার সভাকক্ষ কী ব্যাকরণ শেখার স্কুল? তোমার বোকামি অনেক হয়েছে, সেলিয়া।'

'কিন্তু আমি তাকে সামলে রাখতে পারব পুচি। মেয়েটাকে নিয়ে তোমার কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি আসলে খুব কম বাচ্চা দেখেছি এবং তুমি জান আমি বাচ্চাদের পছন্দ করি।'

অবাক হয়ে সেলিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। সেলিয়া আগে কখনও এই ধরনের আচরণ করেনি। সে বাচ্চাদের পছন্দ করে; অর্থাৎ তার বাচ্চা; অর্থাৎ তার ঔরসজাত সন্তান; অর্থাৎ বিয়ে; হাসাকর।

'তোমার এই বাচ্চা মেয়ে,' সে বলল, 'চৌদ্দ বা পনের বছর বয়স। সম্ভবত তোমার সমান লম্বা।'

আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেলিয়া। 'যাই হোক, আমি মেয়েটার সাথে কথা বলতে পারি? সে আমাকে ফাউণ্ডেশনের কথা বলতে পারবে। আমার ফাউণ্ডেশনে বেড়াতে যাবার খুব ইচ্ছা। আমার দাদা ছিল ফাউণ্ডেশনের লোক। তুমি আমাকে কোনোদিন সেখানে নিয়ে যাবে, পুচি?'

চিন্তাটা স্ট্যাটিনকে সুখী করে তুলল। সম্ভবত নিয়ে যাবে, একজন বিজয়ী বীর হিসাবে। চিন্তাটাকে সে শব্দে পরিণত করল। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এবং তুমি মেয়েটাকে দেখতে পারবে, তার সাথে ফাউণ্ডেশন নিয়ে গল্পও করতে পারবে, তবে আমার আশপাশে না, বুঝতে পেরেছ।'

'আমি তোমাকে বিরক্ত করব না, সত্যি। তাকে আমি আমার ঘরে নিয়ে যাব।' সেলিয়া আবার খুশি হয়ে উঠেছে। আজকাল তার ইচ্ছা খুব কমই পূরণ হয়। দুবাহু দিয়ে স্ট্যাটিনের ঘাড় জড়িয়ে ধরল এবং কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর সে টের পেল স্ট্যাটিনের ঘাড়ের পেশী নরম হচ্ছে এবং বিশাল মাথাটা তার কাঁধে নেমে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেডি

আর্কেডিয়া বেশ উৎফুল্ল বোধ করছে। তার জানালায় পিলীয়াস এন্থরের বাজে মুখটা দেখার পর জীবনটা কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল। এর মূল কারণ যা করা দরকার সেটা করার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহস তার আছে।

এখন সে কালগানে। গ্রেট সেন্ট্রাল থিয়েটারে গিয়েছিল—গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে বড় থিয়েটার—এবং অনেক কণ্ঠ শিল্পীকে দেখেছে যারা সুদূর ফাউণ্ডেশনেও বিখ্যাত। ফুলে ঢাকা পথে হেটে সে একা একা শপিং করেছে, নিজেই বাছাই করেছে, কারণ হোমির জিনিস পছন্দ করতে পারে না। ফাউণ্ডেশনের অর্থ এখানেও চলে। হোমির তাকে একটা দশ ক্রেডিট বিল দিয়েছিল, কিন্তু কালগানিয়ান 'কালগানিডস' এ পরিবর্তন করতেই পরিমাণ কমে গেল অনেক।

সে চুলের স্টাইলেরও পরিবর্তন করেছে। পিছনে অর্ধেক কেটে ফেলেছে। দুপাশের চূড়া থেকে চকচকে কোকড়ানো দুগোছা চুল বেরিয়ে পড়েছে। আগের চেয়েও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চুলগুলো।

কিন্তু এই ব্যাপারটা; এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভাল। নিশ্চিতই বলা যায় যে লর্ড স্ট্যাটিনের প্রাসাদ থিয়েটারের মতো বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ নয়, অথবা মিউলের প্রাসাদের মতো রহস্যময়ও নয়, কিন্তু কল্পনা করা যায়, একজন সত্যিকারের লর্ড। কথাটা মনে হলেই তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

শুধু তাই নয়। সে লর্ডের মিসট্রেসের সাথে সামনাসামনি কথা বলবে। আর্কেডিয়া মিসট্রেস শব্দটার অর্থ ভালমতোই জানে, কারণ ইতিহাসে এই ধরনের নারীদের ভূমিকা সে খুব ভালোভাবে মনে রেখেছে; তাদের মোহিনী শক্তি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে জানে। সে নিজেও এইরকম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কেউ একজন হতে চেয়েছিল, কিন্তু ফাউণ্ডেশনে এখন মিসট্রেস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং তার বাবাও ব্যাপারটা পছন্দ করত না।

অবশ্য তার ধারণার সাথে লেডি সেলিয়ার কোনো মিল নেই। কারণ সেলিয়া কিছুটা মোটা এবং তাকে দেখে মোটেই বিপজ্জনক বলে মনে হয় না। গলার স্বর অনেক উঁচু এবং—

সেলিয়া বলল, 'তুমি কী আরেকটু চা নেবে, খুকি?'

'আমি আরেক কাপ নেব, ধন্যবাদ, ইওর গ্রেস'—নাকি ইওর হাইনেস হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্কেডিয়া অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে বলল, 'আপনি যে মুক্তোগুলো পড়েছেন, সেগুলো খুব সুন্দর, মাই লেডি।' (তার কাছে এই শব্দটাই সবচেয়ে ভাল মনে হল।)

'ওহ্? তাই নাকি?' সেলিয়া মনে হয় কিছুটা খুশি হলো। সেগুলো খুলে নিয়ে ঝোলাতে লাগল সামনে পেছনে। 'তোমার পছন্দ হয়েছে? পছন্দ হলে তুমি এগুলো নিতে পার।'

'ওহ্ আমি—আপনি সত্যি বলছেন—' হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল, বলল 'বাবা পছন্দ করবে না।'

'তিনি মুক্তো পছন্দ করেন না? কিন্তু এগুলো খুব ভালো মুক্তো।'

'আমি বলতে চাচ্ছি আমার নেওয়াটা তিনি পছন্দ করবেন না। তিনি বলেন, কখনো অন্যের কাছ থেকে দামি উপহার নেবে না।'

'তুমি নেবে না? কিন্তু... আমি মনে করেছিলাম এগুলো পু...ফার্স্ট সিটিজেন আমাকে দিয়েছিল। সেজন্যই কী?'

আর্কেডিয়া মাথা নাড়ল,' আমি সেটা বলিনি—'

কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলল সেলিয়া। মুক্তোগুলো পেঁচিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে ফাউণ্ডেশনের কথা বলবে। এখনই বল।'

হঠাৎ করেই বাক্যহারা হয়ে গেল আর্কেডিয়া। একটা অনাকর্ষক পৃথিবী সম্বন্ধে কার কী বলার থাকতে পারে। তার কাছে ফাউণ্ডেশন একটা আধা গ্রাম্য শহর, একটা আরামদায়ক বাড়ি, বিরক্তিকর লেখা পড়া, শান্ত একঘেয়ে জীবন। অনিশ্চিত সুরে বলল, 'আমার মনে হয় বুক ফিল্মে যেমন দেখেছেন ঠিক সেরকমই।'

'ওহ্, তুমি বুক ফিল্ম দেখ? দেখতে বসলেই আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু তোমাদের ট্রেডারদের ভিডিও স্টোরিগুলো দেখতে আমার ভালো লাগে—সবাই কেমন দীর্ঘদেহী এবং সাহসী লোক। তোমার বন্ধু, মি. মান্‌ও কী তাদের একজন? কিন্তু তাকে আমার তেমন সাহসী মনে হয় না। অধিকাংশ ট্রেডারের দাড়ি থাকে এবং গলার স্বর হয় অনেক জোরালো।'

আর্কেডিয়া হাসল, 'এগুলো এখন অতীত ইতিহাস, মাই লেডি। অর্থাৎ, ফাউণ্ডেশন যখন তরুণ ছিল তখন আমাদের ট্রেডাররা বাকি গ্যালাক্সিতে সভ্যতা স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা স্কুলে শিখেছি। কিন্তু সেই সময় চলে গেছে। আমাদের এখন আর কোনো ট্রেডার নেই।'

'তাই? দুঃখের কথা। তা হলে মি. মান্ কী করেন? যদি তিনি ট্রেডার না হন।'

'আঙ্কল হোমির একজন লাইব্রেরিয়ান।'

সেলিয়া ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে ফিক করে হেসে ফেলল। 'তুমি বলতে চাও তিনি বুক-ফিল্ম দেখাশোনা করেন। ওহ্! একজন বয়স্ক লোকের জন্য অত্যন্ত বিরক্তিকর একটা কাজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তিনি একজন ভাল লাইব্রেরিয়ান, মাই লেডি। ফাউণ্ডেশনে এই পেশা সবচেয়ে সম্মানিত পেশাগুলোর একটি।' সে ছোট বর্ণাঢ্য চায়ের কাপ দুধের মতো সাদা ধাতুর টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

তার মেজবান সচেতন হয়ে উঠল। 'কিন্তু খুকী, আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি। তিনি অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান লোক। তার চোখের দিকে তাকিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি এবং তিনি নিশ্চয়ই অনেক সাহসী, তা না হলে মিউলের প্রাসাদে যেতে চাইতেন না।'

'সাহসী?' ভিতরে ভিতরে সচেতন হয়ে উঠল আর্কেডিয়া। এর জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। গলার স্বরে এতটুকু পরিবর্তন না করে বুড়ো আঙুলের নোখের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'মিউলের প্রাসাদে যেতে হলে সাহসী হতে হবে কেন?'

'তুমি জান না?' সেলিয়ার চোখগুলো গোল গোল হয়ে গেছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। 'প্রাসাদের উপর অভিশাপ আছে। যখন সে মারা যায় তখন বলে গিয়েছিল গ্যালাকটিক এম্পায়ার গড়ে না উঠা পর্যন্ত কেউ তার প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না। কালগানের কেউ প্রাসাদের চত্বরে যেতেও সাহস করে না।'

আর্কেডিয়া কথাগুলো হজম করল। 'কিন্তু এটা কুসংস্কার—'

'এইভাবে বল না,' সেলিয়া ভয় পেল। 'পুচি প্রায়ই এই কথা বলে। জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে অভিশাপের কথা বলে। কিন্তু বিশ্বাস করে না। থ্যালরও বিশ্বাস করত না, পুচির আগে যে ফার্স্ট সিটিজেন ছিল।' তার মাথায় একটা চিন্তা আসার পরমুহূর্তেই আবার কৌতূহল নিবারণ করতে লাগল, 'কিন্তু মি. মান্ মিউলের প্রাসাদ দেখতে চায় কেন?'

এখনই আর্কেডিয়ার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা কাজে লাগানোর সময়। বই পড়ে সে জেনেছে যে একজন শাসকের মিসট্রেসই হচ্ছে সিংহাসনের পিছনে প্রকৃত ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী। তা ছাড়া আঙ্কল হোমির যদি লর্ড স্ট্যাটিনকে রাজি না করাতে পারে—এবং সে নিশ্চিত যে হোমির পারবে না—সে অবশ্যই লেডি সেলিয়ার মাধ্যমে ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করবে। যদিও লেডি সেলিয়াকে তার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে। তাকে মনে হয় না যথেষ্ট চালাক চতুর। কিন্তু, অবশ্য ইতিহাস প্রমাণ করেছে—

সে বলল, 'একটা বিশেষ কারণে, মাই লেডি—তবে আপনি অবশ্যই কথাগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

'কাউকে বলব না। আমাকে বিশ্বাস করতে পার।'

আর্কেডিয়ার মাথার ভেতরে শব্দগুলো আগে থেকেই গোছানো ছিল, 'আঙ্কল হোমির মিউলের উপর একজন বিশেষজ্ঞ। এই বিষয়ে তিনি প্রচুর বই লিখেছেন এবং তিনি মনে করেন যে মিউল ফাউণ্ডেশন দখল করার সাথে সাথে গ্যালাক্সির ইতিহাস পালটে যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওহ্।'

'তিনি সেল্ডনস্ প্ল্যান নিয়ে গবেষণা করেন—'

সেলিয়া হাত তালি দিল। 'সেল্ডনস্ প্ল্যানের কথা আমি জানি। ট্রেডারদের ভিডিওতে সবচেয়ে বেশি বলা থাকত সেল্ডনস্ প্ল্যানের কথা। মনে হয় প্ল্যানটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার কারণে ফাউণ্ডেশন সবসময়ই জিতবে যদিও আমি বুঝতে পারিনি কীভাবে হবে। জটিল ব্যাখ্যা শুনলে সবসময়ই আমার ক্লান্তি আসে। তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি সবকিছু পরিষ্কার বুঝিয়ে বলতে পারছ।'

আর্কেডিয়া আবার শুরু করল, 'তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন ফাউণ্ডেশন যখন মিউলের কাছে পরাজিত হয় তখন সেল্ডনস্ প্ল্যান কাজ করেনি এখনও করছে না। তাহলে দ্বিতীয় এম্পায়ার গড়ে তুলবে কে?'

'দ্বিতীয় এম্পায়ার?'

'হ্যাঁ, কেউ একজন কোনো একদিন গড়ে তুলবে, কিন্তু কীভাবে? এটাই হচ্ছে সমস্যা এবং এখানেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কথা আসে।'

'দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন?' সেলিয়া পুরোপুরি ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে।

'হ্যাঁ, তারাই হলো ইতিহাসের পরিকল্পনাকারী যে ইতিহাস সেলডনের পায়ের চিহ্ন ধরে চলবে। তারা মিউলকে থামিয়েছিল কারণ সে ছিল অপরিণত, কিন্তু এখন তারা হয়তো কালগানকে সমর্থন করছে।'

'কেন?'

'কারণ হয়তো কালগানেরই এখন নতুন এম্পায়ারের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার সুযোগ রয়েছে।'

ধীরে ধীরে লেডি সেলিয়া মনে হয় ব্যাপারটা ধরতে পারল। 'তুমি বলতে চাও পুচি একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে যাচ্ছে।'

'আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। আঙ্কল হোমির সেরকমই মনে করেন, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে মিউলের রেকর্ডগুলো ঘাটতে হবে।'

'পুরো ব্যাপারটাই কেমন জটিল,' লেডি সেলিয়া বলল।

হাল ছেড়ে দিল আর্কেডিয়া। সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

বেশ রেগে আছে লর্ড স্ট্যাটিন। ফাউণ্ডেশনের গোবেচারা লোকটার সাথে আলোচনা ছিল একেবারেই বিরক্তিকর। সাতাশটি গ্রহের প্রকৃত শাসনকর্তা, গ্যালাক্সির সর্বশ্রেষ্ঠ মিলিটারী মেশিনের অধিকারী, মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান স্বপ্নের মালিক সে—আর তাকেই কীনা একজন প্রাচীন পুথিসংগ্রাহকের সাথে ফালতু তর্ক করতে হয়েছে।

তাকে কালগানের নীতি ভঙ্গ করতে হবে। কেন করবে? মিউলের প্রাসাদ তন্নতন্ন করে খোঁজার সুযোগ দেওয়ার জন্য যাতে এক বোকা লোক আরেকটা বই লিখতে পারে? বিজ্ঞানের খাতিরে! পবিত্র জ্ঞানের খাতিরে! গ্রেট গ্যালাক্সি! শব্দগুলো যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তাছাড়া—তার পেশীতে সামান্য টান পড়ল—অভিশাপের ব্যাপারটাও রয়েছে। সে অবশ্য বিশ্বাস করে না; কোনো বুদ্ধিমান মানুষই করবে না। কিন্তু সে যদি অস্বীকার করতে চায় তাহলে বোকা লোকটার চেয়েও ভাল কারণ দেখাতে হবে।

'কী চাও তুমি?' কর্কশভাবে চিৎকার করে উঠল সে এবং লেডি সেলিয়া দরজার সামনে ভয়ে একেবারে সংকুচিত হয়ে গেল।

'তুমি কী ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, আমি ব্যস্ত।'

'কিন্তু এখানে তো কেউ নেই, পুচি। আমি কী তোমার সাথে এক মিনিটও কথা বলতে পারি না?'

'ওহ্, গ্যালাক্সি! কী চাও তুমি? তাড়াতাড়ি বল।'

'বাচ্চা মেয়েটা আমাকে বলেছে তারা মিউলের প্রাসাদে যাচ্ছে। আমরাও তাদের সাথে যেতে পারি। ভিতরটা দেখতে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর।' ভয়ে ভয়ে বলল সেলিয়া।

'মেয়েটা বলেছে, তাই না? শোনো তারা কোথাও যাচ্ছে না, আমরাও যাচ্ছি না। এখন যাও, নিজের কাজ করো গিয়ে। অনেক সহ্য করেছি, আর না।'

'কিন্তু পুচি, কেন? তুমি তাদের অনুমতি দাওনি? মেয়েটা আমাকে বলেছে তুমি একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে?'

'সে কী বলেছে তাতে আমার কিছুই আসে যায়—কী বলেছে?' এক লাফে সেলিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে কনুইয়ের উপরে এত জোরে চেপে ধরল যে নরম মাংসে আঙুল ডেবে গেল, 'সে তোমাকে কী বলেছে?'

'তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ। আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকলে কী বলেছে আমি ভুলে যাব।'

স্ট্যাটিন ছেড়ে দিল, আর সেলিয়া সেখানে দাঁড়িয়ে লাল হয়ে যাওয়া দাগগুলো ডলতে লাগল। ফিসফিস করে বলল, 'বাচ্চা মেয়েটা আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যেন না বলি।'

'খুব খারাপ। বল আমাকে! এখনি!'

'ঠিক আছে, সেল্ডনস্ প্ল্যানের পরিবর্তন ঘটেছে এবং কোথাও আরেকটা ফাউণ্ডেশন আছে যারা তোমাকে সম্রাট বানানোর ব্যবস্থা পাকা করছে। এইটুকুই। সে বলেছিল মি. মান্ একজন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী এবং মিউলের প্রাসাদে সব প্রমাণ রয়েছে। সবই বলে দিয়েছি। তুমি রাগ করেছ?'

কিন্তু স্ট্যাটিন জবাব দিল না। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, সেলিয়ার বড় বড় দুঃখিত চোখগুলো তার পিছনে লেগে রইল। একঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই ফার্স্ট সিটিজেনের সই করা দুটো অফিসিয়াল নির্দেশ পাঠানো হলো। একটা আদেশ হচ্ছে পাঁচ হাজার শিপকে বিশেষ অভিযানে মহাকাশে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে যার অফিসিয়াল নাম 'ওয়ার গেমস'। অন্য আদেশটা একজন লোককে চূড়ান্ত দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিল।

হোমির মান্ ফিরে যাওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি বাদ দিল, যখন দ্বিতীয় আদেশটা পৌঁছল তার কাছে। সেটা ছিল অবশ্যই মিউলের প্রাসাদে ঢোকার অফিসিয়াল নির্দেশ। সে বারবার পড়ল সেটা, কিন্তু উৎফুল্ল হতে পারল না।

কিন্তু আর্কেডিয়া খুব খুশি। সে জানে কী ঘটেছে। অথবা, যেভাবেই হোক সে ভাবল যে সে জানত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিশ্চয়তা

পলি টেবিলের উপর ব্রেকফাস্ট রাখল, এক চোখ নিউজ রেকর্ডারের উপর। যন্ত্রটা দিনের খবর বিরামহীনভাবে উগড়ে দিচ্ছে। এক চোখ অন্যদিকে রেখে খাবার আনা-নেওয়া করতে তার কোনো সমস্যাই হয় না। কারণ খাবারগুলো কুকিং ইউনিটে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্যাক করা থাকে, তার দায়িত্ব শুধু পছন্দের মেনু অনুযায়ী খাবার এনে দেওয়া এবং খাওয়া শেষে উচ্ছিষ্টগুলো সরিয়ে ফেলা।

কোনো একটা খবর দেখে সে জিভ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

'ওহ্, মানুষ এত খারাপ,' সে বলল আর ডেরিল শুধু মৃদু শব্দ করলেন।

গলার স্বর একটু বেড়ে গেল তার, সাধারণত মানুষের মন্দ স্বভাব নিয়ে কথা বলার সময় এভাবেই কথা বলে, 'এই কালগানিজরা এখন এমন করছে কেন? একটু শান্তিতে থাকার উপায় নেই। সবসময় শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা।'

'খবরের হেডলাইন দেখুন', "ফাউণ্ডেশন কনস্যুলেটের সামনে সশস্ত্র বিক্ষোভ।" ওহ্, আমার চিন্তাধারার কিছু অংশ যদি ওদের দিতে পারতাম। মানুষকে নিয়ে এই হল সমস্যা, কিছুই মনে রাখে না। কিছুই মনে রাখে না ড. ডেরিল—একেবারেই স্মৃতিশক্তি নেই। মিউলের মৃত্যুর পর শেষ যুদ্ধটার কথা ভাবুন—অবশ্য আমি তখন অনেক ছোট। ওহ্ কী অস্থিরতা আর সমস্যা। আমার এক চাচা মারা গিয়েছিলেন, বিশ বছর বয়সে, বিয়ে করেছিলেন, মাত্র দুবছরের একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল। তার কথা এখনও আমার মনে আছে—লালচে চুল, চিবুকে একটা ভাজ। ত্রিমাত্রিক কিউবে তার একটা ছবি এখনও আমার কাছে আছে—

'আর এখন তার সেই বাচ্চা মেয়ের এক ছেলে নেভীতে আছে—'

'আমাদের বম্বার্ডমেন্টগুলো স্ট্র্যাটোসফিয়ারিক প্রতিরক্ষা তৈরি করছে। কিন্তু কালগানিজরা যদি এতদূর এসেই পড়ে তা হলে তারা কী করবে? আমার তো মনে হয় কালগানিজরাও এখানে এসে মরার চেয়ে পরিবার নিয়ে ঘরেই থাকতে চায়। সব দোষ ঐ বোকা স্ট্যাটিনের। অবাক ব্যাপার এই লোকগুলো বেঁচে থাকে কী করে। সেই বুড়ো লোকটা—কী যেন নাম—থ্যালোস্‌কে সে হত্যা করেছে, এখন সবকিছু দখল করতে চায়।'

'কেন সে যুদ্ধ করতে চায় আমি জানি না। সে হারতে বাধ্য, সবসময়ের মতো। হয়তো সবকিছুই প্ল্যানে ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত, এত লড়াই আর সংঘর্ষ থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই প্ল্যান দুর্বল হয়ে যাবে। আমি অবশ্য হ্যারি সেল্ডনকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না, তিনি অবশ্যই আমার চেয়ে বেশি জানতেন। আর অন্য ফাউণ্ডেশনেরও দোষ আছে। তারা এখনই কালগানকে থামাতে পারে। শেষপর্যন্ত থামাবেও, কিন্তু ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

ড. ডেরিল তার দিকে তাকালেন, 'তুমি কিছু বলছ পলি?'

পলির চোখ প্রথমে বড় হলো, তারপর ছোট হয়ে গেল রাগে। 'কিছুই না ডক্টর, কিছুই না। আমি একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি। এই বাড়িতে মরা অনেক সহজ, শুধু কথা বলার চেষ্টা কর—' গজ্‌গজ্‌ করতে করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পলির কথার মতো তার থাকা না থাকাও ডেরিলের কাছে সমান।

কালগান! ননসেন্স! শুধুই শারীরিক শত্রু! তারা সবসময়ই পরাজিত হয়েছে!

যদিও তিনি বর্তমান অযৌক্তিক সমস্যা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলেন না। সাতদিন আগে মেয়র তাকে গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষদের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। আজকে হ্যাঁ বা না একটা কিছু উত্তর দেওয়ার কথা।

তো—

তিনি অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসলেন। তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে কেন! তিনি কী প্রত্যাখ্যান করবেন? অবাক মনে হবে এবং তিনি অবাক হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি করতে চান না। তাছাড়া কালগানকে নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। শত্রু তার কাছে একজনই। সবসময়ই তাই ছিল।

যখন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন তখন তিনি খুশি হয়েছিলেন এই কাজগুলো এড়িয়ে চলতে পেরে, লুকিয়ে থাকতে পেরে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অতীতের স্মৃতিবহনকারী ট্র্যানটরের শান্ত দীর্ঘ দিনগুলো! ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর নিঃশব্দতার মাঝে তিনি ডুবে ছিলেন।

কিন্তু সে মারা গেল। সব মিলে পাঁচ বছরের কিছু কম সময় হয়েছে। তারপরই বুঝতে পারলেন তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন একমাত্র সেই অস্পষ্ট ও ভয়ানক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা তার নিয়তি নির্ধারণ করে মানুষ হিসাবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, ফলে জীবনটা হয়ে উঠল পূর্বনির্ধারিত পরিসমাপ্তির বিরুদ্ধে অদ্ভুত এক লড়াই; পুরো ইউনিভার্স হয়ে উঠল ঘৃণিত ও মরণপণ দাবাখেলার ছক। লড়াইয়ের মাঝে বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পেলেন তিনি।

প্রথমে ক্লেইজের সাথে ইউনিভার্সিটি অব সান্তানিতে যোগ দিলেন। পাঁচবছর কেটে গেল ভালভাবেই।

ক্লেইজের যথেষ্ট লোকবল ছিল, একটা ইউনিভার্সিটি তাকে সমর্থন দিচ্ছে। কিন্তু এগুলো ছিল দুর্বলতা, তার লোকদের মধ্যে শত্রু থাকতে পারে। যদি কেউ থেকেই থাকে তাহলে তিনি বুঝতেও পারবেন না যে তিনি তাদের পক্ষে কাজ করছেন। এই বিষয়গুলো চিন্তা করেই ডেরিল সরে আসলেন; জীবনটা কাটিয়ে দিলেন এখানে।

যেখানে ক্লেইজ কাজ করতেন চার্ট নিয়ে, ডেরিল কাজ করতেন গণিত নিয়ে। ক্লেইজ কাজ করতেন অনেককে নিয়ে, ডেরিল একা। ক্লেইজ কাজ করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে; ডেরিল তার এই আধা শহুরে বাড়ির নির্জনতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আবার তার জীবনে ক্লেইজের আবির্ভাব ঘটেছে, তার তরুণ ছাত্র এন্থরের মাধ্যমে। সাথে নিয়ে এসেছে যে সকল লোকদের মাইণ্ড কনভার্ট করা হয়েছে তাদের প্রচুর গ্রাফ এবং চার্ট। তিনি অনেক বছর আগেই পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করার উপায় শিখেছেন। কিন্তু কী লাভ তাতে। শুধু চিহ্নিত করলেই হবে না, প্রতিরোধও করতে হবে। তারপরও তিনি এন্থরের সাথে কাজ করতে রাজি হয়েছেন, কারণ সেটাই ভাল মনে হয়েছে।

আর এখন তিনি গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষদের প্রধান হতে পারেন। সেটাও ভালো হবে! এক জটিল ধাঁধা থেকে আরেক জটিল ধাঁধায় তিনি ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

আর্কেডিয়ার চিন্তা তাকে কিছুক্ষণের জন্য বিব্রত করে তুলল, কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে সেগুলো দূর করে দিলেন। শুধু তার বেলায়ই এরকম হয়। শুধু তিনিই বারবার বিপদের মুখে নিজেকে ঠেলে দেন। শুধু তিনিই—

তার রাগ হলো—মৃত ক্লেইজের উপর, জীবিত এন্থরের উপর। সব বোকা লোকদের উপর—

যাই হোক, আর্কেডিয়া নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। তার বয়স কম হলেও যথেষ্ট পরিণত।

সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে!

ফিসফিস করে বললেন তিনি—

পারবে সে?

AMARBOI.COM

যখন ড. ডেরিল ভাবছেন তার মেয়ে পারবে নিজেকে রক্ষা করতে তখন আর্কেডিয়া ফার্স্ট সিটিজেন অব দ্য গ্যালাক্সির নির্বাহী অফিসের ঠাণ্ডা, পাথুরে দর্শনার্থী কক্ষে বসে আছে। আধঘণ্টা ধরে সে বসে আছে। হোমিরের সাথে যখন এখানে আসে তখন দরজায় দুজন রক্ষী ছিল, এখন নেই।

সম্পূর্ণ একা এখন, ঘরের সাজসজ্জা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। জীবনে প্রথমবারের মতো।

এমন হচ্ছে কেন?

হোমির রয়েছে লর্ড স্ট্যাটিনের সাথে। তাতে কী?

তার অস্থিরতা বাড়ছে। বুক ফিল্ম এবং ভিডিওতে সে দেখেছে এইরকম পরিস্থিতিতে নায়ক আগেই শেষ পরিণতি জেনে ফেলে এবং সেটা ঠেকানোর প্রস্তুতি নেয়, আর সে কোনো প্রস্তুতি না নিয়ে বসে আছে। যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। যে কোনো কিছু! সে শুধু বসে রয়েছে।

ঠিক আছে, প্রথম থেকে চিন্তা করা যাক, কোনো উপায় বের হলেও হতে পারে।

দুই সপ্তাহ ধরে হোমির বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছে মিউলের প্রাসাদে। সেও একদিন গিয়েছিল, স্ট্যাটিনের অনুমতি নিয়ে। প্রাসাদটা বিশাল, বিষণ্ন, কোনো প্রাণের ছোয়া নেই, পুরোনো অতীত ঘিরে রেখেছে। তার ভালো লাগেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং রাজধানীর বিশাল বিশাল মহাসড়ক অনেক ভালো; থিয়েটার এবং প্রচণ্ড জাঁকজমক, সম্পদের প্রদর্শনী তার কাছে অনেক আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

হোমির হয়তো সন্ধ্যায় ফিরত, প্রচণ্ড উত্তেজিত।

'আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে', ফিসফিস করে বলত সে। 'যদি প্রাসাদের প্রতিটি ইট, এলুমিনিয়াম স্পঞ্জের প্রতিটি স্তর খুলে দেখতে পারতাম। যদি পুরো প্রাসাদটাকে টার্মিনাসে নিয়ে যেতে পারতাম। দারুণ একটা সংগ্রহ হতো।'

তার প্রথমদিককার অনীহা এখন আর নেই মনে হয়। বরং আগ্রহী; উন্মুখ। আর্কেডিয়া বুঝতে পেরেছে একটা নিদর্শন দেখে। মিউলের প্রাসাদে ঢোকার পর থেকে হোমির একবারের জন্যও তোতলায়নি।

একদিন সে বলছিল, 'প্রাসাদে জেনারেল প্রিচারের অনুসন্ধানের রেকর্ডগুলো রয়েছে—'

'আমি তার কথা জানি। সে ফাউণ্ডেশনের পক্ষ ত্যাগ করে মিউলের সাথে যোগ দেয়। গ্যালাক্সিতে তন্নতন্ন করে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজেছে, তাই না?

'আসলে সে পক্ষ ত্যাগ করেনি, আর্কেডি। মিউল তাকে কনভার্ট করে।'

'ওহ্, একই কথা।'

'গ্যালাক্সি, তন্নতন্ন করে খোঁজার যে কথা তুমি বলছ সেটা একেবারেই নৈরাশ্যজনক কাজ। সেলডনের মূল রেকর্ডের শুধু এক জায়গায় দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের উল্লেখ আছে, সেখানে বলা হয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন তৈরি হয়েছে "অ্যাট দ্য আদার এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি।" মিউল এবং প্রিচারের হাতে শুধু এতটুকু তথ্যই ছিল। খুঁজে পেলেও তারা বলতে পারত না সেটা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন কিনা। কী পাগলামি!

'তাদের কাছে রেকর্ড আছে—' সে নিজের সাথেই কথা বলছে, কিন্তু আর্কেডিয়া শুনছে খুব আগ্রহের সাথে—'প্রায় এক হাজার পৃথিবীর, খুঁজে দেখতে হবে আরও প্রায় এক মিলিয়ন পৃথিবী এবং আমরা মোটেই—'

আর্কেডিয়া উদ্বেগের সাথে বাধা দিল, 'শশ্‌শ্‌ শ্‌।'

প্রায় জমে গেল হোমির। স্বাভাবিক হলো ধীরে ধীরে। 'না বলাই ভালো,' সে ফিসফিস করে বলল।

আর এখন হোমির রয়েছে লর্ড স্ট্যাটিনের সাথে এবং আর্কেডিয়া এখানে একা একা বসে আছে। বুঝতে পারছে কোনো কারণ ছাড়াই তার রক্তের গতি বেড়ে গেছে।

ভয় পাচ্ছে সে!

কেন?

দরজার অন্যদিকে, হোমিরও হাবুডুবু খাচ্ছে ভয়ের এক আঠালো সমুদ্রে। উন্মত্ত এবং প্রবলভাবে সে চেষ্টা করছে তোতলামি বন্ধ করার, ফলে পরপর দুটো শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে পারছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো ইউনিফর্ম পরে আছে লর্ড স্ট্যাটিন, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, দীর্ঘ চোয়াল পাথুরে মুখ। হাতের মুঠো অনেক বড় ও শক্ত।

'তো, আপনি দুসপ্তাহ সময় পেয়েছেন, আর এখন এসে বলছেন আপনি কোনো তথ্য প্রমাণ পাননি। শুনুন স্যার, আমাকে সবচেয়ে খারাপ খবরটাই বলুন। আমার নেভী কী ফিতা কাটতে গেছে। আমাকে কী দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ভূতের সাথে লড়াই করতে হবে?'

'আ...আমি আবারও বলছি, মাই লর্ড, আমি কোনো ভ...ভব...ভবিষ্যৎ বক্তা নই। আ...আমার ধারণা পুরোপুরি...ভুল ছিল।'

'নাকি আপনি আপনার লোকদের সতর্ক করে দিতে চান। আমি সত্য কথা জানতে চাই অন্যথায় আপনার ভেতর থেকে সত্য কথাটা বের করে নিতে হবে।'

'আমি স্...সত্যি কথা বলছি এবং আমি আপনাকে ম্...মনে করিয়ে দিতে চাই মাই লর্ড, আমি ফাউণ্ডেশনের একজন নাগরিক। আমার গায়ে হাত দিলে আ...আপনার বিপদের মাত্রা ব্..বাড়বে বই কমবে না।'

লর্ড অব কালগান জোরে শব্দ করে হাসলেন। 'কোনো বোকা লোকও আপনাদের ভয় পাবে না। দেখুন, মি. মান্, আমি অনেক ধৈর্য্য ধরেছি। বিশ মিনিট ধরে আপনার অর্থহীন বোকার মতো কথা শুনেছি। হয়তো গতরাত আপনি না ঘুমিয়ে এই কথাগুলো ভেবে রেখেছেন। ব্যর্থ চেষ্টা, আমি জানি আপনি শুধু ছাই খুঁড়ে মিউলের পুরোনো স্মৃতি জাগাতে আসেননি। আরও বড় কোনো উদ্দেশ্য আছে, তাই না?'

হোমির মান্ তার ভেতরে বেড়ে ওঠা আতঙ্ক আর লুকিয়ে রাখতে পারল না। লক্ষ্য করে লর্ড স্ট্যাটিন ফাউণ্ডেশনের লোকটার কাঁধ জোরে চেপে ধরলেন।

'ভাল, আসুন খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। আপনি সেল্ডনস্ প্ল্যান নিয়ে গবেষণা করছেন, আপনি জানেন যে এই প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি জানেন সম্ভবত আমিই এখন অপ্রতিরোধ্য বিজয়ী, আমি এবং আমার বংশধররা। তা হলে, দ্বিতীয় এম্পায়ার স্থাপিত হলেই তো হলো, কে স্থাপন করেছে সেটা তো কোনো ব্যাপার না, হ্যাহ্। আপনি আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছেন? দেখতেই পারছেন আমি আপনার মিশন সম্পর্কে জানি।'

মান্ দুর্বল গলায় বলল, 'আ...আপনি কী চান?'

'আপনার উপস্থিতি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে আমি সব নষ্ট করে ফেলতে চাই না। আপনি আমার চেয়ে বিষয়গুলো ভাল বুঝবেন এবং সহজেই ভুল ত্রুটিগুলো ধরতে পারবেন। আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে, উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে। ফাউণ্ডেশনে আপনি কী আশা করেন? অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে তারা ঠেকাবে? যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে? নাকি শুধুই দেশপ্রেম?'

'আপনি থাকছেন', কালগানের লর্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'আপনার আর কোনো উপায় নেই। দাঁড়ান—আমি শুনেছি আপনার ভাতিঝি বেইটা ডেরিলের বংশধর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোমির কেঁপে উঠল, 'হ্যাঁ।' এই বিষয়ে মিথ্যা বলার সাহস তার নেই।

'ফাউণ্ডেশনে এই পরিবারের যথেষ্ট সম্মান রয়েছে?'

হোমির মাথা নাড়ল, 'এই পরিবারের কোনো ক্ষতি তারা মেনে নেবে না।'

'ক্ষতি! বোকার মতো কথা বলবেন না। আমি বরং উপকারই করব। তার বয়স কত?'

'চৌদ্দ।'

'আচ্ছা! যাই হোক এমনকী দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন বা হ্যারি সেল্ডনও মেয়েদের বালিকা থেকে মহিলা হওয়া ঠেকাতে পারবে না।'

এই কথা বলেই সে লম্বা পায়ে পর্দা ঢাকা একটা দরজার সামনে গিয়ে হ্যাচকা টানে পর্দা সরিয়ে ফেলল।

গর্জে উঠল সে, 'স্পেস, তুমি এখানে কী করছ?'

লেডি সেলিয়া চমকে উঠল এবং নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমি জানতাম না তোমার সাথে কেউ আছে।'

'এখন জানলে, এটা নিয়ে তোমার সাথে পরে কথা বলব, কিন্তু এখন আমি তোমার পিছন দেখতে চাই, তাড়াতাড়ি।'

করিডোরে তার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

স্ট্যাটিন ঘুরল, 'অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর বেশি দিন না। চৌদ্দ, আপনি বললেন?'

নতুন এক আতঙ্ক নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল হোমির!

AMARBOI.COM

চোখের কোণা দিয়ে নিঃশব্দে একটা দরজা খুলে যেতে দেখল আর্কেডিয়া। কেউ একজন ছুটে এসে উন্মত্তের মতো তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। অনেকক্ষণ সে কিছুই বুঝতে পারল না, তারপর হঠাৎ করেই যেন একটা সতর্ক উদ্দীপনা সামনের সাদা কম্পিত অবয়ব থেকে তার মধ্যে জোর করে ঢুকে গেল। পিছন পিছন যেতে লাগল সে।

নিঃশব্দ পায়ে তারা করিডোর দিয়ে হাঁটছে।

লেডি সেলিয়া এত জোরে তার হাত ধরে রেখেছে যে ব্যথা লাগছে এবং কোনো বিশেষ কারণে তাকে নিশ্চিন্তে অনুসরণ করছে সে। লেডি সেলিয়াকে অন্তত সে ভয় পায় না।

কিন্তু, কেন ভয় পায় না?

তারা লেডি সেলিয়ার খাস কামরায় এসে উপস্থিত হল। কামরার রং মিষ্টি গোলাপী। সেলিয়া দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। 'আমার...আমার কাছে আসার ব্যক্তিগত পথ এটা। বুঝতে পারছ? তার অফিস থেকে। তার, বুঝতে পারছ।' তর্জনি দিয়ে উপরে নির্দেশ করল যেন তার চিন্তাও তাকে মৃত্যুভয়ে ভীত করে তুলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাগ্য খুব ভালো...ভাগ্য খুব ভালো—' চোখের মনির নীল রং এখন আর বোঝা যাচ্ছে না।

'আপনি আমাকে বলবেন—' আর্কেডিয়া শান্তভাবে শুরু করল।

হঠাৎ করেই উন্মত্ত হয়ে গেল সেলিয়া। 'না খুকি, না। সময় নেই। এই পোশাকগুলো খুলে ফেল। তাড়াতাড়ি, আমি তোমাকে অন্য পোশাক দিচ্ছি এবং কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না।'

সেলিয়া ক্লজেট খুলে সব জিনিসপত্র এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছে, পাগলের মতো এমন একটা পোশাক খুঁজছে যে পোশাক কোনো মেয়ে পরলে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে না।

'এটাই চলবে। চলতেই হবে। তোমার কাছে পয়সা আছে? এই নাও, পুরোটাই—আর এটাও।' সে তার কান এবং হাত থেকে গহনা খুলছে। 'বাড়ি ফিরে যাও—ফাউণ্ডেশনে নিজের বাড়িতে।'

'কিন্তু আঙ্কল হোমির।' উষ্ণতা রক্ষার জন্য মিষ্টি গন্ধওয়ালা আরামদায়ক ধাতুর চাকতি পড়তে পড়তে সে মৃদু আপত্তি জানাল।

'তিনি যেতে পারবেন না। পুচি তাকে সারা জীবনের জন্য আটকে রাখবে। কিন্তু তুমি কোনো অবস্থাতেই থাকতে পারবে না। ওহ্ তুমি বুঝতে পারছ না?'

'না,' আর্কেডিয়া জোরের সাথে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

লেডি সেলিয়া নিজের হাতদুটো জোরে চেপে ধরল। 'একটা লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে। নিজের লোকদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই ফিরতে হবে। পরিষ্কার?' ভয়ে এবং আতঙ্কে মনে হয় তার চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। 'এস!'

তারা বেরিয়ে এল অন্যপথে। অনেকেই তাদেরকে দেখল, কিন্তু কেউ থামানোর চেষ্টা করল না। লেডি সেলিয়াকে কে থামাবে। রক্ষীরা সম্মান জানাল। তারা এসে থামল বাইরের দরজার কাছে। মাত্র পঁচিশ মিনিটে এত কিছু ঘটে গেছে। দূরে মানুষ এবং যানবাহনের কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

সে পিছন ফিরে বলল, 'আমি...আমি জানি না কেন আপনি এত কিছু করছেন, তবে ধন্যবাদ—আঙ্কল হোমিরের কী হবে?'

'আমি জানি না,' অপরজন আর্তনাদ করে উঠল। 'তুমি যেতে পারবে তো? সোজা স্পেসপোর্টে যাবে। কোথাও থামবে না। সে হয়তো তোমাকে খুঁজতে শুরু করবে।'

তারপরও আর্কেডিয়া দেরি করল। সে হয়তো হোমিরকে ছাড়াই যাবে, কিন্তু দেরিতে হলেও সে দাঁড়িয়ে আছে মুক্ত বাতাসে এবং আবার তার কৌতূহল বেড়ে গেল। 'সে আমাকে খুঁজলে আপনি এত চিন্তিত হবেন কেন?'

লেডি সেলিয়া নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, 'তোমার মতো বাচ্চা মেয়েকে সব ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। বলাটা ঠিক হবে না। তবে তুমি বড় হচ্ছ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি...আমি যখন পুচিকে দেখি তখন আমার বয়স ষোল। আমি চাই না তোমারও সেরকম কিছু হোক।' তার চোখে কিছুটা লজ্জিত ভাব।

বুঝতে পেরে একেবারে জমে গেল আর্কেডিয়া। ফিসফিস করে বলল, 'সে যখন জানতে পারবে তখন আপনার কী অবস্থা হবে?'

সেলিয়াও ফিসফিস করে জবাব দিল, 'আমি জানি না।' তারপর প্রশস্ত পথ ধরে প্রায় দৌড়েই লর্ড অব কালগানের প্রাসাদে ফিরে গেল।

কিন্তু মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য একেবারে স্থির হয়ে গেল আর্কেডিয়া, কারণ লেডি সেলিয়া যখন ফিরে যাচ্ছে তখন সে কিছু একটা দেখেছে। সেলিয়ার ভয়ার্ত, উন্মত্ত চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য, আলোর ঝলকানির মতো—ঠাণ্ডা কৌতুকে জ্বলে উঠেছিল। এক অমানবিক কৌতুক।

কী দেখেছে সে বিষয়ে আর্কেডিয়ার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন সে দৌড়াচ্ছে—বন্যভাবে দৌড়াচ্ছে—পাগলের মতো একটা খালি বুথ খুঁজছে যেখান থেকে বাটন টিপে পাবলিক কনভেন্স ডাকা যাবে।

লর্ড স্ট্যাটিনের ভয়ে সে পালাচ্ছে না; স্ট্যাটিনের যে লোকদের তার পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হবে তাদের ভয়েও না—তার সাতাশটি গ্রহের মিলিত শক্তির কাছ থেকেও না।

সে পালাচ্ছে একজন দুর্বল মহিলার কাছ থেকে যে তাকে সাহায্য করেছে; অর্থ ও গহনা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে। তাকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। তাকে সে চিনত।

কিন্তু এখন সে নিশ্চিতভাবে জানে লেডি সেলিয়া দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এজেন্ট।

AMARBOI.COM

একটা এয়ার ট্যাক্সি নিঃশব্দে এসে থামল। দমকা বাতাসের ঝাপটা লাগল আর্কেডিয়ার মুখে।

'কোথায় যাবেন, লেডি?'

সে চেষ্টা করল গলার স্বর যেন বাচ্চাদের মতো না শোনায়। 'শহরে কতগুলি স্পেসপোর্ট আছে?'

'দুইটা। আপনি কোনটায় যাবেন?'

'কোনটা কাছে হবে?'

চালক তাকাল তার দিকে, 'কালগান সেন্ট্রাল, লেডি।'

'অন্যটাতে চলুন, দয়া করে। আমার কাছে পয়সা আছে।' সে বিশ কালগানিড-এর একটা নোট বের করল। দাঁত বেরিয়ে পড়ল চালকের।

'আপনি যা বলবেন, লেডি। স্কাই-লাইন-ক্যাব আপনাকে যে কোনো স্থানে নিয়ে যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাবের বিবর্ণ ঠাণ্ডা গ্লাসে গাল ঠেকিয়ে বসল আর্কেডিয়া। শহরের আলো ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে।

কী করবে সে? কী করবে?

সেই মুহূর্তেই আর্কেডিয়া বুঝতে পারল যে সে একটা বোকা, বোকা ছোট মেয়ে, বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে এবং ভীত। চোখ দুটো ভিজে উঠল, নিঃশব্দ কান্নার দমক তার ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে।

লর্ড স্ট্যাটিনের হাতে ধরা পড়ার ভয় তার নেই। লেডি সেলিয়াই সেটা নিশ্চিত করবে। লেডি সেলিয়া! বুড়ি, মোটা, বোকা, কিন্তু লর্ডের উপর তার প্রভাব রয়েছে, কোনো-না-কোনোভাবে, ওহ্, এখন সবকিছুই তার কাছে পরিষ্কার।

সেদিনের চায়ের আসরে সে খুব চালাক হওয়ার চেষ্টা করেছিল। চতুর আর্কেডিয়া! নিজেকে সে ধিক্কার দিল। ঐ চায়ের আসর খুব কৌশলে পরিচালিত হয়েছে এবং সম্ভবত স্ট্যাটিনকেও কৌশলে পরিচালিত করা হয়েছে যেন হোমির মিউলের প্রাসাদে ঢোকার অনুমতি পায়। সে, বোকা সেলিয়া চেয়েছিল ঘটনা এভাবেই ঘটুক এবং তাকে বাধ্য করেছে একটি নিশ্ছিদ্র কারণ তৈরি করে দিতে, যেন কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয় এবং সেলিয়া থেকে যায় ধরাছোয়ার বাইরে।

তা হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল কেন? হোমির বন্দি অবশ্যই—

যদি না—

যদি না তাকে ফাউণ্ডেশনকে ঘায়েল করার জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

কাজেই সে ফাউণ্ডেশনে ফিরতে পারবে না—

'স্পেসপোর্ট, লেডি।' এয়ার ট্যাক্সি থেমে গেছে। অবাক কাণ্ড! সে বুঝতেই পারেনি।

'ধন্যবাদ,' কোনোদিকে না থাকিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল সে। দরজা খুলে এক দৌড়ে যান্ত্রিক পেভমেন্টে এসে উঠল।

আলো। অপরিচিত লোকজন। বড় বড় আলোকোজ্জ্বল বুলেটিন বোর্ড, যেখানে স্পেসশিপ কোনটা আসছে কোনটা চলে যাচ্ছে সেই খবর জানা যায়।

সে কোথায় যাচ্ছে? কোনো পরোয়া নেই। শুধু এইটুকু জানে যে ফাউণ্ডেশনে যাচ্ছে না।

ওহ্, সেল্ডনকে ধন্যবাদ, সেই মুহূর্তের শেষ এক সেকেণ্ডের জন্য, যখন সেলিয়া তার আসল রূপ ধরেছিল।

এবং তারপরই তার ভিতরে কিছু একটা ঘটল, একটা কিছু তার ব্রেইনের ভিত্তিতে ঘুরপাক খেতে লাগল—এমন কিছু যা তার ভেতরের চৌদ্দ বছর বয়সটাকে মেরে ফেলল।

পালাতে হবে তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা ফাউণ্ডেশনের প্রতিটি ষড়যন্ত্রকারীকে চিহ্নিত করতে পারে, তার বাবাকে ধরে ফেলতে পারে; কিন্তু সতর্ক করে দেওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে না—এক বিন্দুও না—শুধুমাত্র টার্মিনাসকে রক্ষা করার জন্য। এই মুহূর্তে গ্যালাক্সিতে সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

কারণ পুরো গ্যালাক্সিতে একমাত্র সেই, তাদেরকে বাদ দিয়ে, জানে কোথায় রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে শত্রু

ট্র্যানটর... অরাজক সময়ের মাঝামাঝি, ট্র্যানটর ছিল রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যবর্তী সময়ে ছোট এক কৃষকগোষ্ঠী সেখানে বসবাস করত...

—এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

জনবহুল গ্রহের রাজধানী শহরের স্পেসপোর্টের ব্যস্ততার সাথে তুলনা করার মতো কিছু নেই, কখনো ছিলও না। প্রকাণ্ড মেশিনগুলো নির্দিষ্ট স্থানে অলসভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে। স্পেসশিপের দ্রুত আগমন-নির্গমন যেন বিশাল ইস্পাতের সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ। যান আগমন-নির্গমনের পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে প্রায় নিঃশব্দে।

পোর্টের পঁচানব্বই ভাগ স্কয়ার মাইল এলাকা ব্যবহার করা হয় প্রকাণ্ড মেশিন এবং সেগুলোর নিয়ন্ত্রকদের জন্য। মাত্র পাঁচ ভাগ স্কয়ার মাইল এলাকা ব্যবহৃত হয় বিশাল জনসমুদ্রের জন্য যারা এই পোর্টকে গ্যালাক্সির সকল নক্ষত্রে পৌঁছানোর স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করে।

যদি কোনো যান কখনো গাইডিং বিম অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যাশিত ল্যাণ্ডিংয়ের স্থান থেকে আধামাইল দূরে বিশাল বিশ্রাম কক্ষের ছাদের উপর ক্র্যাশ করে—তা হলে কয়েক হাজার মানুষকে চিহ্নিত করার জন্য শুধু পাতলা অর্গানিক ধোঁয়া এবং ফসফেটের কিছু গুড়ো পড়ে থাকবে। যাই হোক সেফটি ডিভাইস ব্যবহারের কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনা কখনো ঘটেনি।

বিশাল জনসমুদ্রের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা কোথাও যাচ্ছে, তারা সারি বেঁধে এগোচ্ছে; বাবা মায়েরা বাচ্চাদের শক্ত করে ধরে রেখেছেন; মালপত্রগুলো দক্ষভাবে সামলানো হচ্ছে।

আর্কেডিয়া ডেরিল, ধার-করা পোশাক পরে অপরিচিত পৃথিবীর অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। পোশাকের মতো তার জীবনটাও ধার-করা মনে হচ্ছে। এই গ্রহের বিশাল উন্মুক্ততা তার কাছে মনে হচ্ছে বিপজ্জনক। তার এখন প্রয়োজন একটা বদ্ধ জায়গার—অনেক দূরে—মহাবিশ্বের অপরিচিত কোনো প্রান্তে—যেখানে এখনো মানুষের পা পড়েনি।

সে দাঁড়িয়ে আছে, বয়স চৌদ্দর কিছু বেশি, কিন্তু আশি বছরের বৃদ্ধার মতো উদ্বিগ্ন, পাঁচ বছরের শিশুর মতো ভীত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত শত অপরিচিত লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা সবাই কী দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার? তাকে ধ্বংস করবে, কারণ সে জানে কোথায় রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।

বজ্রপাতের মতো একটা কণ্ঠস্বর তার চিৎকারটাকে গলার ভেতরেই জমিয়ে দিল।

'দেখ, মিস,' অধৈর্য স্বরে পিছনের যাত্রী বলল, 'তুমি কী টিকেট মেশিন ব্যবহার করছ না শুধু দাঁড়িয়ে আছ?'

হঠাৎ করেই আর্কেডিয়া উপলব্ধি করল সে অনেকক্ষণ ধরে টিকেট মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লিপারে নির্দিষ্ট অর্থ জমা দিয়ে নিচে গন্তব্যস্থান চিহ্নিত বাটনটিতে চাপ দিলে মেশিনই টিকেট এবং বাকি পয়সা ফেরত দেবে। খুব সহজ কাজ। পাঁচ মিনিট ধরে কারো দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই।

ক্লিপারে দুশ-ক্রেডিটের একটা বিল দেওয়ার পর হঠাৎ করেই 'ট্র্যানটর' লেখা বাটনটি তার চোখে পড়ল। ট্র্যানটর, মৃত এম্পায়ারের মৃত রাজধানী—যে-গ্রহে সে জন্মেছে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে বাটনটি টিপে দিল। কিছুই ঘটল না, শুধু একটা লেখা জ্বলজ্বল করছে ১৭২.১৮-১৭২.১৮-১৭২.১৮

এই পরিমাণ বিল কম হয়েছে। দুশ-ক্রেডিটের আরেকটা বিল দিল সে। মেশিন টিকেট বের করে দিল, তারপরই খুচরো বিল।

টিকেট নিয়েই সে দৌড় দিল, পিছনে তাকাল না।

কিন্তু কোথায় যাবে। চারদিকেই শত্রু।

একই সাথে দুই দিকে লক্ষ্য করতে করতে হাঁটছিল বলে সে লোকটাকে খেয়াল করেনি। লোকটার নরম পেটে তার মাথা ডুবে গেল। কেঁপে উঠল ভয়ে। একটা হাত তার বাহুদুটো আঁকড়ে ধরায় বেপরোয়াভাবে ছোটার চেষ্টা করল সে। পারল না।

লোকটা তাকে নরমভাবে ধরে রেখেছে। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে সে লোকটাকে দেখতে পেল। বেটে এবং মোটা। মাথায় ঘন সাদা চুল, ব্যাকব্রাশ করার ফলে তার লাল গোলাকার মুখে একটা বেমানান আভিজাত্য তৈরি হয়েছে।

'কী ব্যাপার?' শেষ পর্যন্ত কথা বলল, অকপট কৌতূহল নিয়ে, 'তুমি ভয় পেয়েছ।'

'দুঃখিত,' ফিসফিস করে বলল আর্কেডিয়া। 'আমাকে যেতে হবে। মাফ করবেন।'

লোকটা তার কথা পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, 'তোমার টিকেট পড়ে যাবে,' তারপর আর্কেডিয়ার দুর্বল আঙুল থেকে টিকেটটা নিয়ে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে সেটা দেখল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যা ভেবেছিলাম,' তারপর চিৎকার করে উঠল ষাঁড়ের মতো 'মমাহ্!'

এক মহিলা দ্রুত তার পাশে এসে দাঁড়াল, আরো বেটে এবং আরো গোলগাল।

'পপা,' তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল মহিলা, 'ভিড়ের মাঝে তুমি চিৎকার করছ কেন? লোকজন তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তুমি পাগল। এটা কী তোমার নিজের খামার?'

নীরব আর্কেডিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর ব্যবহার ভাল্লুকের মতো,' তারপর আরও ধারালো ভাবে বলল, 'পপা, মেয়েটাকে যেতে দাও। কী করছ তুমি?'

কিন্তু পপা শুধু তার সামনে টিকেট দোলাল, 'দেখ,' সে বলল, 'এই মেয়ে ট্র্যানটরে যাবে।'

মমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তুমি ট্র্যানটর থেকে এসেছ? ওর হাত ছেড়ে দাও পপা, আমি বলছি।' হাতের ভারি বোঝা একপাশে নামিয়ে রেখে জোড় করে আর্কেডিয়াকে বসিয়ে দিল। 'বসো,' সে বলল, 'নিজের পা দুটোকে বিশ্রাম দাও। এক ঘণ্টার আগে কোনো শিপ নেই, আর বসার জায়গাগুলো সব লোফারদের দখলে। তুমি ট্র্যানটর থেকে এসেছ?'

আর্কেডিয়া গভীর শ্বাস নিল। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'আমার জন্ম হয়েছে সেখানে।'

খুশিতে হাততালি দিল মমা, 'আমরা এখানে এসেছি একমাস, কিন্তু নিজের গ্রহের কারো সাথে দেখা হয়নি। খুব ভাল লাগছে। তোমার বাবা-মা'—সে অনিশ্চিতভাবে এদিক সেদিক তাকাল।

'আমি বাবা-মার সাথে আসিনি,' আর্কেডিয়া বলল, সতর্কভাবে।

'একা? তোমার মতো ছোট একটা মেয়ে?' রাগ এবং সহানুভূতির সাথে বলল মমা, 'সেটা কী করে সম্ভব?'

'মমা,' তার জামার হাতা ধরে টান দিল পপা, 'আমাকে বলতে দাও। কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। আমার মনে হয় এই মেয়ে ভয় পেয়েছে।' যদিও সে ফিসফিস করে বলছে কিন্তু আর্কেডিয়া শুনতে পারল। 'দৌড়াচ্ছিল—আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম—এবং কোথায় যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল না করেই সে দৌড়াচ্ছিল। সরে দাড়াবার আগেই আমার সাথে ধাক্কা খায়। তার পরের ঘটনা তুমি জান। আমার মনে হয় সে সমস্যায় পড়েছে।'

'তুমি মুখ বন্ধ রাখো, পপা। যে কেউ ধাক্কা খেতে পারে।' সে তার জিনিসপত্রের পোটলার উপর বসে পড়ল, পোটলাটা ফেটে পড়ার উপক্রম হলো অতিরিক্ত চাপে, একটা হাত আর্কেডিয়ার কাঁধের উপর ফেলে রেখেছে। 'তুমি কার ভয়ে পালাচ্ছ, সুইট হার্ট? আমাকে বলতে ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

মহিলার ধূসর স্নেহার্দ্র চোখের দিকে তাকাল আর্কেডিয়া, তার ঠোঁট কাঁপছে। বুদ্ধির এক অংশ বলছে যে এরা দুজন ট্র্যানটরের বাসিন্দা। তাকে সাহায্য করতে পারে, এর পরে কী করবে বা কোথায় যাবে সেটা ঠিক করার আগ পর্যন্ত তাকে আশ্রয় দিতে পারে। আরেক অংশ বেশ জোরালোভাবেই বলছে- যে তার মা বেঁচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই, সে এই মহাবিশ্বের সাথে একা লড়তে ভয় পাচ্ছে এবং তার মন চাইছে এই মহিলার শক্ত স্নেহশীল দুটো হাতের ভেতর নিজেকে বলের মতো গুটিয়ে রাখতে, যদি তার মা বেঁচে থাকতো, সে হয়তো—সে হয়তো....

এবং সেই রাতে প্রথমবারের মতো আর্কেডিয়া কাঁদল; কাদল শিশুর মতো, কাদতে পেরে খুশি হলো সে; মহিলার পুরোনো আমলের পোশাকের এক অংশ সে ভিজিয়ে ফেলল সম্পূর্ণ, দুটো নরম হাত তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রেখে মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

অসহায়ভাবে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে পপা, ব্যস্তভাবে রুমাল বের করে এগিয়ে দিল। মমার চোখে মৃদু তিরস্কার। ভিড়ের কেউ ছোট দলটার দিকে তাকিয়ে নেই। তারা সম্পূর্ণ একা।

শেষপর্যন্ত কান্না থামল এবং আর্কেডিয়া লাল হয়ে যাওয়া চোখ রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে হাসল দুর্বলভাবে। 'গোলি,' সে ফিসফিস করে বলল, 'আমি—'

'শশ্‌শ্‌, শশ্‌শ্‌। কথা বলো না,' নরম সুরে বলল মমা, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। সুস্থির হয়ে বসো। তারপর বলো কী হয়েছে। দেখো আমরা সব সামলে নেব, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সাহস সঞ্চয় করতে লাগল আর্কেডিয়া। এই দুজনকে সত্য কথা বলতে পারবে না। কাউকেই বলতে পারবে না এবং একটা মিথ্যা কাহিনী তৈরি করার মতো স্থিরতা সে এখনো ফিরে পায়নি।

আস্তে করে বলল, 'এখন একটু ভালো লাগছে।'

'ভালো,' মমা বলল। 'এখন বলো কেন তুমি বিপদে পড়েছ। তুমি কী করেছ? অবশ্য যাই তুমি করে থাক, আমরা তোমাকে সাহায্য করব; তবে সত্য কথা বলতে হবে।'

'ট্র্যানটরের একজন বন্ধুর জন্য যা করা প্রয়োজন সব করব, তাই না, মমা?' পপা যোগ করল।

'তুমি চুপ থাকো, পপা।' মমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলল।

আর্কেডিয়া তার পার্স ঘাটছে। লেডি সেলিয়া জোর করে পোশাক পালটে দেওয়ার পর নিজের এই একটা জিনিসই তার সাথে রয়েছে। যা খুঁজছিল সেটা পেয়ে মমার হাতে দিল।

'এই আমার কাগজপত্র,' আত্মপ্রত্যয়হীন গলায় বলল। পাতলা সিনথেটিক পার্চমেন্ট, এখানে আসার প্রথম দিনই ফাউণ্ডেশনের এম্বাসেডর ইস্যু করেছিলেন এবং তার উপর যথাযথ কালগানিয়ান কর্তৃপক্ষের সই রয়েছে। অসহায়ভাবে কাগজটা মমা দেখল তারপর পপার হাতে দিল। পপা খুঁটিয়ে দেখল।

সে বলল, 'তুমি ফাউণ্ডেশন থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছে ট্র্যানটরে। এখানে লেখা আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার মনে হয় ঠিকই আছে। তোমার নাম আর্কেডিয়া, তাই না? খুব সুন্দর ট্র্যানটরিয়ান নাম। কিন্তু তোমার আঙ্কেল কোথায়? এখানে লেখা আছে তুমি এসেছিলে হোমির মান্-এর সাথে, তোমার আঙ্কেল।'

'তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' বিষণ্ন সুরে বলল আর্কেডিয়া।

'গ্রেপ্তার করা হয়েছে!' একসাথে বলল দুজন। 'কেন?' মমা জিজ্ঞেস করল। 'তিনি কী করেছিলেন?'

মাথা নাড়ল সে। 'আমি জানি না। আমরা বেড়াতে এসেছিলাম। লর্ড স্ট্যাটিনের সাথে আঙ্কেল হোমিরের কিছু কাজ ছিল কিন্তু —' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পপা বেশ প্রভাবিত। 'লর্ড স্ট্যাটিনের সাথে। মম্-ম্-ম্, তোমার আঙ্কেল মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।'

'ব্যাপারটা কী নিয়ে আমি জানি না, কিন্তু লর্ড স্ট্যাটিন চেয়েছিল আমি যেন থাকি —'

বলেই সে থেমে গেল, মমা উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেন তোমাকে থাকতে বলেছিল?'

'আমি নিশ্চিত নই। সে... সে আমার সাথে একটা ডিনার করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি না করি, কারণ আমি চেয়েছিলাম আঙ্কেল হোমিরও আমাদের সাথে থাকবেন।'

মুখ কিছুটা ঝুলে পড়েছে পপার, কিন্তু প্রচণ্ড রেগেছে মমা। 'তোমার বয়স কতো, আর্কেডিয়া?'

'প্রায় সাড়ে চৌদ্দ।'

মমা গভীর শ্বাস নিয়ে বলল, 'এরকম মানুষের চেয়ে রাস্তার কুকুরও অনেক ভাল। তার কাছ থেকেই তুমি পালাচ্ছ, তাই না?'

উপর নিচে মাথা নাড়ল আর্কেডিয়া।

মমা বলল, 'পপা, অনুসন্ধানে গিয়ে খোঁজ নাও ট্র্যানটরের শিপ কখন ছাড়বে, তাড়াতাড়ি।'

কিন্তু পপা, এক পা বাড়িয়েই থেমে গেল। মাথার উপর থেকে একটা জোরালো যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে। পাঁচ হাজার জোড়া চোখ একযোগে উপরে তাকাল।

'পুরুষ এবং মহিলাগণ,' শব্দগুলো তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। 'এক ভয়ঙ্কর ফেরারি আসামি ধরার জন্য এয়ারপোর্ট চারদিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কেউ ঢুকতে পারবে না। বেরোতে পারবে না। অনুসন্ধান খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে এবং এই সময়ের মধ্যে কোনো শিপ পোর্টে অবতরণ করবে না বা পোর্ট ছেড়ে যাবে না, তাই কারো যাত্রা ব্যাহত হবে না। আবারও বলছি কারো যাত্রা ব্যাহত হবে না। চারদিকে গ্রিড বিছানো হচ্ছে। গ্রিড না সরানো পর্যন্ত কেউ নির্দিষ্ট স্কয়ারের বাইরে যেতে পারবে না, অন্যথায় আমরা নিউরোনিক চাবুক ব্যবহার করতে বাধ্য হব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্কেডিয়ার মনে হলো গ্যালাক্সির সমস্ত বিপদ যেন একটা বলের মতো তাকে আঘাত করতে আসছে। তার কথাই বোঝানো হচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন—

সেলিয়া তার পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং সেলিয়া দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এজেন্ট। তা হলে এই খোঁজাখুঁজির মানে কী? সেলিয়া কী ব্যর্থ হয়েছে? সেলিয়া ব্যর্থ হতে পারে? নাকি এটাও তার জটিল পরিকল্পনার একটা অংশ।

এক মুহূর্তের জন্য আর্কেডিয়ার ইচ্ছে হল দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে যে সে ধরা দেবে, তাদের সাথে যাবে, সে...

কিন্তু মমার হাত শক্তভাবে তার কব্জি ধরে রেখেছে। 'জলদি! জলদি! ওরা কাজ শুরু করার আগেই আমাদের লেডিজ রুমে যেতে হবে।'

আর্কেডিয়া বুঝতে পারল না। শুধু অন্ধের মতো অনুসরণ করল। যান্ত্রিক শব্দের প্রতিধ্বনি এখনও মিলিয়ে যায়নি, প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় স্থির হয়ে গেছে। তারা ভিড় ঠেলে এগুলো।

গ্রিড নেমে আসছে এবং পপা হা করে সেগুলোর নেমে আসা দেখছে। সে গ্রিডের কথা শুনেছে, পড়েছে, কিন্তু কখনো এর শিকার হয়নি। গ্রিড হচ্ছে রেডিয়েশন বিম দিয়ে তৈরি আড়াআড়ি ও সমান্তরালভাবে পরস্পরছেদি উজ্জ্বল আলোর নেটওয়ার্ক। আলোর রেখাগুলো ক্ষতিকারক নয়। শুধু মনে হয় উপর থেকে একটা বিশাল জাল নেমে আসছে এবং যাকে আটকানোর একটা অনুভূতি তৈরি করে।

কোমর সমান উচ্চতায় নেমে এসেছে গ্রিড, প্রতিটি উজ্জ্বল রেখার মাঝে দশ ফুট করে দূরত্ব। তার একশ স্কয়ার ফুটের মাঝে পপা দেখল, সে একাই রয়েছে। অন্যান্য স্কয়ারে বেশ ভিড়, কিন্তু সে তাদের কাছে যেতে পারবে না। যেতে হলে যে কোনো একটা আলোর রেখা অতিক্রম করতে হবে। ফলে সতর্ক সংকেত বেজে উঠবে এবং উপর থেকে নিউরোনিক চাবুক এসে আঘাত করবে।

অপেক্ষা করতে লাগল সে।

অপেক্ষমাণ লোকদের মাথার উপর দিয়ে দূরে একসারি নিরাপত্তারক্ষীকে দেখতে পারছে সে, আলোকোজ্জ্বল এক স্কয়ার থেকে আরেক স্কয়ারে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ পর একজন রক্ষী তার স্কয়ারে এসে একটা নোট বইয়ে সতর্কভাবে কো-অর্ডিনেটস লিখল।

'পরিচয়পত্র!'

বের করে দিল পপা এবং লোকটা অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

'আপনি প্রীম পালভার, ট্র্যানটরের স্থায়ী বাসিন্দা, এক মাস ধরে কালগানে আছেন, এখন ট্র্যানটরে ফিরছেন। শুধু বলুন, হ্যাঁ অথবা না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কালগানে আপনি কেন এসেছিলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি আমাদের খামার সমবায় সমিতির বণিক প্রতিনিধি। কালগানের কৃষি অধিদপ্তরের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি করার জন্য এসেছিলাম।'

'হুম্-ম্-ম্। কাগজপত্রে বলা হয়েছে সাথে আপনার স্ত্রীও আছেন। কোথায় তিনি?'

'প্লিজ, আমার স্ত্রী—' সে নির্দেশ করল।

'হেন্টো,' চিৎকার করল রক্ষী। আরেকজন রক্ষী তার সাথে যোগ দিল।

প্রথমজন শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'শুধু ঝামেলা। নামটা লিখে রাখ।' পপার কাগজ নির্দেশ করে বলল।

'আর কেউ আছে সাথে?'

'আমার ভাতিঝি।'

'কোথায় সে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি জানি। ভাতিঝির নামটাও লিখে রাখো, হেন্টো। কি নাম? লেখো আর্কেডিয়া পালভার। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন পালভার। আমরা আপনার স্ত্রীর সাথেও কথা বলব।'

পপার অপেক্ষা যেন আর শেষ হবে না। তারপর অনেক অনেকক্ষণ পর মমাকে আসতে দেখা গেল, আর্কেডিয়ার হাত ধরে রেখেছে। পিছন পিছন দুই রক্ষীও আসছে।

তারা পপার স্কয়ারে প্রবেশ করল এবং বলল, 'এই ঝগড়াটে মহিলাই কী আপনার স্ত্রী?

'হ্যাঁ,' শান্তভাবে বলল পপা।

'তাহলে আপনি তাকে বলে দিন যে ফার্স্ট সিটিজেনের রক্ষীদের সাথে যে সুরে কথা বলছেন তাতে তিনি বিপদে পড়বেন।' রাগে কাঁধ সোজা করে দাঁড়াল রক্ষী। 'এইই আপনার ভাতিঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ওর কাগজপত্র দেখতে চাই।'

স্বামীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল মমা।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পপা ক্ষীণ হেসে বলল, 'আমার মনে হয় না আমি দেখাতে পারব।'

'পারবেন না বলে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?' একটা হাত বাড়িয়ে দিল রক্ষী। 'তাড়াতাড়ি দিন।'

'কূটনৈতিক অধিকার,' পপা নরম সুরে বলল।

'মানে?'

'আমি বলেছি যে আমি বণিক প্রতিনিধি। কালগান সরকারের কাছে আমি বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার রাখি। আমার কাগজপত্রেই তার প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আপনি দেখেছেন এবং আমি চাই না আপনি আমাদের আর বিরক্ত করেন।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য রক্ষী লোকটা পিছিয়ে গেল। 'আমাকে আপনার কাগজপত্র দেখতেই হবে। আদেশ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ভাগো' হঠাৎ করে চিৎকার করল মমা। 'যখন প্রয়োজন হবে তোমাকে ডেকে আনব। তুমি একটা ভাড়।'

লোকটার ঠোঁটদুটো চেপে বসল। 'এদের উপর নজর রাখো, হেন্টো। আমি লেফটেন্যান্টকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'ঠ্যাং ভেঙে দেব!' পিছন থেকে বলল মমা। কেউ একজন হেসে উঠেই থেমে গেল।

অনুসন্ধান এখন শেষ পর্যায়ে। গ্রিড নামানো থেকে এই পর্যন্ত পয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়েছে। ক্ষেপে উঠছে সবাই। লেফটেন্যান্ট ডিরিজ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

'এই মেয়েটাই?' বর্ণনার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। সমস্ত আয়োজনই তো একটা শিশুকে ধরার জন্য।

'মেয়েটার কাগজপত্র দেখান দয়া করে।'

পপা শুরু করল, 'আমি আগেই বলেছি—'

'আমি জানি আপনি কী বলেছেন এবং আমি দুঃখিত,' লেফটেন্যান্ট বলল, 'কিন্তু আমি আদেশ অমান্য করতে পারব না। পরে আপনি প্রতিবাদ জানাতে পারবেন। কিন্তু এখন বাঁধা দিলে বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।'

লেফটেন্যান্ট চুপ করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে।

পপা নিরুপায়ভাবে বলল, 'তোমার কাগজগুলো আমার কাছে দাও, আর্কেডিয়া।'

প্রচণ্ড ভয়ে গুটিয়ে গেল আর্কেডিয়া। কিন্তু পপা মাথা নেড়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমার কাছে দাও।'

সে অসহায়ভাবে কাগজগুলো হস্তান্তর করল। পপা সেগুলো মেলে খুব ভালোভাবে দেখে অন্যজনের হাতে দিল। লেফটেন্যান্টও খুঁটিয়ে দেখল। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলে আর্কেডিয়ার দিকে তাকিয়ে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে। চল যাওয়া যাক।'

চলে গেল সে এবং দুই মিনিটের মধ্যে উঠিয়ে নেওয়া হল গ্রিড। মুক্তি পেয়েই সকলের কোলাহল বেড়ে গেছে।

আর্কেডিয়া বলল, 'কীভাবে...কীভাবে—'

'চুপ, কথা বলো না।' পপা বলল, 'চলো শিপে গিয়ে উঠি। এতক্ষণে বোধহয় পোর্টে চলে এসেছে।'

শিপে তারা একটা স্টেটরুম এবং ডাইনিং রুমে একটা টেবিল বুক করে রেখেছে। কালগান থেকে দুই আলোকবর্ষ দূরে আসার পর আর্কেডিয়া আবার কথাটা তুলল।

'লোকগুলো আমাকেই ধরতে এসেছিল, মি. পালভার। তাদের কাছে নিশ্চয়ই আমার বর্ণনা ছিল। তারপরও আমাকে ছেড়ে দিল কেন?'

রোস্ট করা মাংস খেতে খেতে পপা হাসল। 'আসলে আর্কেডিয়া, খুকি, খুব সোজা ব্যাপার। যখন তুমি প্রতিনিধি, ক্রেতা বা প্রতিযোগী সমবায়গুলোর সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করবে তখন তুমিও কিছু কৌশল শিখতে পারবে। বিশ বছর ধরে আমি এগুলো শিখেছি। লেফটেন্যান্ট যখন তোমার পরিচয়পত্র মেলে ধরেছে তার ভিতরে সে ছোট করে ভাঁজ করা পাঁচশ ক্রেডিটের একটা বিল পেয়েছে। সহজ, না?'

'আমি অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দেব, আমি মোটামুটি ধনী।'

'আচ্ছাহ্,' পপা ব্রিবত হয়ে পড়ল, হাত নেড়ে বিষয়টা উড়িয়ে দিল। 'নিজের পৃথিবীর একজনের—'

আর্কেডিয়া বাঁধা দিল, 'যদি সে-টাকাটা না নিয়ে আমাকে ঘুষ প্রদানের অভিযোগে গ্রেফতার করত।'

'পাঁচ শ ক্রেডিট ফিরিয়ে দিয়ে? এ ধরনের লোকদের আমি তোমার চেয়ে ভাল চিনি, মেয়ে।'

আর্কেডিয়া জানে সে মানুষ চিনে না। এই দুজনকেও সে বুঝতে পারছে না। সেই রাতে বিছানায় শুয়ে খুব ভালভাবে চিন্তা করে সে বুঝতে পারল কোনো প্রকার ঘুষই তাকে বন্দি করা থেকে একজন লেফটেন্যান্টকে বিরত করতে পারে না। যদি-না সেটা পূর্বপরিকল্পিত হয়। তারা তাকে ধরতে চায়নি, যদিও প্রতি পদক্ষেপে সে রকমই বোঝাতে চেয়েছে।

কেন? তার যাত্রা নিরাপদ করতে এবং ট্র্যানটরে। এই অপরিচিত সহৃদয় দম্পতী কি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এক জোড়া হাতিয়ার, ঠিক তার মতোই অসহায়।

অবশ্যই!

নাকি ভুল হচ্ছে?

কোনোভাবেই লাভ হচ্ছে না। সে কীভাবে লড়বে। যা-ই সে করছে সবই হয়তো সেই ভয়ংকর প্রতিপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী করছে।

কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। তাকে পারতেই হবে! পারতেই হবে! পারতেই হবে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ শুরু

জানা বা অজানা কোনো কারণে গ্যালাক্সির সকল সদস্য ইন্টারগ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের মৌলিক একক, সেকেণ্ড, স্থির করেছে যে সময়ের মধ্যে আলো ২,৯৯,৭৭৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। কমবেশি ৮৬,৪০০ সেকেণ্ডে ধরা হয় এক ইন্টারগ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড দিন; এবং ৩৬৫ দিনে ধরা হয় এক ইন্টারগ্যালাকটিক স্ট্যাণ্ডার্ড বছর।

কেন ২,৯৯,৭৭৬?—অথবা ৮৬,৪০০?—অথবা ৩৬৫?

ঐতিহ্য, বলেন ঐতিহাসিকরা। কারণ বিভিন্ন ধরনের রহস্যময় সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক, বলেন আধ্যাত্মবাদী, ধর্মবাদী সংখ্যাতাত্ত্বিক এবং মেটাফিজিসিস্টরা। কারণ মানুষের উৎপত্তি যে গ্রহে সেই গ্রহের নিজস্ব ঘূর্ণন এবং নক্ষত্র প্রদক্ষিণের সময়সীমা থেকে এ ধরনের সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছে; খুব অল্প সংখ্যক লোক এই কথা বলেন।

কেউই সঠিক বলতে পারে না।

যাই হোক, যে তারিখে 'হোবার ম্যালো' ফাউণ্ডেশন ক্রুজার—'ফিয়ারলেস'-এর নেতৃত্বে কালগানিয়ান স্কোয়াড্রনের মুখোমুখি হয় এবং একটা অনুসন্ধান দলকে তাদের ক্রুজারে আসতে বাঁধা দিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় সেই তারিখটা ছিল ১৮৫;১১৬৯২ জি.ই.। অর্থাৎ কেম্বল ডাইন্যাস্টির প্রথম সম্রাটের সময় থেকে শুরু করে গ্যালাকটিক যুগের ১১৬৯২তম বছরের ১৮৫তম দিন। এছাড়াও তারিখটা ছিল ১৮৫;৪১৯ এ.এস.—গণনা করা হয় সেলডনের জন্মের দিন থেকে—অথবা ১৮৫;৩৪৮ ওয়াই. এফ.—গণনা করা হয় ফাউণ্ডেশনের প্রথম দিন থেকে। কালগানের কাছে তারিখটা ছিল ১৮৫;৫৬ এফ. সি—গণনা করা হয় মিউল কর্তৃক ফার্স্ট সিটিজেন শিপ চালু করার দিন থেকে। যে দিনের ভিত্তিতেই যুগের সূচনা হোক না কেন বছরগুলো এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই দিন হবে।

এছাড়াও গ্যালাক্সির মিলিয়ন সংখ্যক পৃথিবীগুলোতে নিজস্ব গতির উপর ভিত্তি করে নিজস্ব স্থানীয় সময় রয়েছে।

কিন্তু যে-হিসাবই ধরা হোক না কেন, ১৮৫;১১৬৯২-৪১৯-৪৮-৫৬—অথবা অন্য কিছু—পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা এই দিনটাকেই চিহ্নিত করেছেন স্ট্যাটিনিয়ান যুদ্ধের শুরু হিসাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ড. ডেরিলের কাছে এই দিনটা শুধু আর্কেডিয়া টার্মিনাস ত্যাগ করার পর বত্রিশতম দিন। এই দিনগুলোতে কীভাবে তিনি নিজেকে স্থির রাখছেন সেটা কারো বিবেচ্য বিষয় নয়।

কিন্তু এলভিট সেমিকের ধারণা সে অনুমান করতে পারে। সে বৃদ্ধ এবং বলতে ভালবাসে যে তার মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌছেছে—যেখানে তার চিন্তা প্রক্রিয়া স্থির এবং অপ্রশস্ত। তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে, মনের ক্ষীপ্রতা কমে গেছে।

মোটা ঠোঁট বাঁকা করে সেমিক বলল, 'এই জিনিসটা নিয়ে তুমি কিছু করছ না কেন?'

কথাগুলো বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনল ডেরিলকে। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা যেন কোন পর্যন্ত এগিয়েছি?'

গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করল সেমিক, 'বরং মেয়ের ব্যাপারে কিছু করা উচিত।' তার ফাঁকা হলুদ দাঁত বের করে বলল।

কিন্তু ডেরিল শীতল গলায় উত্তর দিলেন, 'প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কী নির্দিষ্ট মাত্রার রেজোনেটর যোগাড় করতে পারবে?'

'আমি বলেছি পারব কিন্তু তুমি শোনোনি—'

'দুঃখিত, এলভিট। ব্যাপারটা এরকম, আর্কেডিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নের চেয়ে এখন আমরা যা করছি সেটা গ্যালাক্সির প্রত্যেকের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত আমি এবং আর্কেডিয়া বাদে সকলের কাছে এবং আমি সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে। রেজোনেটরটা কত বড় হবে?'

সেমিককে সন্দেহগ্রস্ত দেখালো, 'ঠিক জানি না। তুমি ক্যাটালগ দেখতে পারো।'

'অনুমান এক টন, এক পাউন্ড? একটা ব্লকের মতো লম্বা?'

'ওহ্, আমি ভেবেছিলাম তুমি সঠিক জান। জিনিসটা ছোট।' সে তার বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম দাগ পর্যন্ত নির্দেশ করে দেখালো, 'এতটুকু।'

'ঠিক আছে। তুমি এটার মতো কিছু তৈরি করতে পারবে?' তিনি দ্রুত প্যাডে একটা স্কেচ এঁকে বৃদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানীর দিকে এগিয়ে দিলেন। সেমিক সন্দেহ নিয়ে দেখল, তারপর মুখ টিপে হাসল।

'তুমি জান, আমার বয়সে ব্রেইন ঠিকমতো কাজ করে না। তুমি আসলে কী করতে চাও?'

ডেরিল দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন যেন অন্যজন বুঝতে পারে, যেন তাকে বলতে না হয়। কিন্তু লাভ হলো না। তাই তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

সেমিক মাথা নাড়ছে। 'তোমার হাইপার রিলে দরকার হবে। একমাত্র এই জিনিসটাই দ্রুত কাজ করতে পারবে। অনেকগুলো।'

'কিন্তু তৈরি করা যাবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কারো মনে সন্দেহ না জাগিয়ে সবগুলো যন্ত্রাংশ তুমি সংগ্রহ করতে পারবে?'

উপরের ঠোঁট প্রসারিত করে সেমিক বলল, 'পঞ্চাশটা হাইপার রিলে যোগাড় করা কঠিন হবে। আমি সারাজীবনেও এতগুলো ব্যবহার করিনি।'

'আমরা এখন একটা প্রতিরক্ষা প্রজেক্টে কাজ করছি। চিন্তা করে একটা কোনো পথ বের করতে পারো না? খরচ কোনো ব্যাপার না।'

'হুম্-ম্-ম্। হয়তো পারব।'

'যন্ত্রটা তুমি কত ছোট করে বানাতে পারবে?'

'ক্ষুদ্র আকারের হাইপার রিলে...তার...টিউব—স্পেস, কয়েকশ সার্কিট বসাতে হবে।'

'আমি জানি। কত বড় হবে?'

সেমিক হাত দিয়ে আকৃতি বোঝালো।

'অনেক বড়,' ডেরিল বললেন। 'আমি আমার বেল্টে জিনিসটা বসাতে চাই।'

ধীরে ধীরে তিনি স্কেচ আঁকা কাগজটা গুটিয়ে একটা বল বানালেন। তারপর ছাইদানিতে ফেলে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের ক্ষুদ্র শিখা সেটিকে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

'তোমার দরজায় কে?'

ডেস্কের উপর দিয়ে ঝুঁকে দরজার ওপরে বসানো স্ক্রিনে দেখল সেমিক। 'এন্থর। সাথে আরও কেউ আছে।'

ডেরিল চেয়ার পিছিয়ে নিলেন। 'ওকে এই ব্যাপারে কিছু বলো না, সেমিক।'

পিলীয়াস এন্থর ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল। 'ড. ডেরিল, ড. সেমিক—ওরাম ডিরিজ।'

তার সাথের লোকটা লম্বা, দীর্ঘ, সোজা নাক তার মুখটাকে বিষণ্ন করে তুলেছে। ড. ডেরিল একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এন্থর হালকাভাবে একটু হাসল। 'পুলিশ লেফটেন্যান্ট ডিরিজ,' সে ঘোষণা করল, তারপর একটু জোর দিয়ে বলল, 'কালগানের।'

ঝট করে তার দিকে তাকালেন ডেরিল। 'কালগানের পুলিশ লেফটেন্যান্ট ডিরিজ', তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন, ধীরে ধীরে। 'তাকে এখানে নিয়ে এসেছ। কেন?'

'কারণ এই লোকই কালগানে শেষবারের মতো আপনার মেয়েকে দেখেছে। থামুন।'

এন্থর তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে দুজনের মাঝখানে দাড়াল। ধীরে ধীরে কিন্তু অনেকটা অভদ্রের মতো জোর করে সে বৃদ্ধ লোকটাকে চেয়ারে বসতে বাধ্য করল।

'কী করতে চান আপনি?' এন্থর কপাল থেকে একগোছা বাদামি চুল সরাল, পা দোলাতে লাগল ডেস্কে বসে। 'আমি মনে করেছিলাম আপনার জন্য ভাল সংবাদ আনতে পেরেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরাসরি পুলিশটাকেই জিজ্ঞেস করলেন ডেরিল, 'আমার মেয়েকে আপনি শেষ দেখেছেন বলতে সে কী বোঝাচ্ছে? সে কী মৃত? দয়া করে ভূমিকা বাদ দিয়ে বলুন।' উৎকণ্ঠায় তার মুখ সাদা হয়ে গেছে।

লেফটেন্যান্ট ডিরিজ ভাবলেশহীন গলায় বলল, "শেষ দেখেছি' একটা কথার কথা। সে এখন কালগানে নেই। এই পর্যন্ত জানি।'

'শুনুন,' এন্থর বলল, 'আমাকে সরাসরি বলতে দিন। যদি আমি নাটক করে থাকি, ডক, সেজন্য দুঃখিত। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনারও অনুভূতি আছে। প্রথম কথা লেফটেন্যান্ট ডিরিজ আমাদেরই একজন। তার জন্ম কালগানে, কিন্তু তার বাবা ফাউণ্ডেশনের লোক। তার আনুগত্যের জন্য আমি জামিন থাকব।'

'এবং মান্-এর কাছ থেকে দৈনিক রিপোর্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমি তার সাথে যোগাযোগ করেছি—'

'কেন?' রাগের সাথে বাধা দিলেন ডেরিল। 'আমার মনে হয় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেব না। তুমি আমাদের এবং তাদের দুজনের বিপদ বাড়িয়ে তুলছ।'

'কারণ,' সমান তেজে উত্তর আসল, 'এই খেলায় আমি আপনার চেয়ে বেশিদিন ধরে আছি। কারণ কালগানে আমার কিছু নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, যা আপনার নেই। কারণ আমি গভীরভাবে চিন্তা করে কাজ করি, বুঝেছেন?'

'আমার মনে হয় তুমি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ।'

'আপনি আমার কথা শুনবেন?'

নীরবতা, এবং চোখ নামিয়ে নিলেন ড. ডেরিল।

আধো হাসিতে এন্থরের ঠোঁট বেঁকে গেল, 'ঠিক আছে, ডক। আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিন। বল ডিরিজ।'

ডিরিজ সহজভাবে বলতে লাগল, 'আমি যতদূর জানি ড. ডেরিল, আপনার মেয়ে এখন ট্র্যানটরে। অন্তত স্পেসপোর্টে আমি তার কাছে ট্র্যানটরের টিকেট দেখেছি। তার সাথে ছিল ঐ গ্রহের একজন বণিক প্রতিনিধি যে দাবি করছিল মেয়েটা তার ভাতিঝি। আপনার মেয়ের মনে হয় অনেক আত্মীয়স্বজন। ট্র্যানটরিয়ান লোকটা আমাকে ঘুষ দেওয়ারও চেষ্টা করেছিল—বোধহয় ভেবেছিল পার পেয়ে যাবে।'

'সে কেমন আছে?'

'অক্ষত, আমি যতটুকু দেখেছি। ভীত। সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পুরো ডিপার্টমেন্ট তার পিছনে লেগেছিল। আমি এখনো জানি না কেন।'

ডেরিল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বহুকষ্টে হাত দুটোর কাঁপুনি থামালেন। তা হলে সে ঠিক আছে। 'এই বণিক প্রতিনিধি, কে সে? এখানে তার ভূমিকা কী?'

'আমি জানি না। ট্র্যানটর সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

'একসময় আমি সেখানে বসবাস করেছি।'

ট্র্যানটর এখন কৃষিনির্ভর পৃথিবী। প্রধানত পশুখাদ্য এবং খাদ্যশস্য রপ্তানি করে। উন্নত জাতের! পুরো গ্যালাক্সিতে সেগুলো তারা বিক্রি করে। এক ডজন বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারও বেশি সমবায় খামার রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই বৈদেশিক প্রতিনিধি রয়েছে। এই লোকটার ব্যাপারে আমি কিছুটা জানি। আগেও সে কালগানে এসেছে, প্রত্যেক বারই স্ত্রীকে সাথে নিয়ে। পুরোপুরি সৎ এবং একেবারেই বিপজ্জনক নয়।'

'হুম্-ম্-ম্,' এন্থর বলল। 'আর্কেডিয়ার জন্ম হয়েছে ট্র্যানটরে, তাই না?' ড. ডেরিল মাথা নাড়লেন।

'কিছুটা পরিষ্কার হলো। সে পালাতে চেয়েছিল—দ্রুত এবং দূরে—এবং ট্র্যানটরই তার কাছে যথার্থ মনে হয়েছে। আপনার কী মনে হয়?'

'এখানে ফিরে আসেনি কেন?' ডেরিল বললেন।

'সম্ভবত তাকে তাড়া করা হচ্ছে এবং সম্পূর্ণ উল্টো দিকে পালানোই তার কাছে মনে হয়েছে ভাল।'

ড. ডেরিলের আর কোনো প্রশ্ন করার ইচ্ছে হলো না। ঠিক আছে তাহলে, ট্র্যানটরে সে নিরাপদে থাকুক, এই অন্ধকার বিপদসংকুল গ্যালাক্সির কোনোখানে একজন যতটুকু নিরাপদ থাকতে পারে থাকুক। তিনি ধীর পায়ে দরজার দিকে হাঁটা ধরলেন। এন্থরের মৃদু ছোঁয়া পেয়ে থামলেন, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালেন না।

'আমি আপনার সাথে আসতে পারি, ডক?'

'এস,' যান্ত্রিক প্রত্যুত্তর।

সেই সন্ধ্যায় ড. ডেরিল অস্থির হয়ে রইলেন। রাতের খাবার খেলেন না। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিস-এর জটিল গণিত নিয়ে বসলেন, কিন্তু কোনো অগ্রগতিই হলো না।

মধ্যরাতের কিছু আগে তিনি আবার লিভিং রুমে এসে ঢুকলেন।

পিলীয়াস এন্থর তখনো সেখানে ছিল, ভিডিওর কন্ট্রোল নাড়ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'হাই। আপনি এখনো ঘুমাননি? আমি একঘণ্টা ধরে ভিডিওর সামনে বসে আছি, বুলেটিন ছাড়া অন্য কিছু শোনার চেষ্টা করছি। মনে হয় এফ. এস হোবার ম্যালো তার গতিপথ থেকে সরে গেছে এবং অনেকক্ষণ যাবৎ কোনো যোগাযোগ নেই।'

'তাই? ওরা কী সন্দেহ করছে?'

'আপনার কী মনে হয়? কালগানিয়ানদের চাতুরি। রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, স্পেসের যেখান থেকে হোবার ম্যালো শেষবার যোগাযোগ করেছিল সেখানে কালগানিয়ান ভেসেলও দেখা গেছে।'

কাঁধ ঝাকালেন ডেরিল এবং এন্থর সন্দেহ নিয়ে কপাল ঘষল।

'দেখুন, ডক্,' সে বলল, 'আপনি বরং ট্র্যানটরে চলে যান।'

'কেন যাব?'

'কারণ আপনি এখানে আমাদের কোনো কাজে আসবেন না। আপনি নিজের মধ্যে নেই। স্বাভাবিক। তা ছাড়া ট্র্যানটরে গেলে আপনার একটা লাভও হবে। প্রাচীন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতে সেল্ডন কমিশনের সম্পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না! এই লাইব্রেরি কারো কোনো সাহায্যে লাগবে না।'

'এক সময় এবলিং মিসকে সাহায্য করেছিল।'

'তুমি কীভাবে জান? হ্যাঁ, সে বলেছিল যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সে খুঁজে পেয়েছে এবং মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পরেই আমার মা তাকে হত্যা করে যেন মিউলকে জানাতে না পারে। কিন্তু তাকে মেরে ফেলায় আমাদের পক্ষেও বলা সম্ভব নয় মিস আসলেই জানতে পেরেছিল কিনা। তা ছাড়া ঐ রেকর্ডগুলো থেকে আজ পর্যন্ত কেউ প্রকৃত সত্য বের করতে পারেনি।'

'এবলিং মিস, আপনি নিশ্চয় জানেন কাজ করছিল মিউলের মাইণ্ডের চালিকা শক্তির অধীনে।'

'আমি জানি, কিন্তু মিস-এর মাইণ্ড, সেই সময়ে ছিল একেবারেই অপ্রকৃতিস্থ। তুমি বা আমি কী স্পষ্ট করে বলতে পারব অন্য কারো ইমোশনাল কন্ট্রোলে থাকা একটা মাইণ্ডের প্রকৃত অবস্থা কী হয়! তার ক্ষমতা বা দুর্বলতা? যাই হোক আমি ট্র্যানটরে যাচ্ছি না।'

এন্থরের ভুরু কুঁচকে গেল 'স্পেস, আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না। দেখে মনে হয় আপনার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এখানে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করছেন না। আপনার জায়গায় আমি হলে সোজা গিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসতাম।'

'ঠিক! আমিও তাই করতে চাই। সেজন্যই করছি না। এন্থর, বোঝার চেষ্টা কর। তুমি একটা খেলা খেলছ—আমরা দুজনেই খেলছি—এমন একপক্ষের সাথে যাদের সাথে লড়বার শক্তি আমাদের নেই।

'পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা জানি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সেলডনিয়ান গণিতের প্রকৃত বংশধর। তুমিও ভালভাবেই জান যে গ্যালাক্সির সবকিছুই তাদের হিসাব অনুযায়ী হয়। জীবন আমাদের কাছে আরোপিত দুর্ঘটনার সমন্বয়। তাদের কাছে জীবন উদ্দেশ্যমূলক এবং আগে থেকেই হিসাব করা।'

'কিন্তু তাদেরও দুর্বলতা রয়েছে। তাদের কাজ পুরোপুরি পরিসংখ্যান নির্ভর এবং মানুষের দলীয় আচরণের উপরই শুধু প্রয়োগ করা যায়। এখন ইতিহাসের পূর্বনির্ধারিত গতিপথে আমার একক ভূমিকা কী আমি জানি না। সম্ভবত কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই, যেহেতু সেলডনের মতে একক আচরণ অনির্ণায়ক এবং স্বাধীন। কিন্তু আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তারা—তারা, তুমি বুঝতে পারছ—হয়তো—আমার সম্ভাব্য আচরণ ধরতে পেরেছে। তাই আমি আমার অনুভূতি, ইচ্ছা, সম্ভাব্য আচরণ অস্বীকার করে চলেছি।'

'আমি বরং তাদের প্রত্যাশার বাইরে আচরণ করব। আমি এখানেই থাকব, যদিও আমার ব্যাকুল ইচ্ছা ট্র্যানটরে যাওয়ার।'

তিক্তভাবে হাসল তরুণ। 'আপনি নিজের মাইণ্ড প্রতিপক্ষ যতটুকু বুঝতে পারে ততটুকুও বুঝতে পারেন না। ধরুন—তারা হয়তো আপনার চিন্তাধারা বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছে, চিন্তাধারা নয় বরং বলা যায় আপনার যুক্তি কী হবে সেটা তারা আগেই বুঝতে পেরেছে।'

'সেক্ষেত্রে পালানোর উপায় নেই। ট্র্যানটরে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি এই মুহূর্তে যে যুক্তি দেখালে, সেটাও তারা হয়তো আগেই বুঝতে পেরেছে। একটা সীমাহীন চক্র। এই চক্রের কতটুকু অনুসরণ করতে পেরেছি সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি যাব অথবা থাকব। মেয়ের বিপদের অর্থ এই না যে আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব। কারণ তারা কিছু না করলেও আমি এখানেই থাকব। কাজটা করা হয়েছে আমাকে সরানোর জন্য, তাই আমি থাকব।'

'তা ছাড়া, এন্থর সব ঘটনাতেই হয়তো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের হাত নেই। আর্কেডিয়ার সাথে তাদের হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই, সে হয়তো ট্র্যানটরে নিরাপদেই থাকবে।'

'না,' এন্থর বলল, ধারালো গলায়, 'এখন আপনি মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছেন।'

'তোমার কাছে বিকল্প ব্যাখ্যা আছে?'

'হ্যাঁ আছে—যদি আপনি শোনেন।'

'ওহ্, চালিয়ে যাও। আমার ধৈর্যের অভাব নেই।'

'ঠিক আছে, তা হলে—আপনি নিজের মেয়েকে কতটুকু চিনেন?'

'একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কত ভালোভাবে জানতে পারে? অবশ্যই আমার জানাটা পর্যাপ্ত নয়।'

'আমার বেলায়ও কথাটা সত্য—কিন্তু অন্ততপক্ষে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকে বিচার করেছি। প্রথমত সে ভীষণ রোমান্টিক, অভিজাত বিদ্বান ব্যক্তির একমাত্র সন্তান, ভিডিও এবং বুক-ফিল্মের কল্পিত জগতের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। সে এসপায়োনেজ এবং রহস্যের এক নিজস্ব জগতে বাস করে। দ্বিতীয়ত সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী; আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার মতো বুদ্ধিমতী। আমাদের প্রথম আলোচনা শুনে ফেলার পরিকল্পনা করে সে সফল হয়েছে। মান্ এর সাথে কালগানে যাওয়ার পরিকল্পনা করে সে সফল হয়েছে। তৃতীয়ত তার পিতামহী, আপনার মায়ের উপর তার অপরিসীম ভক্তি রয়েছে।'

'আমি লেফটেন্যান্ট ডিরিজের কাছ থেকে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাই। এ ছাড়াও কালগানে আমার সোর্স আছে সবগুলো চেক করি। আমরা জানতে পারি লর্ড অব কালগান প্রথমে মান্‌কে মিউলের প্রাসাদে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি, কিন্তু আর্কেডিয়া লেডি সেলিয়া—ফার্স্ট সিটিজেনের একজন ভাল বন্ধু—তার সাথে কথা বলার পর হঠাৎ করেই অনুমতি দেয়।'

ডেরিল বাধা দিলেন, 'এত কিছু তুমি কীভাবে জানলে?'

'একটা উপায়ে, আর্কেডিয়াকে ধরার জন্য ডিরিজ মান্‌কে জেরা করে। তাদের আলোচনার সম্পূর্ণ বর্ণনা আমার কাছে পৌঁছেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবং এই লেডি সেলিয়া। গুজব রয়েছে যে তার প্রতি স্ট্যাটিনের আর কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু এই গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। সে শুধু মানকে অনুমতি দেওয়ার জন্য স্ট্যাটিনকে রাজি করায়নি, বরং সবার সামনেই আর্কেডিয়ার পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। স্ট্যাটিনের প্রাসাদের প্রায় একডজন সৈনিক সেদিন সন্ধ্যায় তাদের দুজনকে এক সাথে দেখেছে। তারপরও সেলিয়াকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। যেখানে আর্কেডিয়াকে স্ট্যাটিন চেয়েছিল বন্দি করতে।'

'কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত কী?'

'আর্কেডিয়ার পালানোর ব্যবস্থা ছিল পূর্বপরিকল্পিত।'

'আমি যেমন বলেছি।'

'এবং আর্কেডিয়া বুঝতে পারে ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত; আর্কেডিয়ার মতো মেয়ে সবখানেই ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। এখানেও পেল এবং আপনার মতো যুক্তি অনুসরণ করল। তারা চেয়েছিল সে ফাউণ্ডেশনে ফিরুক তার বদলে চলে গেল ট্র্যানটরে। কিন্তু ট্র্যানটরে কেন?'

'বলো কেন?'

'কারণ সেখানেই বেইটা, তার আদর্শ, মিউলকে পরাজিত করে। সচেতন বা অবচেতন ভাবে ঘটনাটা তার মনে গেঁথে রয়েছে। অবাক হবো না যদি আর্কেডিয়া একই শত্রুর কাছ থেকে পালায়।'

'মিউল?' ডেরিল অত্যন্ত ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই না। সে পালাচ্ছিল দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে। আপনি কী ভেবেছেন এই সর্বগ্রাসী বিপদ থেকে কালগানও মুক্ত?'

'যেভাবেই হোক আমরা দুজন সিদ্ধান্তে এসেছি আর্কেডিয়ার পালানো ছিল পূর্বপরিকল্পিত, ঠিক? তাকে খোঁজা হচ্ছিল এবং পাওয়াও যায়। কিন্তু ডিরিজ ইচ্ছাকৃতভাবেই তাকে যেতে দেয়। কী করে সম্ভব হলো? কারণ সে আমাদের লোক। কিন্তু তারা জানল কীভাবে? তারা কী আগেই জানত ডিরিজ বিশ্বাসঘাতক।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ কালগানিয়ানরা সত্যি সত্যি আর্কেডিয়াকে বন্দী করতে চেয়েছিল। সত্যি বলতে কী তুমি আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছ, এন্থর। তোমার কথা শেষ কর; আমি ঘুমাব।'

'তাড়াতাড়িই শেষ করব।' এন্থর পকেট থেকে কয়েকটা এনসেফালোগ্রাফ বের করল। 'ডিরিজের ব্রেইন ওয়েভ,' এন্থর বলল, স্বাভাবিকভাবে, 'সে ফিরে আসার পর তৈরি করা হয়েছে।'

ড. ডেরিল দেখতে পারছেন এবং যখন তিনি চোখ তুললেন তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। 'তাকে কন্ট্রোল করা হয়েছে।'

'ঠিক। আমাদের লোক বলেই সে আর্কেডিয়াকে ছেড়ে দেয়নি। বরং ছেড়ে দিয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের প্রভাবে।'

'এমনকি টার্মিনাসে নয়, ট্র্যানটরে যাচ্ছে জানার পরও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্থর কাঁধ ঝাকাল। 'তাকে সেভাবেই পরিচালিত করা হয়েছে। সে শুধুই একটা মাধ্যম। আর্কেডিয়া তাদের প্রত্যাশার বিপরীত পথ বেছে নিয়েছে এবং হয়তো নিরাপদ। অথবা বলা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে—'

সে থেমে গেল। ভিডিওর ছোট সতর্কবাতি জ্বলছে নিভছে। অর্থাৎ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে। ডেরিলও দেখলেন এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাস বশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিও চালু করলেন। তারা মাঝখান থেকে শুনছেন কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই বুঝতে পারলেন যে হোবার ম্যালো বা তার যতটুকু অবশিষ্ট আছে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম ফাউণ্ডেশন আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

এন্থরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'ঠিক আছে, ডক্, আপনি শুনেছেন। কালগান আক্রমণ শুরু করেছে এবং কালগান দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অধীনে রয়েছে। আপনি কী মেয়েকে অনুসরণ করে ট্র্যানটরে যাবেন?'

'না। আমি ঝুঁকি নেব। এখানেই।'

'ড. ডেরিল। আপনি আপনার মেয়ের মতো বুদ্ধিমান নন।' সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল তারপর কোনো কথা না বলেই চলে গেল।

আর ড. ডেরিল অনিশ্চয়তার মাঝে ডুবে গেলেন।

ভিডিও বিরতিহীনভাবে ফাউণ্ডেশন ও কালগানের মধ্যেকার যুদ্ধের প্রথম ঘণ্টার ছবি প্রদর্শন করছে এবং উত্তেজিত বর্ণনা দিয়ে চলেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লড়াই

ফাউণ্ডেশনের মেয়র হাত দিয়ে খুলি কামড়ে থাকা ঘন চুল আচড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি; অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। আমি কোনো অভিযোগ করতে চাই না ড. ডেরিল, কিন্তু আমরা হারতে বাধ্য।'

ডেরিল শান্তভাবে বললেন, 'আস্থা হারানোর কোনো কারণ নেই, স্যার।'

'আস্থার অভাব! আস্থার অভাব! গ্যালাক্সি, ড. ডেরিল, অন্যান্য কারণগুলোকে আপনি কীভাবে বিচার করবেন? এদিকে আসুন—'

তিনি ডেরিলকে প্রায় টেনেই একটা স্বচ্ছ ডিম্বাকার কাঠামোর কাছে নিয়ে গেলেন। কাঠামোর চারদিকে রয়েছে একটা সাবলীল ফোর্স ফিল্ড। মেয়রের স্পর্শে সেখানে গ্যালাক্সির ত্রিমাত্রিক মডেল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্যাঁচানো স্প্রিংয়ের মতো।

'হলুদ রঙ দ্বারা চিহ্নিত,' মেয়র বললেন, উত্তেজিতভাবে, 'স্পেসের এই অংশগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে ফাউণ্ডেশন; লাল রঙ চিহ্নিত অংশগুলো রয়েছে কালগানের অধীনে।'

'গ্যালাক্টোগ্রাফি,' মেয়র বলে চলেছেন 'আমাদের প্রধান শত্রু। আমাদের দুর্বল কৌশলগত অবস্থান নিয়ে এডমিরালদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। খেয়াল করুন। আমাদের শত্রুরা রয়েছে কেন্দ্রের আশপাশে। যে-কোনো দিক থেকেই তারা আমাদের ঠেকিয়ে দিতে পারবে। অনায়াসেই নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।'

'আমরা ছড়িয়ে রয়েছি। ফাউণ্ডেশনের অন্তর্ভুক্ত বসতিগুলোর গড় দূরত্ব কালগানের দূরত্বের প্রায় তিনগুণ। যেমন সান্তানি থেকে লক্রিস যেতে আমাদের দুহাজার পাঁচশ পারসেক পথ পাড়ি দিতে হয় কিন্তু তাদেরকে যেতে হয় মাত্র আটশ পারসেক। যদি আমরা—'

ডেরিল বললেন, 'সবই আমি জানি, স্যার।'

'এবং আপনি বুঝতে পারছেন না যে এর অর্থ হচ্ছে পরাজয়।'

'এই যুদ্ধে দূরত্বের চাইতে বড় কিছু রয়েছে। আমি বলছি আমরা হারব না। একেবারেই অসম্ভব।'

'আপনি কীভাবে বলছেন যে আমরা হারব না?'

'কারণ সেল্ডনস্ প্ল্যানের নিজের মতো একটা ব্যাখ্যা আছে আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওহ্,' মেয়রের ঠোঁট বেঁকে গেল। তিনি পিছনে একহাত দিয়ে আরেক হাত ধরে দাঁড়ালেন। 'তাহলে আপনিও দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অতীন্দ্রিয় সাহায্যের উপর ভরসা করেন!'

'না, বরং ভরসা করি অবশ্যম্ভাবী সহযোগিতার উপর এবং সাহস ও ধৈর্যের উপর।'

এবং নিজের আত্মবিশ্বাস থাকলেও তিনি ভয় পেলেন—

যদি—

যদি এন্থরের কথাই ঠিক হয় এবং কালগানকে ঐ মেন্টাল যাদুকররা তাদের সরাসরি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত ও ধ্বংস করা। তাহলে? না! হতে পারে না।

এবং এখনও—

তিক্ততার হাসি হাসলেন তিনি। সেই একই অবস্থা। সবসময় অস্বচ্ছ গ্রানাইটের ভেতর দিয়ে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা, শত্রুর কাছে যা অত্যন্ত স্বচ্ছ।

লর্ড অব কালগান যে গ্যালাকটিক মডেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হুবহু মেয়র এবং ডেরিলের মডেলের জমজ। পার্থক্য শুধু মেয়র ছিলেন গম্ভীর, কিন্তু স্ট্যাটিন হাসছে।

এডমিরালের জমকালো ইউনিফর্ম তার বিশাল দেহের সাথে মানিয়ে গেছে চমৎকার। গাঢ় লাল রঙের 'অর্ডার অব দ্য মিউল' পদকের স্যাশ ডান কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত বুকের উপর কোনাকুনি জড়িয়ে আছে। এই পদক দিয়েছিল পূর্ববর্তী ফার্স্ট সিটিজেন, যাকে সে ছয়মাসের মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত করে। বাম কাঁধে লাগানো রয়েছে চকচকে রূপালি পদক।

তার সাথে রয়েছে জেনারেল-স্টাফদের ছয়জন। প্রত্যেকের ইউনিফর্ম তার মতোই চাকচিক্যময়। আরও রয়েছে তার ফার্স্ট মিনিস্টার, বৃদ্ধ, হালকা-পাতলা—অন্য সবার সামনে একেবারে নিষ্প্রভ।

স্ট্যাটিন বলল, 'আমার মনে হয় সিদ্ধান্তগুলো পরিষ্কার। অপেক্ষা করার সামর্থ্য আমাদের আছে। আর অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত তাদের মনোবলের উপর এক একটি আঘাত। যদি নিজেদের শাসিত প্রতিটি অংশ তারা রক্ষা করতে চায়, তাহলে তাদের শক্তি কমে যাবে। তখন আমরা একসাথে দুজায়গায় হামলা চালাব এখানে এবং এইখানে।' সে গ্যালাকটিক মডেলে অবস্থানগুলো দেখাল। দুটো সাদা রেখা লাল অংশ থেকে হলুদ অংশের দিকে ছুটে গেল এবং টার্মিনাসকে একপাশে আলাদা করে ফেলল। 'যদি তারা ছড়িয়ে না পড়ে এক জায়গায় জড়ো হয় তা হলে স্বেচ্ছায় তাদের ডোমিনিয়নের দুই-তৃতীয়াংশ আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। এর ফলে ফাউণ্ডেশনে বিদ্রোহের ঝুঁকি বাড়বে।'

ফার্স্ট মিনিস্টারের পাতলা কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। 'ছয়মাসের মধ্যে,' সে বলল, 'ফাউণ্ডেশন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমরা জানি, তাদের প্রচুর সম্পদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে, সংখ্যার দিক দিয়ে তাদের নেভী আমাদের চাইতে শক্তিশালী; তাদের জনশক্তি অপ্রতিরোধ্য। বরং ঝটিকা আক্রমণ চালানোই নিরাপদ।'

তার কথায় কেউ প্রভাবিত হলো না। লর্ড স্ট্যাটিন হেসে বলল, 'ছয় মাস বা এক বছর, যদি প্রয়োজন হয়—আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। এই সময়ের মধ্যে ফাউণ্ডেশন নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে না। প্রস্তুত হতে পারবে না কারণ তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু এইবার করবে না।'

ঘরের প্রত্যেকটি লোক অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'তোমাদের আত্মবিশ্বাস কমে গেছে, আমার মনে হয়।' সে বলল, ঠাণ্ডা গলায়। 'ফাউণ্ডেশনে আমাদের যে এজেন্ট আছে তার রিপোর্ট আবার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে, অথবা মি. হোমির মান্, ফাউণ্ডেশন এজেন্ট—যে এখন আমাদের পক্ষে কাজ করছে—তার রিপোর্ট। তোমরা যেতে পার।'

স্ট্যাটিন মুখে হাসি নিয়ে তার ব্যক্তিগত চেম্বারে ঢুকল। হোমির মান্‌কে নিয়ে সে প্রায়ই অবাক হয়। মেরুদণ্ডহীন লোকটা তার কথা রেখেছে। প্রচুর তথ্য দিচ্ছে—বিশেষ করে যখন সেলিয়া সামনে থাকে।

মুখের হাসি প্রশস্ত হলো। বোকা লোকটা শেষ পর্যন্ত সেলিয়ার কাজে লাগছে। অন্তত মিষ্টি কথা দিয়ে মান্-এর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারছে, কোনো সমস্যা ছাড়াই। সেলিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ স্পেস! যদি ডেরিলের মেয়েটা থাকত—এখনও সেলিয়ার মাথা সে পাউডার বানায়নি কেন?

কারণটা বুঝতে পারল না।

হয়তো সেলিয়া মান্-এর সাথে জড়িয়ে পড়েছে এবং মান্‌কে তার প্রয়োজন। সেই প্রথম যুক্তি দিয়ে বুঝেছে যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব নেই। তার এডমিরালদের জন্য এই নিশ্চয়তার প্রয়োজন রয়েছে।

আর এখন—

সে মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো দূর করে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিত্যক্ত পৃথিবী

ট্র্যানটর নিঃশেষিত এবং পুনর্জন্ম লাভ করা এক পৃথিবী। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের ভিড়ে নিষ্প্রভ এক পাথরের মতো—অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছে।

এক সময় ছিল যখন এই গ্রহের ধাতব আবরণের ভিতর থেকে সীমাহীন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্টারডোমের সর্বশেষ প্রান্তকেও রেখেছিল শক্ত বাধনে। পুরো গ্রহ ছিল একটা মাত্র শহর, বাস করত চারশ বিলিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা; গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পরাক্রমশালী রাজধানী।

এম্পায়ার যখন ধ্বংস হয় তখন ট্র্যানটরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হয়ে পড়ে। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের সময় যে ধাতব আবরণ পুরো গ্রহকে আবৃত করে রেখেছিল সেগুলো হাস্যকরভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

যারা টিকে থাকতে পেরেছিল তারা ধাতব পাত খুলে খাদ্য ও গবাদি পশুর বিনিময়ে অন্যান্য গ্রহের নিকট বিক্রি করে দেয়। আবার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে মাটি এবং এই গ্রহ ফিরে যায় তার শুরুতে। প্রাগৈতিহাসিক চাষাবাদের যুগে, ভুলে যায় তার মহান অতীত।

কিন্তু এখনও পুরোনো অতীতের ছিটেফোঁটা আকাশ সমান উঁচুতে তিক্ত এবং গম্ভীর নীরবতায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

দিগন্তের কাছে ধাতব কাঠামোগুলো দেখলে দম বন্ধ হয়ে যায় আর্কেডিয়ার। পালভাররা যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের ঘরবাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগিয়ে তৈরি করা—ছোট এবং প্রাগৈতিহাসিক। চারপাশের বিস্তৃত মাঠে পাকা ফসলের কারণে হলদে সোনালি রঙের মনে হয়।

কিন্তু সেখানেই, গন্তব্যসীমার অদূরেই রয়েছে, অতীতের স্মৃতি। রাজকীয় মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেখানে ট্র্যানটরের সূর্যের আলো পড়ছে মনে হয় সেখানে যেন আগুন ধরে গেছে। ট্র্যানটরে আসার পর আর্কেডিয়া একদিন সেখানে গিয়েছিল। মসৃণ এবং জোড়াহীন পেভমেন্ট বেয়ে উপরে উঠে এবং ঝুঁকি নিয়ে ধূলি ধূসরিত কাঠামোর ভিতরে প্রবেশ করে, ভাঙা দেওয়াল এবং পার্টিশনের ফাঁকফোকর দিয়ে আলো ঢুকছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দম বন্ধ করা অনুভূতি।

সে ফিরে আসে, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে নামে যতক্ষণ পর্যন্ত না পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ পায়। এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। দ্বিতীয়বার বিষণ্ন গাম্ভীর্যতা ভঙ্গ করার সাহস তার হয়নি।

জানে এই পৃথিবীর কোনখানে সে জন্মেছিল, প্রাচীন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির কাছে, যা ছিল ট্র্যানটরের চেয়েও সমৃদ্ধশালী। সবচেয়ে ভাবগম্ভীর, সবচাইতে পবিত্র। সবগুলো পৃথিবীর মধ্যে, মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে একমাত্র এই লাইব্রেরিই রক্ষা পায় এবং প্রায় এক শতাব্দী ধরে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অক্ষত।

সেখানেই হ্যারি সেল্ডন এবং তার সঙ্গীরা কল্পনাতীত জাল তৈরি করেছেন। সেখানেই এবলিং মিস গোপন রহস্য ভেদ করেন এবং তাকে হত্যা করার আগে বিপুল বিস্ময়ে সেখানেই বসেছিলেন।

এই ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতেই তার পিতামহ-পিতামহী মিউলের মৃত্যুর আগে দশবছর বাস করেছেন, তারপর তারা নবগঠিত ফাউণ্ডেশনে ফিরে যান।

এই ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরিতেই তার বাবা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজতে, কিন্তু ব্যর্থ হন। সেখানেই তার জন্ম এবং সেখানেই তার মায়ের মৃত্যু হয়।

লাইব্রেরিটা দেখতে চায় সে, কিন্তু পালভার তার গোল মাথা নেড়ে না করেছে। 'প্রায় হাজার মাইল দূরে, আর্কেডি, এবং এখানে অনেক কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া যাওয়াটা ঠিক হবে না। ওটা একটা পবিত্র স্থান—'

কিন্তু আর্কেডিয়া জানে লাইব্রেরি দেখার কোনো ইচ্ছা পালভারের নেই; মিউলের প্রাসাদের মতো একই কারণ। ভয় এবং কুসংস্কার।

কিন্তু এই বেঁটে লোকটার উপর সে রাগ করতে পারছে না। প্রায় তিনমাস হতে চলল সে ট্র্যানটরে এসেছে এবং পুরোটা সময়, তারা দুজন—পপা এবং মমা—তার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে চলেছে—

বিনিময়ে সে কী দিয়েছে? বরং তাদেরকে অনিবার্য বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে কী বলে দেবে যে তাকে যারা রক্ষা করার চেষ্টা করবে তারা সবাই বিপদে পড়বে। না! ওই দুজনকে সে জানাবে না।

তার অনুশোচনা হচ্ছে—কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ব্রেকফাস্ট করার জন্য নিচে নামল সে। কথা বলার শব্দ পেল।

সার্টের কলারের নিচে ন্যাপকিন গুঁজে প্রীম পালভার বিতৃষ্ণা নিয়ে ডিম পোচের বাটি টেনে নিল।

'গতকাল আমি শহরে গিয়েছিলাম, মমা,' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল সে।

'শহরের খবর কী, পপা?' নিরাসক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল মমা, বসে আছে। টেবিলটা ভাল মতো দেখে লবণ আনার জন্য আবার উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আহ, খুব একটা ভালো না। কালগান থেকে একটা শিপ এসেছিল সাথে ছিল সেখানকার খবরের কাগজ। যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেখানে।'

'যুদ্ধ! তাই! ঠিক আছে, ওদের বুদ্ধি না থাকলে নিজের মাথা ফাটাতে দাও। তোমার বিল এখনো আসেনি? পপা, আমি আবারও বলছি। বুড়ো কসকারকে সতর্ক করে দাও যে এই পৃথিবীতে আরও সমবায় আছে। ওরা তোমাকে যে পরিমাণ দেয় সেটা বান্ধবীদের কাছে বলতে আমার লজ্জা করে, কিন্তু এইবার অন্তত তারা লজ্জিত হবে।'

বিরক্তির সাথে বলল পপা, 'দেখ ব্রেকফাস্ট করার সময় আমাকে বাজে কথা বলতে বাধ্য করো না, তাহলে গলায় খাবার আটকে মরব,' বলেই মাখন লাগানো টোস্টের উপর রাগ ঝাড়ল। নরম সুরে যোগ করল, 'লড়াই হচ্ছে ফাউণ্ডেশন এবং কালগানের মধ্যে। দুই মাস ধরে লড়াই চলছে।'

হাত নেড়ে স্পেস ফাইটের ভঙ্গি করে দেখাল সে।

'হুম্-ম্-ম্। কার কী অবস্থা?'

'ফাউণ্ডেশনের অবস্থা ভালো না। কালগানে তো তুমি দেখেছই; সবাই সৈনিক। ওরা তৈরি হয়েই ছিল। ফাউণ্ডেশন তৈরি ছিল না, আর তাই—বুম্!'

হঠাৎ করেই মমা কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে চাপাস্বরে বলল, 'বোকা!'

'হাহ্?'

'মাথা মোটা! তোমার এই বড় মুখটা সবসময়েই চলছে।'

দ্রুত নির্দেশ করল সে এবং যখন পপা কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল, দেখল আর্কেডিয়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে, পাথরের মূর্তির মতো।

'ফাউণ্ডেশন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে?' জিজ্ঞেস করল আর্কেডিয়া।

অসহায়ের মতো মমার দিকে তাকাল পপা, তারপর উপর নিচে মাথা নাড়ল।

'এবং তারা হারছে?'

আবারও মাথা নাড়ল।

আর্কেডিয়ার মনে হল তার দম বন্ধ হয়ে যাবে, ধীর পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। 'সব শেষ হয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল ফিসফিসিয়ে।

'সব শেষ?' পপা পুনরাবৃত্তি করে বলল। 'কে বলেছে সব শেষ হয়ে গেছে? যুদ্ধে অনেক কিছুই হতে পারে। আর...আর—'

'বসো ডার্লিং,' তাকে শান্ত করার জন্য নরম সুরে বলল মমা। 'খাওয়ার আগে বেশি কথা বলা ঠিক না।'

কিন্তু আর্কেডিয়া সেদিকে কান দিল না। 'কালগানিয়ানরা কী টার্মিনাসে পৌছে গেছে?'

'না,' জোর দিয়ে বলল পপা। 'খবরটা গত সপ্তাহের, এবং টার্মিনাস এখনও লড়ছে। আমি সত্যি বলছি এবং ফাউণ্ডেশন এখনও শক্তিশালী। তোমাকে খবরের কাগজটা এনে দেব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ!'

খাওয়া শুরু করল সে কিন্তু চোখ খবরের উপর। সান্তানি এবং কোরেল হাতছাড়া হয়ে গেছে—বিনা যুদ্ধে। ইফনি সেক্টরে ফাউণ্ডেশন নেভির একটা স্কোয়াড্রন ধরা পড়ে এবং প্রায় প্রত্যেকটি শিপ ধ্বংস হয়ে গেছে।

আর এখন ফাউণ্ডেশন আবার প্রথম মেয়র সেলভর হার্ডিনের গড়ে তোলা চার সেক্টর নিয়ে সংগঠিত যুক্তরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারা এখনও লড়ছে—এবং এখনও হয়তো সুযোগ আছে—এবং যত যাই ঘটুক, তার বাবাকে জানাতেই হবে। যে কোনোভাবে তার বাবার কানে কথাটা পৌঁছাতেই হবে। তাকে পারতেই হবে।

কিন্তু কীভাবে? এই যুদ্ধের সময়।

নাস্তা শেষ হওয়ার পর সে পপাকে জিজ্ঞেস করল, 'নতুন মিশন নিয়ে আপনি আবার বাইরে যাবেন, মি. পালভার?'

পপা একটা বড় চেয়ার নিয়ে সামনের লনে রোদে বসেছে। মোটা মোটা আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলছে একটা পেট মোটা চুরুট। দেখে মনে হয় মহাসুখী।

'মিশন?' পপা জিজ্ঞেস করল, অলসভাবে। 'কে জানে। কী সুন্দর অবকাশ আর আমার ছুটি এখনও শেষ হয়নি। নতুন মিশনের কথা উঠছে কেন? তোমার অসুবিধা হচ্ছে। আর্কেডি?'

'আমার? না, এখানে আমার ভালই লাগছে। আপনি আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করছেন, আপনি এবং মিসেস পালভার।'

হাত নেড়ে কথাগুলো উড়িয়ে দিল সে।

আর্কেডিয়া বলল, 'আমি যুদ্ধের কথা ভাবছিলাম।'

'ওই ব্যাপার নিয়ে বেশি ভেবো না। তুমি কী করতে পারবে। কিছু যদি করতে নাই পার, তা হলে ভেবে ভেবে কষ্ট পাবে কেন?'

'কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে ফার্মিং ওয়ার্ল্ডগুলো ফাউণ্ডেশনের হাতছাড়া হয়ে গেছে। সেখানে এখন সম্ভবত খাদ্য সংকট চলছে।'

অস্বস্তিতে ভুগছে পপা। 'চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আর্কেডিয়া শুনলই না। 'আমি যদি তাদের জন্য খাদ্য নিয়ে যেতে পারতাম। আপনি জানেন, মিউলের মৃত্যুর পর ফাউণ্ডেশন বিদ্রোহ করে, কিছু সময়ের জন্য টার্মিনাস হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন এবং জেনারেল হ্যান প্রিচার, যে মিউলের উত্তরসূরি হিসাবে অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় ছিল, টার্মিনাস অবরোধ করে। সে সময় চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং আমার বাবাকে তার বাবা বলেছিলেন যে খাওয়ার জন্য তাদের কাছে সহজপ্রাপ্য ছিল শুকনো এমিনো এসিড, স্বাদ ছিল ভয়ানক। একটা ডিমের দাম দাঁড়িয়েছিল দুশ ক্রেডিট। তারপর অবরোধ উঠিয়ে নিলে সান্তানি থেকে খাদ্য নিয়ে শিপ এসেছিল। সময়টা ছিল অবশ্যই খুব কষ্টের। সম্ভবত এখনও সেই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।'

একটু চুপ থেকে আর্কেডিয়া বলল, 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ফাউণ্ডেশন এখন খাদ্যের জন্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বা তারও বেশি দাম দিতে রাজি। যদি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
WWW.AMARBOI.COM

সমবায় খামার, যেমন এই ট্র্যানটর থেকেই যদি কেউ কাজটা শুরু করে, তারা কিছু শিপ হারাতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তারা মিলিওনেয়ার হয়ে যাবে। ফাউণ্ডেশনের ট্রেডাররা এভাবেই প্রচুর লাভ করতেন। প্রতি ট্রিপেই প্রায় দুই মিলিয়ন ক্রেডিট লাভ। তাও আবার একটা শিপের পণ্য বেচে।'

পপা তাকিয়ে আছে, চুরুট কখন হাত থেকে পড়ে গেছে খেয়ালই নেই। 'খাদ্য সরবরাহের চুক্তি, হাহ্? হুম্-ম্-ম্—কিন্তু ফাউণ্ডেশন অনেক দূরে।'

'ওহ্, আমি জানি। যদি নিয়মিত শিপ লাইনার ধরে যান তাহলে সম্ভবত ম্যাসিনা বা স্লাসিক-এর চেয়ে বেশি কাছে পৌঁছতে পারবেন না এবং তারপর পথ দেখানোর জন্য একটা ছোট স্কাউটশিপ বা অন্য কিছু ভাড়া করতে হবে।'

মনে মনে হিসাব করতে লাগল পপা।

দুই সপ্তাহের মধ্যে মিশনের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। মমা সারাক্ষণ প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে—প্রথমত পপা একগুয়ের মতো বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে বলে। তারপর তাকে সাথে নিতে রাজি না হওয়ায়।

পপা বলল, 'মমা, তুমি বুড়ি মেয়েমানুষের মতো আচরণ করছ কেন? তোমাকে সাথে নিতে পারব না। কাজটা পুরুষলোকের। যুদ্ধটাকে তুমি কী মনে কর? মজা? ছেলেখেলা?'

'তা হলে তুমি যাচ্ছ কেন? তুমি কী পুরুষ, বুড়ো ভাম—একপা আর একহাত কবরে দিয়ে রেখেছ। অল্প বয়সের কাউকে যেতে দাও—তোমার মতো ফাঁকা মাথার বুড়ো যাবে কেন?'

'আমার মাথা ফাঁকা না,' সম্মানে খোঁচাতে তীব্র প্রতিবাদ করল পপা। 'আমার মাথায় এখনও প্রচুর চুল আছে। তাছাড়া আমি কেন কমিশন নেব না? অল্প বয়সের কেউ নেবে কেন? শোনো, এই ট্রিপে প্রায় মিলিয়ন ক্রেডিট রোজগার হতে পারে।'

মমা সেটা জানে, তাই আর প্রতিবাদ করল না।

যাওয়ার আগে আর্কেডিয়া তার সাথে দেখা করল।

'আপনি টার্মিনাসে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।'

'কেন নয়? তুমি নিজেই বলেছ তাদের রুটি, চাল, আলু প্রয়োজন। চুক্তিতে রাজি হলেই তারা জিনিসগুলো পাবে।'

'তা হলে একটা কথা, যদি আপনি টার্মিনাসে যান...আমার বাবার সাথে দেখা করবেন?'

পপার মুখ সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল, 'ওহ্—তোমাকে বলতে হবে না। নিশ্চয়ই আমি তার সাথে দেখা করব। বলব যে তুমি নিরাপদে রয়েছ এবং সবকিছু ঠিক আছে, আর যুদ্ধ শেষ হলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'ধন্যবাদ। আমি বলে দিচ্ছি কীভাবে তাকে খুঁজবেন, উনার নাম ড. টোরান ডেরিল, থাকেন স্ট্যানমার্কে। টার্মিনাস সিটির একটু বাইরে, একটা ছোট বায়ুযান নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করে। আমরা থাকি ৫৫, চ্যানেল ড্রাইভ-এ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দাঁড়াও, আমি লিখে নেই।'

'না, না,' প্রবল বেগে হাত-পা নেড়ে বাধা দিল আর্কেডিয়া। 'কোনো কিছুই লিখে রাখবেন না। আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন—এবং কারো সাহায্য ছাড়া আমার বাবার সাথে দেখা করবেন।'

ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেল পপা। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, তাহলে, তোমরা থাকো স্ট্যানমার্ক, ৫৫ চ্যানেল ড্রাইভ এবং যেতে হবে আকাশযানে। ঠিক আছে?'

'আরেকটা জিনিস।'

'বল?'

'আমার পক্ষ থেকে উনাকে কিছু কথা বলতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'কথাগুলো আমি আপনার কানে কানে বলতে চাই।'

একটু নিচু হয়ে আর্কেডিয়ার দিকে মাথা এগিয়ে দিল সে, আর্কেডিয়া তার কানে ফিসফিস করে কথাগুলো বলল।

বিস্ময়ে পপার চোখ গোল হয়ে গেছে। 'এই কথাগুলো আমাকে বলতে হবে? কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না।'

'তিনি বুঝবেন আপনি কী বলছেন। শুধু বলবেন খবরটা আমি পাঠিয়েছি এবং আমি জানি যে তিনি এই কথাগুলোর অর্থ বুঝবেন। আমি যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবেই বলবেন। একটুও যেন ব্যতিক্রম না হয়। আপনি ভুলবেন না তো?'

'কীভাবে ভুলব! পাচটা ছোট শব্দ শোনো—'

'না, না।' আচমকা বলল সে এবং নিজের অনুভূতির গভীরতা দেখে নিজেই অবাক হল। 'বলবেন না। আমার বাবা ছাড়া অন্য কারো সামনেই বলবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন।'

পপা আবারও কাঁধ ঝাঁকাল। 'করলাম প্রতিজ্ঞা! ঠিক আছে!'

'ঠিক আছে,' দুঃখিত স্বরে বলল আর্কেডিয়া। স্পেসপোর্টে যাওয়ার জন্য পপা যখন এয়ার ট্যাক্সিতে উঠছে তখন তার মনে হল সে যেন পপার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেছে। তার সাথে আর দেখা হবে না।

ফিরে গিয়ে মমার মুখোমুখি হতে তার ভয় করছে। এই সহৃদয় পরিবারটিকে সে যে বিপদে ফেলেছে সেই অনুশোচনায় তাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ শেষ

ক্যায়েরিসটান যুদ্ধ... সংগঠিত হয় ৯, ১৭, ৩৭৭ এফ.ই তে ফাউণ্ডেশন এবং কালগানের লর্ড স্ট্যাটিনের মধ্যে, অরাজক সময়ে এটাই ছিল সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ...

—এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

জোল টার্বর, যুদ্ধকালীন সংবাদদাতা হিসাবে তার নতুন ভূমিকা সে উপভোগ করছে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে নিষ্ফল লড়াইয়ের পর প্রচুর যুদ্ধজাহাজ এবং সাধারণ মানুষদের এই যুদ্ধে রয়েছে প্রচুর উত্তেজনা।

ফাউণ্ডেশন এখন পর্যন্ত বিজয়ী হওয়ার মতো কোনো লড়াই করেনি, তবে নিরাশ হওয়ার মতোও কিছু ঘটেনি। ছমাস পরে ও ফাউণ্ডেশনের শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেঙে পড়েনি। নেভি ফ্লিট যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সংখ্যায় বেড়েছে এবং কারিগরি দিক থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যে প্ল্যানেটারি প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে, উন্নত প্রশিক্ষণ পেয়ে সেনাবাহিনী হয়ে উঠেছে আরও দক্ষ; প্রশাসনিক অদক্ষতা দূর হয়েছে—এবং দখল করা টেরিটোরিগুলো পুনর্দখল করার সময় অধিকাংশ কালগানিয়ান ফ্লিট ধ্বংস হয়েছে।

এই মুহূর্তে টার্বর রয়েছে এনাক্রোনিয়ান সেক্টরের বহিঃপ্রান্তে থার্ড ফ্লিটে। সাক্ষাৎকার নিচ্ছে একজন সৈনিকের—ফিনেল লিমোর, ইঞ্জিনিয়ার, থার্ড ক্লাস, স্বেচ্ছাসেবক।

'নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন, সেইলর', টার্বর বলল।

'বেশি কিছু বলার নেই,' লিমোর বলল, হাসছে এমনভাবে যেন সে সবাইকে দেখতে পারছে, যদিও কয়েক মিলিয়ন চোখ নিশ্চিতভাবেই ভিডিওতে তাকে দেখছে। আমি একজন লক্রেইয়ান। এয়ার কার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতাম; বিভাগীয় প্রধান, ভাল বেতন। বিবাহিত, দুটো বাচ্চা আছে; দুজনেই মেয়ে। আমি তাদেরকে হ্যালো বলতে পারি—যদি ওরা এই মুহূর্তে ভিডিওর সামনে থাকে।'

'নিশ্চয়ই। চালিয়ে যান, সেইলর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গশ্, ধন্যবাদ।' গদগদ হয়ে বলল সে, 'হ্যালো, মিলা, যদি আমার কথা শুনে থাকো, আমি ভালো আছি। সানি কেমন আছে? এবং টমা? আমি সবসময় তোমাদের কথা ভাবি এবং পোর্টে ফিরে যাওয়ার পর আমি হয়তো ফার্লেতে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা করব। তোমার খাবারের পার্সেল পেয়েছি কিন্তু ফেরৎ পাঠিয়েছি। আমাদের শিপে খাদ্যের সমস্যা নেই, কিন্তু শুনেছি যে সিভিলিয়ানরা খুব কষ্টে আছে। ঠিক আছে, আর কিছু বলার নেই।'

'এরপর যখন আমি লক্রিসে যাব তখন আপনার পরিবারের সাথে দেখা করব এবং তাদের খাদ্যের সমস্যা যেন না হয় তার ব্যবস্থা করব। ও. কে?'

হাসি প্রশস্ত হলো তরুণের। 'ধন্যবাদ মি. টার্বর। আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

'আচ্ছা আপনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, তাই না?'

'অবশ্যই। কেউ যদি পায়ে পা বেঁধে আমার সাথে লড়তে আসে আমি তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ফাউণ্ডেশন ক্রুজার হোবার ম্যালোর কথা যেদিন শুনি সেদিনই নেভিতে যোগ দেই।'

'চমৎকার সাহসিকতা। নিশ্চয়ই অনেকগুলো লড়াইতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন? আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার পোশাকে দুটো ব্যাটল স্টার লাগানো।'

নাবিক লজ্জা পেল। 'ওগুলো যুদ্ধ ছিল না, ছিল তাড়া করে বেড়ানো। কালগানিয়ানরা পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে না থাকলে বা একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন না হলে কখনো লড়াই করে না। আমার এক কাজিন ইফনিতে ছিল এবং সেখান থেকে পালিয়ে আসা শিপগুলোর একটাতে ছিল, পুরোনো এবলিং মিস ক্রুজারে। সে বলেছে যে ওখানেও একই অবস্থা। আমাদের একটা উইং ডিভিশনকে বাধা দিতে ওদের প্রধান ফ্লিট এগিয়ে আসে, আমাদের তাড়া করতে শুরু করে এবং মাত্র পাঁচটা শিপ ধ্বংস হয়।'

'তা হলে আপনি মনে করেন এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব?'

'নিশ্চয়ই; আমরা এখন আর পিছিয়ে আসছি না। এমনকি পরিস্থিতি যদি আরও খারাপ হয়, আমি আশা করি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। আমাদের রয়েছে সেল্ডনস্ প্ল্যান—এবং ওরাও কথাটা জানে।'

ঠোঁট সামান্য বাঁকা করল টার্বর। 'আপনি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের উপর নির্ভর করছেন?'

নির্জলা বিস্ময়ের সাথে উত্তর এল। 'হ্যাঁ, সবাই করছে, তাই না?'

জুনিয়র অফিসার তিপেলিউম ভিজিকাস্ট এরপর টার্বরের রুমে এল। সাংবাদিককে একটা সিগারেট দিয়ে মাথার টুপি এমনভাবে পিছন দিকে ঠেলে দিল যে যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

'আমরা একজনকে বন্দি করেছি,' বলল সে।

'হ্যাঁ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খ্যাপাটে লোক। দাবি করছে সে একজন নিরপেক্ষ ডিপ্লোমেট। আমার মনে হয় এই লোককে কীভাবে সামলাতে হবে ওরা বুঝতে পারছে না। লোকটার নাম পালভ্রো, পালভার, এরকমই কিছু একটা। ট্র্যানটর থেকে এসেছে। স্পেস, আমি জানি না এই যুদ্ধক্ষেত্রে সে কী করছে।'

টার্বর ভেবেছিল একটু ঘুমাবে। কিন্তু কথাগুলো শুনে বাঙ্কের উপর ঝট করে উঠে বসল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দিন ডেরিলের সাথে দেখা হয়েছিল এবং তখনকার আলোচনা তার ভালই মনে আছে।

'প্রীম পালভার,' সে বলল। বিবৃতি দেওয়ার মতো করে।

তিপেলিউম সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল মুখের কোণা দিয়ে। 'হ্যাঁ,' সে বলল, 'কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে?'

'কিছু মনে করো না? আমি লোকটাকে দেখতে পারি?'

'স্পেস, বলতে পারব না। বুড়ো তাকে নিজের রুমে নিয়ে গেছে জেরা করার জন্য। সবার ধারণা লোকটা গুপ্তচর।'

'তুমি বুড়োকে বলো যে আমি এই লোককে চিনি, যদি নিজেকে সে যা দাবি করছে ঠিক তাই হয়ে থাকে। আমি ওর দায়িত্ব নেব।'

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন ডিক্সিল থার্ড ফ্লিটের ফ্ল্যাগশিপে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে গ্র্যাণ্ড ডিটেক্টর -এর দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিটি শিপ এটমিক রেডিয়েশনের উৎস—এমনকি যখন রাশি রাশি জড় পদার্থের মধ্যে ডুবে থাকে তখনও রেডিয়েশন ধরা পড়বে। ডিটেক্টরের ত্রিমাত্রিক ফিল্ডে এই ধরনের রেডিয়েশন ধরা পড়ছে অত্যুজ্জ্বল আলোর ছোট ছোট বিন্দুর মতো।

ডিটেক্টরে ফাউণ্ডেশনের প্রতিটি শিপের রেডিয়েশন থেকে সৃষ্ট আলোর বিন্দু চিহ্নিত করা হয়েছে, গুপ্তচর লোকটা যে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করছে তারটাও। কিছুক্ষণের জন্য এই নতুন শিপ ক্যাপ্টেনের কোয়ার্টারে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছিল। হয়তো অল্প সময়ের মধ্যে কৌশল পরিবর্তন করতে হতো। যাই হোক—

'তুমি নিশ্চিত যে পারবে!' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল কমাণ্ডার সীন। 'আমার স্কোয়াড্রনকে আমি হাইপার স্পেসের মধ্যে নিয়ে যাব, রেডিয়াস ১০.০০ পারসেক, থিটা ২৬৮.৫২ ডিগ্রি; পাই ৮৪.১৫ ডিগ্রি। ফিরে আসব ১৩৩০ ঘণ্টায়। অনুপস্থিত থাকব, ১১.৮৬ ঘণ্টা।'

'ঠিক, এখন স্পেস এবং সময়ের ভিত্তিতে ফিরে আসার ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করব। বুঝতে পেরেছ?'

'জি, ক্যাপ্টেন,' হাত ঘড়ি দেখে সে বলল, '০১৪০ ঘণ্টার মধ্যে আমার শিপ তৈরি হয়ে যবে।'

'ভালো,' ক্যাপ্টেন ডিক্সিল বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালগানিয়ান স্কোয়াড্রন এখনও ডিটেক্টরের রেঞ্জের মধ্যে আসেনি, তবে এসে পড়বে শিগগির। খবর পাওয়া গেছে আগেই। সীনের স্কোয়াড্রন ছাড়া ফাউণ্ডেশনের শক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে, কিন্তু ক্যাপ্টেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী।

বিষণ্ণভাবে তাকাল প্রীম পালভার। প্রথমে লম্বা, চর্মসার এডমিরালের দিকে; তারপর অন্যদের দেখল, প্রত্যেকেই ইউনিফর্ম পড়ে আছে; এবং এই শেষ লোকটা, দীর্ঘদেহী, শক্ত গড়নের, কলারের বোতাম খোলা, টাই পড়েনি—অন্যদের থেকে আলাদা—তার সাথে কথা বলতে চায়।

জোল টার্বর বলছে, 'এডমিরাল আমি পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। কিন্তু ঐ লোকটার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলার সুযোগ পেলে আমি হয়তো একটা অনিশ্চয়তা দূর করতে পারব।'

'আমার আগে ঐ লোকটার সাথে তোমার কথা বলার কী কারণ থাকতে পারে?'

ঠোঁট বাঁকা করে একগুয়ের মতো বলল টার্বর, 'এডমিরাল, আমি আসার পর থার্ড ফ্লিট চমৎকার নিউজ কভারেজ পাচ্ছে। ইচ্ছে করলে দরজার বাইরে গার্ড রাখুন, পাঁচমিনিট পরেই আপনি ফিরে আসুন। কিন্তু আমাকে শুধু একটা সুযোগ দিন এবং আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হবে না। বুঝতে পারছেন?'

এডমিরাল বুঝলেন।

এডমিরাল যাওয়ার পর পালভারের দিকে ফিরে টার্বর বলল, 'তাড়াতাড়ি—যে মেয়েটাকে আপনি নিয়ে গেছেন তার নাম কী?'

পালভার চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে রইল, আর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'বোকামি করবেন না,' টার্বর বলল 'উত্তর না দিলে সবাই ধরে নেবে আপনি গুপ্তচর আর যুদ্ধের সময় গুপ্তচরের শাস্তি বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড।'

'আর্কেডিয়া ডেরিল!' রুদ্ধশ্বাসে বলল পালভার।

'ভালো! নিরাপদে আছে?'

উপর নিচে মাথা ঝাঁকাল পালভার।

'তাই যেন হয়, নইলে আপনার বিপদ হবে।'

'সে সম্পূর্ণ সুস্থ, পুরোপুরি নিরাপদ,' পালভার বলল, মুখ ফ্যাকাশে।

এডমিরাল ফিরে আসলেন, 'বলো, কী খবর?'

'এই লোক, স্যার, গুপ্তচর না। তার কথাগুলো আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'

'এই ব্যাপার?' বললেন এডমিরাল। 'তাহলে সে হচ্ছে ট্র্যানটরের একটা কৃষি সমবায়ের প্রতিনিধি। টার্মিনাসে যাচ্ছে খাদ্যশস্য এবং আলু সরবরাহের চুক্তি করতে। কিন্তু এখন সে যেতে পারবে না।'

'কেন যেতে পারব না?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল পালভার।

'কারণ আমরা একটা লড়াইয়ের মাঝখানে রয়েছি। লড়াই শেষ হওয়ার পর—যদি বেঁচে থাকি—আপনাকে টার্মিনাসে নিয়ে যাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালগানিয়ান ফ্লিট স্পেস-এর অনেকখানি অংশে ছড়িয়ে এগোচ্ছে। অনেকদূর থেকেই তারা ফাউণ্ডেশনের শিপগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারল এবং নিজেরাও প্রতিপক্ষের ডিটেক্টরে ধরা পড়ল। দুই পক্ষের গ্র্যাণ্ড ডিটেক্টরে পরস্পরের শিপগুলোকে মনে হচ্ছে একঝাঁক মৌমাছি, অসীম শূন্যতা পাড়ি দিচ্ছে।

ফাউণ্ডেশন এডমিরাল বললেন, 'সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে এটাই ওদের মূল ঝাঁক। আমাদের সামনে টিকতে পারবে না, যদিও সীনের ডিটাচ্‌মেন্ট সাথে নেই।'

শত্রুর আগমনের প্রথম চিহ্ন পাওয়ার একঘণ্টা আগেই কমাণ্ডার সীন চলে গেছে। এখন আর পরিকল্পনা পাল্টানোর কোনো উপায় নেই। কাজ হোক বা না হোক, কিন্তু এডমিরাল পুরোপুরি নিশ্চিত।

তিনি আবার ও মৌমাছি দেখতে লাগলেন।

মরণপণ ব্যালে নৃত্যের মতো নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত হয়ে সেগুলো ঝলকাচ্ছে।

ধীরে ধীরে পিছু হটছে ফাউণ্ডেশন ফ্লিট। একঘণ্টা পর অত্যন্ত ধীরে মোড় ঘুরল, শত্রু পক্ষকে হালকাভাবে ধাওয়া করল।

স্পেসের একটা নির্দিষ্ট সীমানার ভেতর কালগানিয়ান শিপগুলোকে টেনে আনতে হবে। নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে থেকে ধীরে ধীরে তাদেরকে ঘেরাও করবে ফাউণ্ডেশনাররা। কালগানের যে শিপগুলো নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করবে সেগুলোকে আক্রমণ করা হবে, দ্রুত এবং সর্বশক্তি দিয়ে। সীমানার ভেতরের শিপগুলোকে ধরা হবে না।

সব নির্ভর করছে লর্ড স্ট্যাটিনের বাহিনীর প্রথম পদক্ষেপের উপর—সীমানার ভেতরে থাকার ইচ্ছার উপর।

ক্যাপ্টেন ডিক্সিল হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। সময় ১৩১০ ঘণ্টা।

'আর বিশ মিনিট,' সে বলল।

পাশে দাঁড়ানো লেফটেন্যান্ট উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়ল, 'এখন পর্যন্ত সব পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে, ক্যাপ্টেন। ওদের নব্বই পার্সেন্ট শিপ বক্সের ভিতর চলে এসেছে। যদি এভাবে আসতে থাকে—'

'হ্যাঁ! যদি—'

ফাউণ্ডেশনের শিপগুলো আবার সামনে বাড়ছে—অত্যন্ত ধীর গতিতে, যেন কালগানিয়ানরা পিছু না হটে। কিন্তু এমন গতিতে যেন কালগানিয়ানদের সামনে এগোনো থেমে যায়। অপেক্ষা করছে শত্রুপক্ষ।

সময় অতিবাহিত হচ্ছে।

১৩২৫ ঘণ্টায় এডমিরালের সংকেত ফাউণ্ডেশন লাইনের প্রতিটি শিপে একযোগে বেজে উঠল এবং তারা সর্বোচ্চ গতিতে ছুটল কালগানিয়ান ফ্লিটের দিকে। কালগানিয়ান শীল্ড সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বেরিয়ে পড়েছে বিশাল এনার্জি বীমগুলো। তিনশ শিপের প্রতিটি একই—দিকে তাদের উন্মত্ত আক্রমণকারীর দিকে ছুটল। যারা নির্মমভাবে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে এবং—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ১৩৩০ ঘণ্টায় কমাণ্ডার সীনের অধীনস্ত পঞ্চাশটি শিপ আচমকা শূন্য থেকে উদয় হল, একটা মাত্র হাইপার স্পেস জাম্প দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে—এবং প্রচণ্ড বেগে কালগানিয়ানদের পিছন দিক থেকে হামলা করল।

ফাউণ্ডেশনের কৌশল ভালমতোই কাজ করেছে।

কালগানিয়ানরা এখনও সংখ্যায় বেশি, কিন্তু লড়াইয়ের ইচ্ছা আর নেই। তাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে পালানোর, কিন্তু ঝাঁক ভেঙে যাওয়ায় আরও অসহায় হয়ে পড়ল তারা, কারণ প্রতিপক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়ে পালানোর পথ বন্ধ করে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা দাঁড়াল বিড়ালের ইঁদুর শিকারের মতো।

কালগানের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং গর্বের ফ্লিট ধ্বংস হয়ে গেল ফাউণ্ডেশনের হাতে। তিনশ শিপের মধ্যে কমবেশি ষাটটা শিপ কালগানে ফিরতে পারল। ফাউণ্ডেশন একশ পঁচিশটা শিপের মধ্য থেকে মাত্র আটটা শিপ হারাল।

বিজয় উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে টার্মিনাসে ল্যাণ্ড করল প্রীম পালভার। এই হৈচৈ, উন্মাদনা তার কাছে মনে হলো বিরক্তিকর, কিন্তু এই গ্রহ ত্যাগ করার আগে সে দুটো কাজ সারল এবং একটা অনুরোধ পেল।

দুটো কাজের প্রথমটা হচ্ছে একটা চুক্তি করা, যার মাধ্যমে আগামী একবছর প্রতিমাসে পালভার সমবায় খামার যুদ্ধকালীন মূল্যে বিশটা শিপ ভর্তি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করবে এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ড. ডেরিলের কাছে আর্কেডিয়ার ছোট শব্দ পাঁচটি বলা।

ডেরিল কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, তারপর তিনি তার অনুরোধ করেন। আর্কেডিয়ার কাছে একটা উত্তর পৌছে দিতে হবে। পালভারের পছন্দ হয়েছে কারণ উত্তরটা ছিল সহজ এবং অর্থও পরিষ্কার। উত্তরটা হচ্ছে, 'ফিরে এসো। আর কোনো বিপদের ভয় নেই।'

AMARBOI.COM

ব্যর্থতায় হতাশায় রাগে উন্মত্ত হয়ে গেছে লর্ড স্ট্যাটিন, তার সব হাতিয়ার শেষ হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছে তার দুর্বার সামরিক শক্তির বুনন পচা সুতোর মতো খসে পড়েছে। আর কিছু করার নেই, সে জানে।

গত এক সপ্তায় একদিনও ভালমতো ঘুমায়নি সে। তিনদিন ধরে শেভ করে না। লোকজনের সাথে দেখা করছে না। এডমিরালরা তাকে ত্যাগ করেছে এবং লর্ড অব কালগানের চাইতে ভাল আর কেউ জানে না যে একটা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে আর কোনো পরাজয়ের প্রয়োজন নেই।

লেভ মেইরাস, ফার্স্ট মিনিস্টার, কোনো কাজেই আসছে না। স্ট্যাটিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বৃদ্ধ এবং শান্ত, বরাবরের মতো নার্ভাস ভাবে পাতলা আঙুল নাড়ছে।

'এবার,' স্ট্যাটিন তার দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠল, 'কিছু একটা কর, আমরা হেরে গেছি, তুমি বুঝতে পারছ? হেরে গেছি। কেন? আমি জানি না। তুমি বলতে পারবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে হয় পারব,' বলল শান্তভাবে মেইরাস।

'বিশ্বাসঘাতকতা!' মৃদুস্বরে শব্দটা উচ্চারিত হলো, এবং পরের কথাগুলোও বলা হলো মৃদুস্বরে। 'বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুমি জানতে, তার পরেও চুপ করে ছিলে। যে বোকাটাকে ফার্স্ট সিটিজেনশিপ থেকে হঠিয়েছি তুমি তার সেবা করেছ এবং হয়তো ভাবছ যে ইঁদুরটা আমার স্থলাভিষিক্ত হবে তারও সেবা করবে। যদি তাই মনে কর, আমি তোমার নাড়িভুড়ি টেনে বের করে ফেলব।'

মেইরাস একটুও নড়ল না। 'আমি আমার সন্দেহের কথা আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি, একবার না বহুবার। কিন্তু আপনি আমার কথা না শুনে অন্যদের কথা শুনেছেন। কারণ সেগুলো আপনার অহংকারী স্বভাবের সাথে মিলে গেছে। পরিস্থিতি আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও খারাপ। যদি এখনও না শুনেন, বলে দিন, আমি চলে যাই এবং স্বাভাবিকভাবেই আপনার উত্তরসূরির সাথে কাজ করব, যার প্রথম পদক্ষেপই হবে শান্তিচুক্তি করা।'

স্ট্যাটিনের চোখ লাল হয়ে আছে রাগে, হাতের মুঠো একবার খুলছে একবার বন্ধ করছে। 'বলো, নিকৃষ্ট জীব। বলো!'

'আমি প্রায়ই বলেছি স্যার, যে আপনি মিউল নন। আপনি হয়তো শিপ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কিন্তু কারো মাইণ্ড কন্ট্রোল করতে পারবেন না। কোনো ধারণা আছে আপনি কাদের সাথে লড়ছেন? আপনি লড়ছেন ফাউণ্ডেশনের সাথে যারা কখনো পরাজিত হয়নি— ফাউণ্ডেশন, যারা সেল্ডনস্ প্ল্যান দ্বারা সুরক্ষিত— ফাউণ্ডেশন যাদের উদ্দেশ্য নতুন এম্পায়ার গড়ে তোলা।

'প্ল্যানের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। মান্ সেরকমই বলেছে।'

'তা হলে মান্ ভুল বলেছে। আর তার কথা ঠিক হলেই বা কী? আপনি এবং আমি স্যার জনগণ নই। গ্যালাক্সির এই প্রান্তের অন্য সকলের মতো কালগানের সকল নারী-পুরুষ গভীরভাবে সেল্ডনস্ প্ল্যানে বিশ্বাস করে। প্রায় চারশ বছর ধরে তাদের মনে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে ফাউণ্ডেশনকে কখনো পরাজিত করা যাবে না। কোনো কিংডম, দুর্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষ বা প্রাচীন গ্যালাকটিক এম্পায়ারও পারবে না।'

'মিউল পেরেছিল।'

'ঠিক এবং সে ছিল সকল হিসাবের উর্ধ্বে—কিন্তু আপনি তা নন। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার জনগণ জানে যে আপনি মিউল নন। তাই আপনার শিপগুলো কোনো অজানা উপায়ে হেরে যাওয়ার ভয় নিয়ে যুদ্ধে যায়। সেল্ডনস্ প্ল্যান তাদের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে তারা অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে উঠে। অন্যদিকে এই প্ল্যান শত্রুকে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং নির্ভীক করে তোলে, প্রাথমিক বিপর্যয়ের সময়ও মনোবল হারায় না, কেন নয়? ফাউণ্ডেশন সবসময়ই প্রথমে পরাজিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হয়।

'আর আপনার নিজের মনোবল, স্যার? আপনার চারদিকে শত্রু। আপনার নিজের ডমিনিয়নে এখনও হামলা করা হয়নি। হামলা করার কোনো ভয়ও নেই— কিন্তু তারপরও আপনি পরাজিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পিছিয়ে আসুন, নয়তো আপনি হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবেন। স্বেচ্ছায় ফিরে আসুন, তাহলে হয়তো কিছু অংশ রক্ষা করতে পারবেন। আমার কথা শুনুন। ফাউণ্ডেশনের হোমির মান্‌কে ছেড়ে দিন। সেই টার্মিনাসে আপনার শান্তি প্রস্তাব নিয়ে যাবে।'

স্ট্যাটিনের ঠোঁট ফ্যাকাসে, দাঁত কিড়মিড় করছে। এ ছাড়া আর কী করার আছে?

নতুন বছরের প্রথম দিনে হোমির মান্ কালগান ত্যাগ করল। টার্মিনাস ছেড়ে আসার পর ছয়মাসের কিছু বেশি সময় পার হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে শেষও হয়ে গেছে।

সে এসেছিল একা, কিন্তু যাওয়ার সময় অনেকেই এলো। সে এসেছিল একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে; ফিরে যাচ্ছে শান্তির দূত হিসাবে।

সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণার পরিবর্তন। তার হাসি পেল এবং কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে ড. ডেরিল, টগবগে তরুণ এন্থর, তাদের সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

সে জানে। সে, হোমির মান্, শেষ পর্যন্ত আসল সত্যটা জানতে পেরেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি...

স্ট্যাটিনিয়ান যুদ্ধের শেষ দুইমাস হোমিরের মনে হল খুব দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নতুন অফিস দেওয়া হয়েছে তাকে। এই মুহূর্তে সেই মহাজাগতিক ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দু। নিজের নতুন ভূমিকা বেশ উপভোগ করছে সে।

বড় ধরনের আর কোনো লড়াই হয়নি—দুর্ঘটনাবশত কয়েকটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়, সেগুলো হিসাবে না ধরলেও চলে—এবং ফাউণ্ডেশন কিছুটা ছাড় দিয়েই চুক্তির শর্ত তৈরি করল। স্ট্যাটিন স্বপদে বহাল আছে কিন্তু আগের ক্ষমতা নেই। তার নেভী সীমিত করে রাখা হয়েছে; ইচ্ছা করলে আগের মর্যাদা ফিরে পেতে পারে, পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা ফাউণ্ডেশনের সাথে কনফেডারেশন, যেটা তাদের পছন্দ।

যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে টার্মিনাসের নিজস্ব স্টেলার সিস্টেমের একটা গ্রহাণুপুঞ্জে; ফাউণ্ডেশনের সবচেয়ে প্রাচীন ন্যাভাল বেস। কালগানের পক্ষে চুক্তি সই করে লেভ মেইরাস এবং হোমির একজন আগ্রহী দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকে।

এই সময়ের মধ্যে ড. ডেরিল বা অন্য কারো সাথে তার দেখা হয়নি। দেখা না হলেও কোনো অসুবিধা হয়নি। তার খবর সবাই জানে। বরাবরের মতোই এই ভাবনা হাসি ছড়িয়ে দিল তার মুখে।

বিজয় দিবসের কয়েক সপ্তাহ পরে টার্মিনাসে ফিরলেন ড. ডেরিল এবং সেই সন্ধ্যাতেই তার বাড়িতে তারা পাঁচজন মিটিংয়ের জন্য একত্রিত হল, যে পাঁচজন মিলে দশ মাস আগে এখানে বসে তাদের প্রথম পরিকল্পনা প্রসব করেছিল।

ডিনার এবং ওয়াইন গ্লাস নিয়েই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে তারা, পুরোনো বিষয়ে কথা বলতে যেন কারো সাহস হচ্ছে না।

জোল টার্বরই প্রথম কথা বলল। বলল না বরং ফিসফিস করল, ওয়াইন গ্লাসের ভিতর দিয়ে অর্ধনিমীলিত একচোখে তাকিয়ে আছে, 'তো, হোমির তুমিই এখন ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। ভালই সামলেছ।'

'আমি?' মান্ জোরে এবং উৎফুল্ল স্বরে বলল। কোনো কারণে একমাস থেকে তার তোতলামি বন্ধ হয়ে গেছে। 'আমি কিছু করিনি। যা করার করেছে আর্কেডিয়া। ভালো কথা, ডেরিল, আর্কেডিয়া কেমন আছে? শুনলাম ট্র্যানটর থেকে ফিরে আসছে।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিকই শুনেছ,' শান্তস্বরে বললেন ডেরিল। 'এক সপ্তার মধ্যেই এসে পৌঁছবে।' তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অন্যজনের দিকে তাকালেন, কিন্তু সেখানে শুধু খুশির ঝিলিক, অন্য কিছু নেই।

টার্বর বলল, 'তাহলে ঘটনা সত্যি সত্যি শেষ হয়েছে। দশমাস আগে কেউ ভাবতে পেরেছিল এমন ঘটবে। মান্ কালগান গিয়ে ফিরে এসেছে। আর্কেডিয়া কালগান এবং ট্র্যানটর ঘুরে ফিরে আসছে। আমরা একটা যুদ্ধ জয় করলাম, স্পেস। ইতিহাসের বিশাল স্রোতধারা পূর্বেই নির্ধারণ করা সম্ভব, কিন্তু এখন মনে হয়, আমরা যে ঘটনাগুলোর মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম সেগুলো পূর্বে নির্ধারণ সম্ভব ছিল না।'

'বেশ,' এন্থর বলল, ঝাঝালো ভাবে। 'এত খুশি হওয়ার কী আছে? আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন সত্যি সত্যি আমরা একটা যুদ্ধ জয় করেছি। আসলে আমরা শুধু ছোট একটা ঝগড়ায় জিতেছি যেন আসল শত্রুর উপর থেকে আমাদের নজর সরে যায়।'

অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে শুধু মান্ এর চিকন হাসি ব্যতিক্রম।

এন্থর তার চেয়ারের হাতলে জোরে ঘুষি মারল, 'হ্যাঁ, আমি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কথা বলছি। সবাই যেন ভুলেই গেছে এবং আপনারাও আনন্দ উল্লাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এখন আনন্দে ডিগবাজি খান, নাচেন, একজন আরেকজনের পিঠ চাপড়ে দেন। যা ইচ্ছা হয় করেন। সব শেষ করে নিজের মধ্যে ফিরে আসুন, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। সমস্যা ঠিক দশমাস আগের মতোই আছে যখন এখানে বসে আপনারা অজানা ভয়ে কাঁপছিলেন। কী মনে করেছেন, আপনারা কয়েকটা স্পেসশিপ ধ্বংস করেছেন বলেই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের মাইণ্ড-মাস্টাররা আপনাদের ভয় পাবে।'

থামল সে, মুখ লাল, হাঁপাচ্ছে।

মান্ শান্তভাবে বলল, 'আমার কথা শুনবে, এন্থর? নাকি তুমি তোমার নাটক চালিয়ে যাবে?'

'তুমি বলো, হোমির,' ডেরিল বললেন, 'তবে সবাই চিত্রবৎ বর্ণনা বাদ দিয়ে বলো। জিনিসটা ভালো, কিন্তু এখন আমার বিরক্ত লাগছে।'

হোমির মান্ আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ডিক্যান্টার থেকে সযত্নে তার গ্লাস ভরে নিল।

'আমাকে তোমরা কালগানে পাঠিয়েছিলে,' সে বলল, 'মিউল প্যালেসের রেকর্ডগুলো পরীক্ষা করার জন্য। সবগুলো রেকর্ড পরীক্ষা করতে আমার কয়েক মাস সময় লেগেছে। এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আগেই বলেছি আর্কেডিয়ার চমৎকার কৌশলের ফলেই আমি প্রাসাদে ঢোকার অনুমতি পাই। যাই হোক, মিউলের জীবন এবং শাসনকাল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অনেক বেশি, কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফলাফল হিসাবে আমার জ্ঞান আরও একটু বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আর কারও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের বিপদের মাত্রা সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র ধারণা অর্জন করতে পেরেছি। অন্তত আমাদের এই উত্তেজিত বন্ধুর চেয়ে স্বতন্ত্র।'

'এবং,' এন্থর দাঁত ঘষল, 'বিপদের মাত্রা সম্পর্কে আপনার ধারণাটা কী?'

'কেন, শূন্য।'

কিছুক্ষণের নীরবতা এবং এলভিট সেমিক অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলতে চাও কোনো বিপদ নেই?' তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'অবশ্যই। বন্ধুগণ, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কোনো অস্তিত্বই নেই।'

এন্থর ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল, মুখ ফ্যাকাশে এবং অভিব্যক্তিহীন।

মান্ বলে চলেছে, মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, ব্যাপারটা সে উপভোগ করছে, 'এবং সবচেয়ে বড় কথা কখনো ছিলও না।'

ডেরিল জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন যুক্তিতে তুমি এমন বিস্ময়কর কথা বলছ।'

'আমার মনে হয়,' মান্ বলল, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। মিউলের দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন অনুসন্ধানের কথা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু তোমরা এই অনুসন্ধানের গুরুত্ব এবং একাগ্রতা সম্পর্কে কতটুকু জানো। মিউলের যে তুলনাহীন শক্তি ছিল সেটা আর কারও ছিল না। সে ছিল একাগ্রচিত্ত—তারপরেও ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'সহজে খুঁজে পাওয়ার আশা কেউ করে না,' অস্থির হয়ে বলল টার্বর। 'অনুসন্ধানকারীদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করার কৌশল তাদের রয়েছে।'

'এমনকি সেই অনুসন্ধানকারী যদি হয় মিউলের মতো একটা মিউট্যান্ট মেন্টালিটি? আমার মনে হয় না। পঞ্চাশটা ভলিউমের সারমর্ম আমি তোমাদেরকে পাঁচ মিনিটে বলতে পারব না। সবগুলোই এখন শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেল্ডন ঐতিহাসিক জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে এবং তোমরা যে-কোনো সময় সেগুলো দেখতে পার। দেখবে আমি যা বলেছি সেই কথাটাই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন বলে কোনো কিছু নেই, কখনো ছিলও না।'

সেমিক মাঝখানে বলল, 'ঠিক আছে, মিউলকে কে বা কী থামিয়েছিল?'

'গ্রেট গ্যালাক্সি, তোমার কী ধারণা সে কেন থেমে গিয়েছিল? মৃত্যু, অবশ্যই; যেমন আমাদেরও থামিয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরেই একটা কুসংস্কার তৈরি হয়েছে যে মিউলকে তার চাইতে শক্তিশালী কোনো রহস্যময় অস্তিত্ব পরাজিত করেছিল। পুরো ব্যাপারটা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলেই এমন হয়েছে। তোমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে।'

ডেরিল চিন্তিত স্বরে বললেন, 'ভাল, আমরা চেষ্টা করব মান্। কাজটা আমাদের ভালই লাগবে। আর কিছু না হোক অন্তত আমাদের চিন্তাধারা তো পরিষ্কার হবে। এই কনভার্টেড লোকগুলো—এন্থর দশমাস আগে যে রেকর্ড নিয়ে এসেছে—তাদের ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সহজেই। এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিস কতদিনের পুরোনো বিজ্ঞান? অথবা অন্যভাবে বলো, নিওরোনিক পাথওয়ে গবেষণার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে।'

'একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, স্বীকার করছি।' ডেরিল বললেন।

'ঠিক। তুমি এবং এন্থর এই রেকর্ডগুলোর যে ব্যাখ্যা দিয়েছ তার যথার্থতা নিয়ে আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি? তোমাদের থিওরি আছে, কিন্তু তোমরা কতটুকু নিশ্চিত। এতই নিশ্চিত যে এর ভিত্তিতে তোমরা ধরে নেবে একটা প্রচণ্ড শক্তির অস্তিত্ব আছে যেখানে অন্যান্য তথ্য প্রমাণগুলো বিপরীত কথা বলছে। অজানা শক্তিকে অতিমানবিক বলে স্বীকার করে নেওয়া সবসময়ই সহজ।

'মানুষের খুব স্বাভাবিক আচরণ এটা। গ্যালাক্সির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অনেক আছে যেখানে একত্রিত প্ল্যানেটারি সিস্টেমগুলো আবার বর্বরতার যুগে ফিরে গেছে। এই বর্বরতা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির ব্যাপক শক্তি বা অন্য কোনো চেতনা যা মানুষের চেয়েও শক্তিশালী। মেন্টাল সায়েন্স আমরা কম জানি, তাই আমাদের অজানা সব কিছুকে অতি-মানবিক বলে দোষ দেই—এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন, সেলডনের তৈরি করা ধাঁধা।'

'ওহ্,' এন্থর এতক্ষণে কথা বলল, 'সেলডনের কথা আপনার মনে আছে। আমি ভেবেছিলাম ভুলে গেছেন। সেল্ডন বলেছিলেন যে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন আছে। তার এই কথাটা ব্যাখ্যা করুন।'

'এবং তুমি কী সেলডনের সব উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সচেতন? তুমি কী জানো তিনি কোন কোন প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন? দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন হয়তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা ধোঁকা। আমরা কালগানকে কীভাবে পরাজিত করলাম? তোমার শেষ আর্টিকেলে কী বলেছিলে, টার্বর?'

'হ্যাঁ,' টার্বর বলল, 'বুঝতে পারছি কী বলছ। শেষপর্যায়ে আমি কালগানে ছিলাম, ডেরিল, এবং মনে হয়েছে ঐ গ্রহের মনোবল একেবারেই নেই। তাদের নিউজ রেকর্ড দেখেছি এবং—এবং ওরা হেরে যাওয়ারই আশা করছিল। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন প্রথমটার পক্ষে দাঁড়াবে এই চিন্তাই তাদেরকে দিশেহারা করে তুলেছিল।'

'একদম ঠিক,' মান্ বলল, 'যুদ্ধের পুরো সময় আমি সেখানে ছিলাম। স্ট্যাটিনকে বলেছিলাম দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব নেই, সে বিশ্বাস করেছিল। ফলে নিরাপদ বোধ করেছে। কিন্তু জনগণের বহুদিনের বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না,তাই এই রূপকথা—সেলডনের মহাজাগতিক দাবাখেলায় অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য পূরণ করেছে।'

কিন্তু এন্থরের চোখ বড় হয়ে গেল, হঠাৎ করেই এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মান্-এর প্রসন্ন মুখের দিকে তাকাল। 'আমি বলছি আপনি মিথ্যেবাদী।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল হোমির, 'আমি মানতে পারছি না, এ ধরনের একটা অভিযোগ।'

'ব্যক্তিগত অপমানের উদ্দেশ্যে কথাটা বলছি না। আপনি নিজেও জানেন না যে আপনি মিথ্যা বলছেন। তবে বলছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণের জামার হাতা ধরে টান দিল সেমিক, 'দম নাও, ইয়ং ফেলো।'

এন্থর ঝাড়া দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল, নিতান্তই অভদ্রের মতো বলল, 'আপনাদের সাথে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। এই লোককে আমি জীবনে বারো বারের বেশি দেখিনি, তারপরও আমি তার মধ্যে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আপনারা চেনেন বহুবছর ধরে কিন্তু ধরতে পারেননি। একজনকে পাগল বানানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এই লোককে আপনারা কী বলবেন, হোমির মান্? আমি জানি সে হোমির মান্ না।'

একটা প্রচণ্ড ধাক্কা; আর্তস্বরে বলল হোমির, 'তুমি বলছ আমি একটা ভণ্ড?'

'হয়তো সাধারণ অর্থে নয়,' এন্থর প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করল, 'কিন্তু একজন ভণ্ড অবশ্যই। চুপ সবাই! আমার কথা শুনতে হবে।'

হিংস্র দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাল সে। 'হোমির মান্ এর কথা আপনাদের মনে আছে—আত্মকেন্দ্রিক লাইব্রেরিয়ান, যে কথা বলতে গেলেই বিব্রত হতো; কণ্ঠস্বর ছিল উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত, তোতলামির অভ্যাস ছিল? এই লোকের কথা শুনে কী মনে হয়? সে দ্রুত কথা বলতে পারে, আত্মবিশ্বাসী এবং স্পেস, সে তোতলায় না। এই লোক আর আগের হোমির মান্ কী একই ব্যক্তি?'

এমনকি মান্ নিজেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, আর এন্থর বলেই যাচ্ছে। 'এখন আমরা তাকে পরীক্ষা করতে পারি?'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ডেরিল।

'আপনি জিজ্ঞেস করছেন কীভাবে? দশমাস আগের এনসেফালোগ্রাফিক রেকর্ড আপনার কাছে আছে, তাই না? আবার রেকর্ড তৈরি করে তুলনা করলেই তো হয়।'

লাইব্রেরিয়ানকে দেখিয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় এনালাইসিস করতে সে বাধা দেবে।'

'আমি বাধা দেব না।' মান্ বলল, অবজ্ঞার সাথে। 'আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি।'

'আপনি জানতে পারবেন?' এন্থর বলল, 'আমি আরও বেশিদূর যাব। এখানের কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। আমি চাই প্রত্যেকের এনালাইসিস করা হোক। যুদ্ধের সময় মান্ ছিলেন কালগানে; টার্বর ছিলেন ব্যাটলশিপে এবং প্রতিটি যুদ্ধ ক্ষেত্র ঘুরেছেন। ডেরিল এবং সেমিকও ছিলেন না—আমি জানি না কোথায় ছিলেন। একমাত্র আমি এখানে ছিলাম নিভৃতে এবং নিরাপদে। আমি আর আপনাদের বিশ্বাস করতে পারি না এবং সমতা রক্ষার জন্য আমি নিজেকে পরীক্ষা করতে দেব। সবাই রাজি? নাকি আমি এখান থেকে বেরিয়ে নিজের পথে চলে যাব?'

টার্বর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

'আগেই বলেছি আমারও নেই।' মান্ বলল।

সেমিক শুধু হাত নেড়ে সায় দিল এবং এন্থর ডেরিলের জন্য অপেক্ষা করছে। শেষপর্যন্ত মাথা নাড়লেন ডেরিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকেই আগে পরীক্ষা করা হোক।' এল্থর বলল।

তরুণ নিউরোলজিস্ট হেলানো চেয়ারে চোখ বন্ধ করে শক্ত হয়ে বসেছে। এনসেফালোগ্রাফের নীডল ব্রেইন ওয়েভের আঁকাবাঁকা সমান্তরাল রেখা তৈরি করল। ফাইল থেকে ডেরিল এল্থরের পুরোনো এনসেফালোগ্রাফিক রেকর্ড বের করে তাকে দেখালেন।

'তোমার সই, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা আমারই রেকর্ড। দুটো মিলিয়ে নিন।'

স্ক্যানারের মাধ্যমে পর্দায় নতুন এবং পুরাতন রেকর্ড দুটো ফুটে উঠল। প্রতিটি রেকর্ডে ছয়টি করে বাঁকানো রেখা আছে এবং অন্ধকারেও মান্-এর চাপা কণ্ঠ পরিষ্কার শোনা গেল। 'এখানে দেখ। কিছু পরিবর্তন হয়েছে।'

'ওগুলো প্রাথমিক ওয়েভ এবং কোনো গুরুত্ব নেই, হোমির। অতিরিক্ত যে বাকগুলো দেখছ সেটা হচ্ছে ক্রোধ। বিশ্লেষণ করতে হবে অন্যগুলো।'

একটা কন্ট্রোল চাপ দিতেই ছয়জোড়া বাঁকা রেখা পরস্পরের সাথে পুরোপুরি মিলে গেল। শুধু নতুন বাকগুলো আলাদা হয়ে থাকল।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল এল্থর।

কাঠখোট্টার মতো মাথা নাড়লেন ডেরিল এবং নিজেই পরীক্ষা করার জন্য বসল। তারপর সেমিক এবং তারপর টার্বর। নিঃশব্দে সম্পন্ন হল সব কাজ।

সবার শেষে মান্-এর পালা। এক মুহূর্তের জন্য সে দ্বিধা করল, তারপর কিছুটা মরিয়া হয়েই বলল, 'দেখ আমারটা হচ্ছে সবশেষে এবং আমি টেনশনে ভুগছি। আশা করি বিষয়টা খেয়াল রাখবে।'

'খেয়াল রাখব,' নিশ্চয়তা দিলেন ডেরিল। 'তোমার কনশাস ইমোশন কোনো প্রভাব ফেলবে না।'

সীমাহীন নিঃশব্দতার মাঝে মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে—

এবং তারপর অন্ধকারেই এল্থর কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব নেই। এ কথাই সে আমাদের বলেছিল, তাই না? অবাস্তব কল্পনা—আর এদিকে দেখুন! আকস্মিক যোগাযোগ, তাই না?

'কী ব্যাপার?' মান্ আর্তনাদ করে উঠল।

ডেরিল লাইব্রেরিয়ানের কাঁধ শক্ত করে ধরে রাখলেন, 'শান্ত হও মান্, তুমি ওদের দ্বারা কনভার্টেড।'

আলো জ্বলে উঠল তখনই, আর মান্ তাকিয়ে আছে হতাশ চোখে, হাসার চেষ্টা করছে।

'তুমি ঠাট্টা করছ নিশ্চয়ই। কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমাকে পরীক্ষা করছ।'

উত্তরে ডেরিল শুধু মাথা ঝাঁকালেন। 'না, না, হোমির। কথাটা সত্যি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরিয়ানের চোখ পানিতে ভরে উঠল, হঠাৎ করেই। 'আমি কোনো পার্থক্য অনুভব করছি না। বিশ্বাসই হচ্ছে না।' হঠাৎ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলল, 'তোমরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করছ।'

শান্ত করার জন্য হাত বাড়ালেন ডেরিল কিন্তু তার হাত ঝটকা মেরে সরিয়ে দেওয়া হল। মান্ ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও। স্পেস, তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও।'

এন্থর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একলাফে, হাড়ে হাড়ে ধাক্কা লেগে কর্কশ শব্দ হল এবং মান্ তার শীতল চোখের দিকে তাকিয়ে নিস্তেজ আর দুর্বল হয়ে গেল।

এন্থর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা বরং ওর হাত মুখ বেঁধে রাখি। পরে ঠিক করব কী করা যায়।'

টার্বর বলল, 'তুমি কী করে বুঝলে যে ওর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে?'

এন্থর তার দিকে ঘুরে বিদ্রূপাত্মকভাবে বলল, 'খুব একটা কঠিন না। কারণ আমি জানি কোথায় রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।'

পরপর এতগুলো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটায় এখন আর কেউ অবাক হচ্ছে না—

সেমিক স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চিত! আমি বলতে চাচ্ছি মান্ এর সাথে এরকম ঘটনার পর—'

'দুটো এক জিনিস না,' এন্থর প্রত্যুত্তরে বলল। 'ডেরিল, যেদিন যুদ্ধ শুরু হয় আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আপনাকে টার্মিনাস থেকে সরানোর চেষ্টা করেছিলাম। এখন যা বলছি তখনও আপনাকে বলতে পারতাম, যদি তখন আপনাকে বিশ্বাস করতে পারতাম।'

'অর্থাৎ অর্ধ বছর ধরেই উত্তরটা তুমি জান?' ডেরিল হাসলেন।

'আমি প্রথম দিন থেকেই জানি, যেদিন আর্কেডিয়া ট্র্যানটরে চলে যায়।'

হঠাৎ আতঙ্কে পায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডেরিল, 'আর্কেডিয়ার কথা আসছে কেন? তুমি কী ইঙ্গিত করতে চাও?'

'যে ঘটনাগুলো আমরা ভালমতো জানি তার থেকে পৃথক কিছু না। আর্কেডিয়া কালগানে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তারপরেও নিজ গ্রহে না ফিরে পালিয়ে গেল একেবারে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। লেফটেন্যান্ট ডিরিজ কালগানে আমাদের সবচেয়ে দক্ষ লোক, তাকে কনভার্ট করা হল। মান্ কালগানে গেল ফিরে আসল কনভার্টেড হয়ে। মিউল গ্যালাক্সি দখল করে কালগানকে তার সদর দপ্তর বানাল এবং আমার মনে হয় আসলেই কী সে দখলদার নাকি কেউ তাকে ব্যবহার করেছে। যেদিকেই মোড় নেই সেদিকেই কালগান, যে পৃথিবী গত এক শতাব্দীর উত্থানপতনের মধ্যেও নিরাপদ থেকেছে।'

'তা হলে তোমার সিদ্ধান্ত।'

'যেটা অবশ্যম্ভাবী,' এন্থরের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'কালগানেই রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধা দিল টার্বর। 'আমি কালগানে ছিলাম, এন্থর। গত সপ্তাহেই। যদি সেখানে কোনো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন থাকে তবে আমি পাগল। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি তুমি একটা পাগল।'

হিংস্রভাবে তার দিকে ঘুরল তরুণ। 'তাহলে আপনি একটা চর্বিওয়ালা মোটা। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে আপনি কী মনে করেন? আপনি কী মনে করেন স্পেসশিপ রুটে রেডিয়্যান্ট ফিল্ডে সবুজ আর গোলাপি অক্ষরে লেখা থাকবে "দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন"? শুনুন টার্বর, যেখানেই তারা থাকুক, তারা একটা শক্ত গোষ্ঠীশাসন তৈরি করেছে। অবশ্যই তারা যে পৃথিবীতে রয়েছে সেখানেও নিজেদের ভালোমতো লুকিয়ে রেখেছে।'

টার্বরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। 'তোমার আচরণ আমার পছন্দ হচ্ছে না, এন্থর।'

'এটাই আমার দোষ,' ব্যঙ্গাত্মক উত্তর। 'টার্মিনাসের দিকে দেখুন। ফাউণ্ডেশনের মূল। বিজ্ঞান এখানে অতি উন্নত। কিন্তু মোট জনসংখ্যার কতজন বিজ্ঞানী। আপনি কী এনার্জি ট্র্যান্সমিটিং স্টেশন চালাতে পারবেন? জানেন হাইপার এটমিক মোটরের কাজ কী? এমনকি ফাউণ্ডেশনেও বিজ্ঞানীর সংখ্যা হাতে গুণে বলা যায়।'

'তা হলে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের বেলায় কী ঘটবে যেখানে গোপনীয়তাই মূল কথা। সেখানেও সংখ্যায় তারা কম এবং নিজেদের পৃথিবীতেও তারা খুব ভালভাবে লুকিয়ে আছে।'

সেমিক সতর্কভাবে বলল, 'আমরা যদি কালগানকে পরাজিত করেছি—'

'সেরকমই করেছি। সে রকমই করেছি,' এন্থর বলল। 'ওহ্, আমরা বিজয় উৎসবও করেছি। শহরগুলোতে এখনও উৎসব চলছে। কিন্তু এখন, এখন যখন আবার দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়েছে, সবার শেষে কোন স্থানে আমরা উঁকি দেব; সবাই শেষ কোন স্থানে খুঁজবে? ঠিক! কালগান!

'সত্যিকার অর্থে আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারিনি। কিছু শিপ ধ্বংস করেছি, কয়েক হাজার লোক মেরেছি, তাদের সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিয়েছি, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষমতার কিছুটা ছিনিয়ে নিয়েছি—কিন্তু এগুলো কিছুই না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি কালগানের প্রকৃত শাসকদের কেউই পরাজিত হয়নি। বরং তারা এখন পর্যন্ত কৌতূহল থেকে নিরাপদ। তবে আমার কৌতূহল থেকে না। আপনি কী বলেন, ডেরিল?'

ডেরিল কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ইন্টারেস্টিং। তোমার কথাগুলো কয়েক মাস আগে আর্কেডিয়ার কাছ থেকে পাওয়া একটা খবরের সাথে মেলানোর চেষ্টা করছি।'

'খবর?' এন্থর জিজ্ঞেস করল। 'কী সেটা?'

'আমি নিশ্চিত নই। পাঁচটা সংক্ষিপ্ত শব্দ। কিন্তু ইন্টারেস্টিং।'

'দেখ,' মাঝখানে বলল সেমিক, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী সেটা?'

সেমিক সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করে এমনভাবে বলল যেন প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার বোঝা যায়। 'হোমির মান্ একটু আগেই বলেছে সেল্ডন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কথা বলে আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন। এখন তুমি বলছ উল্টোটা; অর্থাৎ সেল্ডন আমাদের ধোঁকা দেননি?'

'ঠিক, তিনি আমাদের ধোঁকা দেননি। যেমন বলেছেন তেমনই একটা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন তৈরি করেছেন।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তিনি আরও কিছু বলেছিলেন। তিনি বলেছেন যে দুই ফাউণ্ডেশনকে তিনি গ্যালাক্সির দুই বিপরীত প্রান্তের শেষে স্থাপন করেছেন অর্থাৎ অ্যাট দ্য আদার এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি। এখন, ইয়ং ম্যান, এটা কী ধোঁকা, কারণ কালগান গ্যালাক্সির বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত না।'

এন্থর কিছুটা বিরক্ত হল, 'কথাটার কোনো গুরুত্ব নেই। সম্ভবত তাদের নিরাপদে রাখার জন্যই বলা হয়েছে। তা ছাড়া চিন্তা করে দেখুন—গ্যালাক্সির বিপরীত প্রান্তের শেষ থেকে মাইণ্ড-মাস্টাররা কী করতে পারবে? তাদের কাজ কী? সেল্ডনস্ প্ল্যান রক্ষায় সহায়তা করা। সেল্ডনস্ প্ল্যানের মূল খেলোয়াড় কারা। আমরা, প্রথম ফাউণ্ডেশন। কোনখান থেকে তারা আমাদের ভালোমতো লক্ষ্য করতে পারবে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। গ্যালাক্সির বিপরীত প্রান্তের শেষ থেকে? অসম্ভব! আসলে তারা পঞ্চাশ পারসেক-এর মধ্যে রয়েছে। অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।'

AMARBOI.COM

'এই কথাটা আমার পছন্দ হয়েছে,' ডেরিল বললেন। 'যুক্তি আছে। এদিকে দেখ, মান্-এর জ্ঞান ফিরেছে। ওর বাঁধন খুলে দেওয়া যায়। আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে।'

এন্থর প্রতিবাদী হয়ে উঠল, কিন্তু প্রবল বেগে উপর নিচে মাথা নাড়ছে হোমির। পাঁচ সেকেণ্ড পরেই সে তার কব্জি ডলতে লাগল।

'কেমন লাগছে?' ডেরিল জিজ্ঞেস করলেন।

'বিচ্ছিরি,' খসখসে গলায় বলল মান্, 'যাই হোক। এই বুদ্ধিমান তরুণকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে এরপরে আমরা কী করব?'

অস্বাভাবিক এবং সঙ্গতিহীন নীরবতা নেমে এল।

তিক্তভাবে হাসল মান্, 'ধরা যাক, কালগানই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। কিন্তু কোন লোকগুলো? কীভাবে তাদের খুঁজে বের করবে? খুঁজে পেলেও কীভাবে সামলাবে?'

'আহ্,' ডেরিল বললেন, 'আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। গত ছয়মাসে আমি আর সেমিক কী করেছি সেটা এখন বলব। তোমাকে আরেকটা ব্যাখ্যা দিতে পারব এন্থর, কেন আমি টার্মিনাস ছাড়তে চাইনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রথমত', তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি তোমাদের ধারণার চেয়েও গভীরভাবে এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিস নিয়ে কাজ করছিলাম। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের মাইণ্ড চিহ্নিত করা ব্রেইন ওয়েভের চাইতে জটিল—তবে আমি অনেকদূর এগিয়েছিলাম।'

'তোমরা কেউ জান ইমোশনাল কন্ট্রোল কীভাবে কাজ করে? মিউলের উত্থানের পর কল্পকাহিনী লেখকদের কাছে বিষয়টা খুব প্রিয় এবং অনেক বোকাই এই বিষয়ে বলেছে এবং লিখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখানো হয়েছে বিষয়টাকে গোপনীয় এবং রহস্যময় হিসাবে, অবশ্যই বিষয়টা সেরকম কিছু না। ব্রেইন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের উৎস, সবাই জানে। প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী ইমোশন এই ফিল্ডগুলোতে মোটামুটি জটিল প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় এবং সবারই এই কথাটা জানা উচিত।

'এখন এমন একটা মাইণ্ডের কথা কল্পনা কর যা এই পরিবর্তনশীল ফিল্ডগুলো অনুভব করতে পারবে এবং এমনকি সেগুলোর সাথে রেজোনেটও করতে পারবে। অর্থাৎ মস্তিষ্কে একটা বিশেষ অর্গ্যান এর অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং এই অর্গ্যান যতগুলো ফিল্ড-প্যাটার্ন চিহ্নিত করতে পারবে সবগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। কাজটা কীভাবে করে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে সেটা কোনো ব্যাপার না। উদাহরণ দিয়ে বলছি, আমি যদি অন্ধ হই, তারপরেও ফোটন এবং শক্তিমাত্রার গুরুত্ব শিখতে পারবো এবং আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হবে যে একটা ফোটন যদি এই ধরনের শক্তি শোষণ করে তাহলে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে যা চিহ্নিত করা যাবে। কিন্তু অবশ্যই আমি রং-এর ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।'

'তোমরা বুঝতে পারছ?'

এন্থর দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, অন্যদের মনে হয় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত।

'এই প্রস্তাবিত মাইণ্ড রেজোনেটিং অর্গ্যান, আরেকটা মাইণ্ড থেকে নিক্ষেপিত ফিল্ডগুলোর সাথে নিজেকে সমন্বিত করে যে কাজ সম্পাদন করে তাই "রিডিং ইমোশন" বা "রিডিং মাইণ্ড" হিসাবে পরিচিত যা আরও বেশি সূক্ষ্ম। এই অর্গ্যান বল প্রয়োগ করে আরেকটা মাইণ্ডের সাথে সমন্বিত হতে পারে। এর শক্তিশালী ফিল্ডগুলো আরেকটা মাইণ্ডের দুর্বল ফিল্ডের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে—যেমন একটি শক্তিশালী চুম্বক তার এটমিক ডাইপোল দ্বারা ইস্পাতের পাতকে চুম্বকায়িত করে ফেলে।

'আমি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের গণিত সমাধান করে একটা অপেক্ষক বের করেছি যা নিউরোনিক পাথ-এর প্রয়োজনীয় মিশ্রণের পূর্বাভাস দেবে এবং একটা অর্গ্যান এর গঠন বর্ণনা করবে যার কথা আমি এইমাত্র বললাম—কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত সেটা এতই জটিল যে বর্তমানে প্রচলিত গণিতের ধারণা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। খুব খারাপ, কারণ এর অর্থই হচ্ছে শুধুমাত্র এনসেফালোগ্রাফিক প্যাটার্নের সাহায্যে আমি একজন মাইণ্ড-ওয়ার্কারকে ধরতে পারবো না।'

'কিন্তু আমি অন্য কিছু করতে পারি। সেমিকের সাহায্যে, একটা জিনিস তৈরি করেছি যার নাম দিয়েছি আমি মেন্টাল স্ট্যাটিক ডিভাইস। এটা এমনভাবে তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যাবে যে ক্রমাগত "বাধা" বা "স্থিরতা" তৈরি করে আমাদের মাইণ্ডকে বিশেষ ধরনের মাইণ্ড সেন্স থেকে আড়াল করে রাখবে।'

'তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?'

মুখ টিপে হাসল সেমিক। যন্ত্রটা তৈরি করতে সে অন্ধের মতো সাহায্য করেছে, কিন্তু সে অনুমান করেছিল এবং সঠিক অনুমান। বুড়োর হাতে আর একটা বা দুটো কৌশল রয়েছে—

এন্থর বলল, 'আমার মনে হয় পারছি।'

'যন্ত্রটা,' ডেরিল আবার শুরু করলেন, 'তৈরি করা খুব সহজ এবং যুদ্ধকালীন গবেষণার প্রধান গবেষক হিসাবে এটি তৈরি করার সময় ফাউণ্ডেশনের সমস্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ছিল আমার হাতে। এবং এখন মেয়রের অফিস এবং আইন পরিষদ মেন্টাল স্ট্যাটিক দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। তেমনি প্রধান প্রধান ফ্যাক্টরি এবং এই বাড়িটাও। প্রকৃতপক্ষে আমরা চাইলে যে কোনো স্থান দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন বা ভবিষ্যতের কোনো মিউলের কাছ থেকে নিরাপদে রাখতে পারব। এতটুকুই বলার ছিল।'

তিনি হাত নেড়ে অতি সাধারণভাবে তার বক্তব্য শেষ করলেন।

টার্বর মনে হল হতভম্ব হয়ে গেছে। 'তাহলে সব শেষ হয়েছে। গ্রেট সেল্ডন, সব শেষ হয়েছে।'

'না, পুরোপুরি শেষ হয়নি।' ডেরিল বললেন।

'কেন পুরোপুরি হয়নি? আরও কিছু আছে?'

'হ্যাঁ, আমরা এখনও দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন পাইনি!'

'কী,' এন্থর গর্জে উঠল। 'আপনি বলতে চান—'

'হ্যাঁ, বলতে চাই কালগান দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন না।'

'আপনি কীভাবে জানেন?'

'সহজ ব্যাপার,' ডেরিল বললেন, 'আমি জানি কোথায় রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তোষজনক সমাধান

হঠাৎ হেসে উঠল টার্বর—পাগলের মতো হাসছে এবং হঠাৎ করেই ভাবাবেগের প্রবল অভিব্যক্তি থেমে গেল। দুর্বলভাবে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'গ্রেট গ্যালাক্সি, সারারাত ধরেই এরকম চলবে। একে একে আমরা সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। স্পেস! হয়তো সব গ্রহই দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন। হয়তো তাদের কোনো গ্রহই নেই, শুধু গুরুত্বপূর্ণ লোকগুলো সব গ্রহে ছড়িয়ে আছে এবং তাতে কী আসে যায়, যেহেতু ডেরিল বলেছে, আমাদের নিখুঁত প্রতিরক্ষা রয়েছে?'

কাষ্ঠহাসি হাসলেন ডেরিল। 'নিখুঁত প্রতিরক্ষাই যথেষ্ট নয়, টার্বর। এমনকি আমার মেন্টাল স্ট্যাটিক ডিভাইসও এমন জিনিস যে আমরা একই অবস্থানে থাকব। আমরা সারাজীবন হাত মুঠো করে বসে থাকতে পারি না, অজানা শত্রুর খোঁজে চতুর্দিকে পাগলের মতো চেয়ে থাকতে পারি না। কীভাবে জিততে হবে সেটা জানলেই আমাদের চলবে না, জানতে হবে কাদেরকে পরাজিত করব। এবং নির্দিষ্ট একটা গ্রহ রয়েছে যেখানে শত্রুরা থাকে।'

'আসল কথায় আসুন,' এন্থর বলল, ক্রুদ্ধ গলায়। 'আপনার ইনফর্মেশন কী?'

'আর্কেডিয়া,' ডেরিল বললেন, 'আমাকে একটা খবর পাঠায়, খবরটা পাওয়ার আগে যা অবশ্যম্ভাবী সেটা কখনোই আমার চোখে পড়েনি। হয়তো চোখে পড়তোও না। যাই হোক খবরটা ছিল খুব সাধারণ, "বৃত্তের শেষ বলে কিছু নেই।" তোমরা বুঝেছ?'

AMARBOI.COM

'না,' এন্থর বলল, কঠিন গলায় এবং সে প্রায় সবার মনের কথাই বলল।

'বৃত্তের শেষ বলে কিছু নেই,' মান্ পুনরাবৃত্তি করল, চিন্তিতভাবে এবং কপাল কুঞ্চিত হলো তার।

'ভাল,' ডেরিল বললেন, অধৈর্য্য হয়ে, 'আমার কাছে একদম পরিষ্কার—দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের ব্যাপারে কোন কথাটা আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি, হ্যাঁ? আমি বলে দেব! আমরা জানি যে হ্যারি সেল্ডন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেছেন গ্যালাক্সির বিপরীত প্রান্তের শেষে। হোমির মান্ বলেছে যে ঐ ফাউণ্ডেশনের ব্যাপারে সেল্ডন মিথ্যা বলেছেন। পিলীয়াস এন্থরের মতে সেল্ডন সত্য কথা বলেছেন শুধু অবস্থানের ব্যাপারে মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে হ্যারি সেল্ডন কোনো মিথ্যা কথা বলেননি; তিনি প্রকৃত সত্য কথা বলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু, অপরপ্রান্তটা কোথায়? গ্যালাক্সি একটা সমতল লেন্স আকৃতির বস্তু। এই সমতল বিস্তৃতির ধার ঘেঁষে রেখা টানলেই সেটা হবে একটা বৃত্ত এবং বৃত্তের শেষ বলে কিছু নেই— আর্কেডিয়া যা বুঝতে পেরেছে। আমরা—আমরা, প্রথম ফাউণ্ডেশন ঐ বৃত্তের প্রান্তে টার্মিনাসে অবস্থান করছি। আমরা রয়েছি গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে, তাত্ত্বিকভাবে। এখন এই বৃত্তের প্রান্ত থেকে সীমারেখা ধরে এগিয়ে গিয়ে অপরপ্রান্ত খুঁজে বের কর। এগিয়ে যাও, এবং তুমি অপরপ্রান্ত পাবে না। শুধু যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই ফিরে আসবে—

'এবং সেখানেই রয়েছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন।'

'সেখানেই?' পুনরাবৃত্তি করল এন্থর, 'আপনি বলতে চান এখানে?'

'হ্যাঁ, আমি এখানেই বোঝাচ্ছি!' ডেরিল উৎসাহ ভরে চিৎকার করে বললেন। 'কেন, অন্য কোথাও হতে পারে কী! তুমি নিজেই বলেছ যে যদি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনই সেল্ডনস্ প্ল্যানের মূল রক্ষক হয় তাহলে তারা গ্যালাক্সির তথাকথিত অপরপ্রান্তে অবস্থিত হতে পারে না, সেখানে তারা যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। তুমি ভেবেছিলে পঞ্চাশ পারসেক দূরত্বই যথেষ্ট। কিন্তু আমি বলছি সেটাও অনেকদূর। কোনো দূরত্বই যথেষ্ট নয়। এবং কোথায় তারা সবচেয়ে বেশি নিরাপদে থাকবে? এখানে ওদের কে খুঁজবে? ওহ্, এটা সেই প্রাচীন নীতি, যা সবচেয়ে অবশ্যম্ভাবী সেটাই সবচেয়ে কম সন্দেহজনক।'

'কেন বেচারা এবলিং মিস্ দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অবস্থান জানতে পেরে এত বিস্মিত এবং দিশেহারা হয়ে পড়েছিল? সে তাদেরকে খুঁজছিল মিউলের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য, আর বুঝতে পারল যে মিউল এক আঘাতে দুটো ফাউণ্ডেশনকেই দখল করে নিয়েছে। এবং মিউল কেন তার অনুসন্ধানে ব্যর্থ হলো। কেন হবে না? যদি কেউ অজেয় কোনো শত্রুকে খুঁজতে থাকে তাহলে এরই মধ্যে যে শত্রুদের সে পরাজিত করেছে তাদের মধ্যে খুঁজবে না। তাই মাইণ্ড-মাস্টাররা মিউলকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রচুর সময় পায় এবং শেষপর্যন্ত তাকে প্রতিহত করে।

'ওহ্, পাগল করার মতো অবস্থা। কারণ এখানে বসে আমরা কথা বলছি পরিকল্পনা করছি, ভাবছি সব গোপন রয়েছে—আসলে সবসময়ই আমরা আমাদের শত্রুর শক্ত মুঠোর ভেতর রয়েছি। হাস্যকর ব্যাপার।'

এন্থরের মুখ থেকে সন্দেহের ভাব গেল না, 'আপনি এই কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন, ড. ডেরিল?'

'আমি সত্যিই বিশ্বাস করি।'

'তাহলে আমাদের যে কোনো প্রতিবেশী, রাস্তায় যত লোক দেখি তাদের যে কেউ হতে পারে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের অতিমানব, তার মাইণ্ড আমারটার উপর লক্ষ্য রাখছে এবং অনুভব করছে চিন্তার স্পন্দন।'

'ঠিক তাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবং আমরা এত কিছু করলাম, তারা বাধা দিল না?'

'বাধা দেয়নি? তোমাকে কে বলল বাধা দেয়নি? তুমি নিজেই প্রমাণ করেছ যে মান্‌কে কনভার্ট করা হয়েছে। কেন ভাবছ যে মান্‌কে পাঠিয়েছিলাম পুরোপুরি আমাদের নিজের ইচ্ছায়—অথবা আর্কেডিয়া নিজের ইচ্ছায় ট্র্যানটরে গিয়েছে! আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি কোনো বিরতি ছাড়াই, সম্ভবত। মোটকথা এর বেশি কিছু করার দরকারও নেই ওদের। আমাদের থামিয়ে দেওয়ার চাইতে ভুল পথে পরিচালিত করাই ওদের জন্য বেশি লাভজনক।'

এন্থর গভীর ভাবনায় ডুবে গেল এবং মুখে ফুটে উঠল তীব্র অসন্তোষ। 'আমার পছন্দ হচ্ছে না। আপনার মেন্টাল স্ট্যাটিক কিছুটা কাজে দেবে। কিন্তু এই ঘরে আমরা সারাজীবন থাকতে পারব না এবং যখনই ঘর থেকে বের হব সব ভুলে যাব। যদি না আপনি গ্যালাক্সির প্রত্যেকের জন্য একটা করে ছোট ডিভাইস তৈরি করেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কিছুটা অসহায়, এন্থর। দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এই লোকদের একটা বিশেষ অনুভূতি রয়েছে যা আমাদের নেই। এটা তাদের শক্তি আবার দুর্বলতাও। যেমন বলতে পারো কোন অস্ত্র সাধারণ দৃষ্টিশক্তির লোকের উপর কার্যকরী হয় কিন্তু একজন অন্ধ লোকের উপর কার্যকরী হয় না?'

'নিশ্চয়ই,' মান্‌ বলল, দ্রুত 'চোখের উপর জোরালো আলো ফেললে।'

'ঠিক,' ডেরিল বললেন। 'তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো।'

'তাতে কী হয়েছে?' টার্বর জিজ্ঞেস করল।

'দুটোর মধ্যে পরিষ্কার সাদৃশ্য আছে। আমার একটা মাইণ্ড স্ট্যাটিক ডিভাইস আছে। এটা কৃত্রিম ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক প্যাটার্ন তৈরি করে যা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের কারও মাইণ্ডের কাছে আমাদের চোখে তীব্র আলো ফেলার মতো একই ব্যাপার। কিন্তু মাইণ্ড স্ট্যাটিক ডিভাইস দ্রুত পরিবর্তনশীল। যে মাইণ্ড গ্রহণ করছে তারচেয়েও দ্রুত ও অবিরত পরিবর্তন হয়। মিটমিট করে জ্বলা আলোর কথা ভাব, সেই ধরনের যা অনেকক্ষণ ধরে মিটমিট করলে তোমার মাথাব্যথা শুরু হতে পারে। এখন এই আলো অথবা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ঘনত্ব বাড়াও যতক্ষণ পর্যন্ত না চোখ ধাঁধানো হয়ে উঠে—এবং ব্যথা পাওয়া যাবে, অসহনীয় ব্যথা। কিন্তু তারাই পাবে যাদের বিশেষ অনুভূতি রয়েছে, অন্য কেউ না।'

'আসলেই?' এন্থর বলল, তার আগ্রহ বাড়ছে। 'আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'কার উপর? অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে কাজ করবে।'

'আচ্ছা, বাড়িটাকে ঘিরে যে ফিল্ড তৈরি করেছেন তার কন্ট্রোল কোথায়? আমি দেখতে চাই।'

'এখানে,' পকেটে হাত দিলেন ডেরিল। জিনিসটা খুব ছোট, পকেটে আছে বোঝাই যায়নি বাইরে থেকে। তিনি কালো, নবওয়ালা সিলিণ্ডার আকৃতির জিনিসটা এগিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্থর খুব ভাল করে দেখে কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখে তো কাজের জিনিস বলে মনে হয় না। দেখুন ডেরিল, কোনটা আমি স্পর্শ করব না? দুর্ঘটনাবশত বাড়ির প্রতিরক্ষা নষ্ট করতে চাই না।'

'তুমি পারবে না,' ডেরিল বললেন, নিরাসক্ত গলায়। 'ঐ কন্ট্রোলটা নির্দিষ্ট স্থানে লক করা আছে।' তিনি একটা সুইচ টিপলেন কিন্তু নড়ল না।

'এই নবটা কিসের?'

'এটা প্যাটার্ন স্থানান্তরের বিভিন্ন হার নির্ণয় করে। এই যে—এটা ঘনত্বের পরিবর্তন করে। যার কথা বলছিলাম।'

'চালিয়ে দেখি—' এন্থর জিজ্ঞেস করল, আঙ্গুল নবের উপর। অন্যরা ভিড় করে এলো কাছাকাছি।

'কেন নয়?' ডেরিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন। 'আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

ধীরে ধীরে প্রায় নাকমুখ কুঁচকে এন্থর নবটা ঘুরাল, প্রথমে ডানদিকে, তারপর বাঁদিকে। দাঁত ঘষছে টার্বর। মান্ দ্রুত চোখ পিটপিট করছে। যেন তাদের প্রভাবিত করবে না এমন স্পন্দন ধরার জন্য অপ্রতুল অনুভূতিকে প্রখর করে তুলছে।

শেষপর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল বক্স ডেরিলের হাতে ফিরিয়ে দিল এন্থর। 'তো আমার মনে হয় আপনার কথা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু কল্পনা করা কঠিন যে নব ঘুরানোর পর কিছুই ঘটেনি।'

'স্বাভাবিক, পিলীয়াস এন্থর,' ডেরিল কঠোর হেসে বললেন। 'তোমাকে যেটা দিয়েছি সেটা নকল, আমার কাছে আরেকটা আছে।' তিনি জ্যাকেট একপাশে সরিয়ে প্রথমটার মতো হুবহু দেখতে আরেকটা কন্ট্রোল বক্স বের করলেন। জিনিসটা ঝোলানো ছিল বেল্টের সাথে।

'দেখেছ,' ডেরিল বললেন এবং একবারেই ঘনত্ব বাড়ানোর নব সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ঘুরালেন।

একটা অপার্থিব চিৎকার দিয়ে এন্থর মাটিতে পড়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ফ্যাকাশে আঙুলগুলো মাথার চুল জোরে আঁকড়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলার নিষ্ফল চেষ্টা করছে।

মান্ দ্রুত পিছনে সরে গেল যেন মোচড়ানো শরীরের সাথে ধাক্কা না লাগে এবং আতঙ্কে তার চোখ দ্বিগুণ বড় হয়ে গেছে। সেমিক এবং টার্বর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে; অনড় এবং ফ্যাকাশে।

ডেরিল, বিষণ্ন, নবটাকে আবার পিছন দিকে ঘুরালেন এবং এন্থরের দেহ একবার বা দুবার ঝাঁকুনি খেল। এখনও মাটিতে শুয়ে। বেঁচে আছে, শ্বাস নিচ্ছে।

'ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও,' ডেরিল বললেন, তরুণের মাথার দিকটা ধরে আছেন। 'আমাকে সাহায্য কর।'

টার্বর পায়ের দিকে ধরল। যেন তারা ময়দার বস্তা তুলছে এমনভাবে তাকে তুলল। তারপর, অনেকক্ষণ পর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে এন্থরের চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। মুখ ভয়ানক রকম হলুদ; চুল এবং সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে আর তার কণ্ঠ, যখন সে কথা বলল ভাঙা এবং চেনা যায় না একেবারেই।

'আর না,' সে ফিসফিস করে বলছে, 'আর না! আরেকবার এমন করবেন না! আপনি জানেন না—আপনি জানেন না—ওহ্-হ্-হ্।' দীর্ঘ প্রলম্বিত আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

'আমরা তোমাকে আর ব্যথা দেব না,' ডেরিল বললেন, 'যদি তুমি সত্য কথা বলো। তুমি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এজেন্ট?'

'আমাকে একটু পানি দিন,' এন্থর আবেদন করল।

'ওকে পানি দাও, টার্বর,' ডেরিল বললেন, 'হুইস্কির বোতলটাও নিয়ে এস।'

ছোট মদের গ্লাসে একগ্লাস হুইস্কি এবং দুই গ্লাস পানি দেওয়ার পর প্রশ্নটা তিনি আবার করলেন। তরুণ মনে হয় কিছুটা শিথিল—

'হ্যাঁ,' সে বলল, ক্লান্ত স্বরে, 'আমি দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের একজন সদস্য।'

'যার অবস্থান,' ডেরিল বলে চলেছেন, 'এখানে—টার্মিনাসে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার প্রতিটি অনুমান সঠিক, ড. ডেরিল।'

'ভাল! এখন ব্যাখ্যা কর গত ছয়মাসে কী ঘটেছে। বল আমাদের?'

'আমি ঘুমাতে চাই,' এন্থর ফিসফিস করল।

'পরে! এখন কথা বল!'

বড় দীর্ঘশ্বাস। তারপর শব্দ, নিচু এবং দ্রুতলয়ে। শোনার জন্য সবাই তার উপর ঝুঁকে পড়ল, 'পরিস্থিতি ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। আমরা জানতাম টার্মিনাস এবং এখানকার পদার্থবিজ্ঞানীরা ব্রেইন ওয়েভ প্যাটার্নের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন এবং হয়তো বা কোনো এক সময় মেন্টাল স্ট্যাটিক ডিভাইসের মতো একটা কিছু তৈরি করে ফেলবেন। এছাড়াও দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের প্রতি তাদের রাগ ক্রমেই বাড়ছিল। সেল্ডনস্ প্ল্যানের ক্ষতি না করেই আমাদের এটা থামানো দরকার ছিল।

'আমরা...আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলাম, জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আরও সন্দেহজনক হয়ে উঠে এবং আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারলাম যে কালগান যুদ্ধ ঘোষণা করলে আরও বিভ্রান্তি তৈরি হবে। তাই মান্‌কে কালগানে পাঠাই। স্ট্যাটিনের তথাকথিত উপপত্নী ছিল আমাদের পক্ষের। মান্ যাতে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে সেদিকটা সামলেছে সে—'

'সেলিয়া—' মান্ কেঁদে উঠল, কিন্তু ডেরিল হাত নেড়ে তাকে থামতে বললেন।

এন্থর চালিয়ে গেল, মাঝখানে যে বাধা পড়েছে সে বিষয়ে সচেতন নয়। 'আর্কেডিয়াও গেল। আমাদের হিসাবে ছিল না—সবকিছুই পূর্বে নির্ধারণ করতে পারি না—তাই যেন বাধা দিতে না পারে, সেলিয়া তাকে পরিচালিত করে ট্র্যানটরে পাঠাল। এইটুকুই বলার। শুধু শেষপর্যন্ত আমরা হেরে গেলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি চেয়েছিলে আমাকে ট্র্যানটরে পাঠাতে, তাই না?' ডেরিল জিজ্ঞেস করলেন।'

এন্থর সায় দিল, 'আপনাকে পথ থেকে সরানোর প্রয়োজন ছিল। আপনার মাইণ্ডের উৎফুল্ল ভাবই সব পরিষ্কার করে দিয়েছে। আপনি মাইণ্ড স্ট্যাটিক ডিভাইসের সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন।'

'তুমি আমাকে কনভার্ট করনি কেন?'

'পারতাম না...পারতাম না। আমার উপর আদেশ ছিল। আমরা একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছিলাম। যদি মাঝখানে নিজের সিদ্ধান্তে কিছু করতাম, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যেত। শুধু পূর্বনির্ধারিত সম্ভাবনার পরিকল্পনা...সেল্ডনস্ প্ল্যানের মতো।' সে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কথা বলছে এবং প্রায় অসংলগ্নভাবে। 'আমরা একজনকে নিয়ে কাজ করেছি...দল না...খুব নিম্ন সম্ভাবনা...। তাছাড়া...যদি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতাম..আরেকজন কেউ ডিভাইসটা তৈরি করত...লাভ হতো না...সময়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে...আরও জটিল...ফার্স্ট স্পিকারের নিজের প্ল্যান...শুধু...' সে একেবারেই থেমে গেল।

নির্দয়ভাবে তাকে ঝাঁকুনি দিলেন ডেরিল, 'তুমি এখন ঘুমাতে পারবে না। তোমরা কতজন ছিলে?'

'হাত্? কী বলছেন...ওহ্...খুব বেশি না...অবাক হতে পারেন...পঞ্চাশ জন...বেশি দরকার না।'

'সবাই টার্মিনাসে?'

'পাঁচ...ছয়জন স্পেসে...সেলিয়ার মতো...ঘুমাই।'

হঠাৎ অমানবিক প্রচেষ্টায় সে চোখ খুলে তাকাল, অনুভূতি হয়ে উঠল স্পষ্ট। নিজেকে বিচার করার, পরাজয় মেনে নেওয়ার এটাই ছিল শেষ প্রচেষ্টা।

'আপনাদের প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম। প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলতে পারতাম। দেখাতে পারতাম কে আসল প্রভু। কিন্তু আপনি আমাকে নকল কন্ট্রোল দেখিয়েছেন...প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন—'

শেষপর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল সে।

টার্বর ভীতস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে কতদিন থেকে সন্দেহ করছ, ডেরিল?'

'প্রথম যেদিন এখানে এসেছে সেদিন থেকেই। সে বলেছিল যে ক্লেইজের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু আমি ক্লেইজকে চিনি এবং আমি জানি কোন কারণে আমরা দুজন পৃথক হয়েছি। আমার যুক্তির কথা আমি ক্লেইজকে বলিনি; বললেও শুনত না। তার কাছে আমি ছিলাম কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক এবং এমনকী হয়তো দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের এজেন্ট। সেদিন থেকে প্রায় তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে আমার সাথে যোগাযোগ করেনি। তারপর হঠাৎ করেই আমার কাছে চিঠি লিখল—পুরোনো বন্ধু হিসাবে—তার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ছাত্র এবং সহকারীর সাথে পুরোনো অনুসন্ধানের কাজ আবার শুরু করার অনুরোধ জানিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা ছিল তার চরিত্রের বাইরে। অন্যের প্রভাব ছাড়া এ ধরনের কাজ সে কীভাবে করতে পারবে, এবং আমার মনে হলো এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার কাছে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সত্যিকার একজন এজেন্টকে পাঠানো। আমার ধারণা ঠিক ছিল —'

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন।

সেমিক দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, 'ওদের সবাইকে নিয়ে আমরা কী করব...দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের সদস্যদের নিয়ে?'

'আমি জানি না,' বিষণ্ণভাবে বললেন ডেরিল। 'আমরা তাদেরকে নির্বাসিত করতে পারি। যেমন "জোরানেল" এ। তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে মাইণ্ড-স্ট্যাটিক দিয়ে পুরো গ্রহটা ঘিরে রাখা যায়। অথবা নিঃশব্দ মৃত্যুই তাদের জন্য ভাল হবে।'

'তুমি কী মনে কর,' টার্বর বলল, 'তাদের অনুভূতি শিখে আমরা কাজে লাগাতে পারব। নাকি তারা এটা নিয়েই জন্মায়, মিউলের মতো?'

'আমি জানি না। আমার মনে হয় দীর্ঘ প্রশিক্ষণে এটা গড়ে উঠে। কিন্তু তুমি কেন শিখতে চাও। এই ক্ষমতা ওদেরকে সাহায্য করতে পারেনি।'

তার ভুরু কোঁচকানো।

গ্যালাক্সি! মানুষ কখন বুঝতে পারবে যে সে পুতুল না? মানুষ কীভাবে বুঝতে পারবে যে সে পুতুল না?

আর্কেডিয়া বাড়ি ফিরছে এবং শেষপর্যন্ত যে সমস্যার মুখোমুখি তাকে হতে হবে সেখান থেকে জোর করে নিজের চিন্তা সরিয়ে নিলেন।

সে বাড়ি ফিরেছে এক সপ্তাহ, তারপর দুই সপ্তাহ এবং তিনি সেই চিন্তাগুলোর দ্বিধা দূর করতে পারলেন না। কীভাবে পারবেন? তার অনুপস্থিতিতে মেয়েটা শিশু থেকে তরুণী হয়ে উঠেছে। সেই তার জীবনের যোগসূত্র; বিয়ের মধুর স্মৃতি যে ক্ষণস্থায়ী মধুচন্দ্রিমার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

এবং তারপর, এক সন্ধ্যায়, যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে তিনি বললেন, 'আর্কেডিয়া তোমার কেন মনে হয় যে টার্মিনাসেই দুটো ফাউণ্ডেশন রয়েছে?'

দুজন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল; প্রত্যেকের জন্য আলাদা ত্রিমাত্রিক টেলিভিউয়ারসহ সবচেয়ে সেরা আসনের টিকেট নিয়েছে; আর্কেডিয়ার পোশাকটা নতুন এবং সে খুশি।

এক পলকের জন্য তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। 'ওহ্, আমি জানি না, বাবা। শুধু আমার মনে হয়েছে।'

ড. ডেরিলের বুক থেকে বরফের স্তর যেন কিছুটা পাতলা হল।

'কীভাবে,' তিনি বললেন, গভীরভাবে। 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে তুমি জানলে টার্মিনাসেই রয়েছে দুটো ফাউণ্ডেশন?'

ভুরু সামান্য বাঁকা করল সে। 'ওখানে লেডি সেলিয়াকে দেখি। জানতে পারি সে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনার। এন্থরও তাই বলেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু সে ছিল কালগানে,' ডেরিল উৎসাহ দিলেন। 'কেন তুমি ভাবলে টার্মিনাসেই?'

এইবার আর্কেডিয়া উত্তর দেওয়ার আগে অনেকক্ষণ চুপ থাকল। সে কীভাবে জানল? কীভাবে জানল। কী যেন একটা ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বলল, 'সে ঘটনাগুলো জানত—লেডি সেলিয়া—এবং বেশিরভাগ খবর পেত টার্মিনাস থেকে। তোমার কাছে ঠিক মনে হয় না, বাবা।'

কিন্তু তিনি শুধু মাথা নাড়লেন।

'বাবা,' সে আর্তস্বরে বলল, 'আমি জানি। যত ভেবেছি ততই নিশ্চিত হয়েছি। সঠিক মনে হয়েছে।'

তার বাবার চোখে সব হারানোর দৃষ্টি। 'এটা ভাল না, আর্কেডিয়া। এটা ভাল না। যেখানে দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন জড়িত, সেখানে অর্ন্তজ্ঞান সন্দেহজনক। তুমি বুঝতে পারছ, তাই না? এটা হতে পারে অর্ন্তজ্ঞান—হতে পারে কন্ট্রোল!'

'কন্ট্রোল! তুমি বলতে চাও তারা আমাকে কনভার্ট করেছে? ওহ্, না। না তারা এটা করতে পারে না।' ছিটকে দূরে সরে গেল সে। 'কিন্তু এন্থর বলেনি যে আমার কথাই ঠিক? সে স্বীকার করেছে। সে সব স্বীকার করেছে এবং তুমি পুরো দলটাকেই টার্মিনাসে আটক করেছ, করোনি? বলো, করোনি।' দ্রুত দম নিচ্ছে সে।

'আমি জানি, কিন্তু আর্কেডিয়া, তুমি কী তোমার ব্রেইনের একটা এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিস করতে দেবে?'

জোরে মাথা নাড়ল সে, 'না, না! আমার প্রচণ্ড ভয় করছে।'

'আমাকে, আর্কেডিয়া? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের তো জানতেই হবে, তাই না?

সে শুধু একবার বাধা দিল, শেষ সুইচটা চালু করার আগে বাহু আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'যদি আমি অন্যরকম হই, কী হবে, বাবা? তুমি কী করবে?'

'আমার কিছুই করার থাকবে না, আর্কেডিয়া। যদি তুমি অন্যরকম হও, আমরা চলে যাব। ফিরে যাব ট্র্যানটরে, তুমি আর আমি এবং...এবং গ্যালাক্সির কোনো ব্যাপার নিয়ে আর কখনো মাথা ঘামাব না।'

ডেরিলের জীবনে কোনো এনালাইসিস এত ধীরে সম্পন্ন হয়নি। এবং যখন শেষ হলো, আর্কেডিয়া মাথা নিচু করে রাখল, তাকাতে সাহস পেল না। তারপর সে হাসতে শুনল এবং সেটাই পরিষ্কার করে দিল সব। লাফ দিয়ে উঠে বাবার বাড়ানো দুহাতের ভেতর সেঁধিয়ে গেল।

ডেরিল হড়বড় করে কথা বলছেন 'বাড়িটা সর্বোচ্চ মাইণ্ড স্ট্যাটিক দ্বারা নিরাপদ এবং তোমার ব্রেইন ওয়েভ পুরোপুরি স্বাভাবিক। আমরা সত্যি ওদেরকে ধরে ফেলেছি, আর্কেডিয়া এবং আমরা শান্তিতে বাস করতে পারব।'

'বাবা,' সে ফিসফিস করে বলল, 'আমরা এখন ওদের কাছ থেকে পদক নিতে পারি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কীভাবে জানলে যে আমি পদক পাব?' কিছুক্ষণ মেয়েকে বাহুর সমান ধরে রেখে হাসলেন। 'কিছু মনে করো না, তুমি সবই জানো। ঠিক আছে পদক পাবে সেই সাথে বক্তৃতাও দিতে পারবে।'

'আর বাবা?'

'হ্যাঁ?'

'তুমি কী আমাকে এখন থেকে আর্কেডি বলে ডাকবে?'

'কিন্তু—ঠিক আছে আর্কেডি।'

ধীরে ধীরে বিজয়ের অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ভাসিয়ে নিল। ফাউণ্ডেশন—প্রথম ফাউণ্ডেশন—এখন একমাত্র ফাউণ্ডেশন—গ্যালাক্সির আসল প্রভু। তাদের এবং দ্বিতীয় এম্পায়ারের মাঝে আর কোনো বাধা নেই—সেল্ডনস্ প্ল্যানের পূর্ণতা।

তাদের শুধু সেখানে পৌঁছতে হবে—

ধন্যবাদ তাদের—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃত সমাধান

অজানা গ্রহের অজানা এক কক্ষ!

এবং একজন পরিকল্পনাকারী যার পরিকল্পনা সফল হয়েছে।

ফার্স্ট স্পিকার শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পঞ্চাশজন পুরুষ এবং নারী। পঞ্চাশজন শহীদ! সবাই জানত এর অর্থই হচ্ছে মৃত্যু অথবা সারা জীবনের বন্দিত্ব এবং ওকে ভয়ভীতি ঠেকানোর মতো করে তৈরি করা হয়নি—তা হলে হয়তো প্রথমেই ধরা পড়ে যেত। যদিও কেউ দৃঢ়তা হারায়নি। প্ল্যান সফল করেছে, কারণ বৃহৎ প্ল্যানের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল।'

'আরও কম সংখ্যক হতে পারত না?' শিক্ষার্থী জিজ্ঞেস করল, সন্দেহের গলায়।

ফার্স্ট স্পিকার আস্তে মাথা ঝাঁকালেন, 'এটাই সর্বনিম্ন সীমা। সংখ্যায় আরও কম হলে পরিস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যেত না। বস্তুত ভুলক্রটির সম্ভাবনা থাকায় নিরপেক্ষ বিচারে পচাত্তরজন হওয়া প্রয়োজন ছিল। যাই হোক তুমি পনের বছর আগের স্পিকার কাউন্সিলের গৃহীত পদক্ষেপগুলো স্টাডি করেছ?'

'জী, স্পিকার।'

'এবং মূল অগ্রগতির সাথে তুলনা করে দেখেছ?'

'জী, স্পিকার,' তারপর, একটু নীরব থেকে

'আমি পুরোপুরি বিস্মিত, স্পিকার।'

'আমি জানি। সবসময়ই বিস্ময়কর কিছু ঘটছে। যদি জানতে নিখুঁত করে তোলার জন্য কতজন লোক কতমাস শ্রম দিয়েছে—বস্তুত কতবছর—তাহলে এত অবাক হতে না। এখন বলো কী ঘটেছে—কথায় বল। আমি তোমার কাছে গণিতের অনুবাদ চাই।'

'জী, স্পিকার,' তরুণ তার চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিল। 'অপরিহার্যভাবেই ফাউণ্ডেশনকে বিশ্বাস করানোর প্রয়োজন ছিল যে তারা দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশন খুঁজে পেয়েছে এবং ধ্বংস করতে পেরেছে। আরও একবার টার্মিনাস আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা অর্জন করবে; হিসাবের বাইরে রাখবে আমাদের। আরও একবার আমাদের অস্তিত্ব গোপন ও নিরাপদ হয়ে উঠবে—পঞ্চাশজন মানুষের জীবনের বিনিময়ে।'

'এবং কালগানিয়ান যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফাউণ্ডেশনকে বোঝানো যে তারা শারীরিক শত্রুকে প্রতিহত করতে পারে—মিউল তাদের মনের গভীরে আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব চালিকা শক্তির যে ক্ষতি করেছে সেটা দূর হবে।'

'এই ক্ষেত্রেই তোমার বিশ্লেষণ অপর্যাপ্ত। মনে রাখবে টার্মিনাসের জনসংখ্যা আমাদের বিপরীত। তারা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বকে হিংসা করে, ঘৃণা করে; আবার বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের উপর নির্ভর করে। কালগানিয়ান যুদ্ধের আগেই যদি আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম, তার অর্থ দাঁড়াত পুরো ফাউণ্ডেশনে দুর্বার বেগে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া। তারপর স্ট্যাটিন আক্রমণ করলে তাকে প্রতিহত করার সাহস ওদের কখনো হতো না; স্ট্যাটিন যুদ্ধে জয়ী হত। একমাত্র পরিপূর্ণ বিজয়ের আনন্দই আমাদের ধ্বংসের কোনো খারাপ প্রভাব তৈরি করত না।'

মাথা নোয়ালো শিক্ষার্থী, 'বুঝতে পেরেছি। তা হলে প্ল্যান-এর নির্দেশিত পথে কোনো প্রকার বিচ্যুতি ছাড়াই ইতিহাসের স্রোত বয়ে যাবে।'

'যদি না,' স্পিকার মনে করিয়ে দিলেন, 'আরও দুর্ঘটনা অনির্ধারিত এবং একক কারো দ্বারা সংগঠিত হয়।'

'এবং তার জন্য,' শিক্ষার্থী বলল, 'আমরা রয়েছি। শুধু? শুধু—বর্তমান ঘটনাবলীর একটা বিষয় আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, স্পিকার। প্রথম ফাউণ্ডেশন মাইণ্ড স্ট্যাটিক ডিভাইস তৈরি করেছে—আমাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী অস্ত্র। অন্তত তারা আগের চেয়ে শক্তিশালী।

'ভালো যুক্তি ধরেছ। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করার উপায় নেই। এই অস্ত্র নিষ্ক্রিয় অস্ত্রে পরিণত হবে, আমাদের কাছ থেকে বিপদের হুমকি নেই বলে এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিস নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞানে পরিণত হবে। জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে। তাই প্রথম ফাউণ্ডেশনের মেন্টাল সাইন্টিস্টদের প্রথম প্রজন্মই হবে শেষ প্রজন্ম—এবং এক শতাব্দীর মধ্যে মাইণ্ড স্ট্যাটিক পরিণত হবে ভুলে যাওয়া অতীতে।'

'ভালো,' মনে মনে হিসাব করে নিচ্ছে শিক্ষার্থী। 'আমার মনে হয় আপনার কথাই ঠিক।'

'কিন্তু যে বিষয়টা চেয়েছিলাম তুমি খুব ভালোভাবে বুঝবে, ইয়ংম্যান, কাউন্সিলে তোমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য, সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যাঘাতগুলো বিশ্লেষণ করা যে কারণে আমরা একক আচরণ বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হই। এন্থর একটা পদ্ধতিতে নিজের বিরুদ্ধে সন্দেহ ঘনিয়ে তুলেছে এবং সঠিক সময়ে সেটা পরিণত করে তুলেছে, কিন্তু এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ।

'আরেক পদ্ধতিতে পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যেন সময়ের আগে কারো কাছেই এমন মনে হবে না যে, টার্মিনাসই হচ্ছে সেই স্থান, যা তারা খুঁজছে। তথ্যটা আর্কেডিয়াকে জানানো হলো, যার কথা তার বাবাই একমাত্র শুনবে। তাকে ট্র্যানটরে পাঠানো হলো এবং সময়ের আগে যেন তার বাবার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগ করতে না পারে সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হলো। এই দুজন হাইপার এটমিক মোটর-এর দুটি প্রান্ত; একজনকে ছাড়া অন্যজন নিষ্ক্রিয়। এবং সুইচ চালু করে যোগাযোগ তৈরি করা হলো—একেবারে সঠিক মুহূর্তে। আমি নিজে ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছি।'

'এবং শেষ লড়াইটাও দক্ষভাবে পরিচালিত হলো। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল ফাউণ্ডেশনের ফ্লিট এবং অন্যদিকে কালগান ফ্লিট পালানোর জন্য প্রস্তুত। এই ব্যাপারটাও আমি নিশ্চিত করেছি!'

শিক্ষার্থী বলল, 'আমার কাছে মনে হয়েছে, স্পিকার, যে আপনি...আমি বলতে চাই, আমরা সবাই...হিসাব করে দেখেছি ড. ডেরিল কোনো সন্দেহই করবেন না যে আর্কেডিয়াকে আমরা ব্যবহার করেছি। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ত্রিশভাগ সম্ভাবনা ছিল যে তিনি বুঝতে পারবেন। তখন কী ঘটত?'

'সেই ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য রেখেছিলাম। টেম্পার প্লেটিও সম্বন্ধে তুমি কী শিখেছ? কি সেগুলো? নিশ্চয়ই কোনো ইমোশনাল বায়াস-এর পরিচিতিমূলক যুক্তিপ্রমাণ না। কাজটা সবচেয়ে আধুনিক এনসেফালোগ্রাফিক এনালাইসিস-এ ধরা-পরার সম্ভাবনা ছাড়াই করা যাবে। ল্যাফর্টিস থিওরেম-এর একটা ব্যাখ্যা তুমি জান। পূর্বের ইমোশনাল বায়াস পরিবর্তনযোগ্য, কর্তনযোগ্য এবং সেটা ধরা পড়বে। ধরা পড়তেই হবে।'

'এবং অবশ্যই, ড. ডেরিল টেম্পার প্লেটিও সম্বন্ধে যেন সব জানতে পারেন এন্থর সেই বিষয়টা নিশ্চিত করেছে।'

'যাই হোক, কখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রমাণ ছাড়াই ইমোশনাল কন্ট্রোলের অধীনস্থ করা যায়? যখন স্থানান্তরের জন্য কোনো পূর্ববর্তী ইমোশনাল ট্রেণ্ড থাকে না, অন্য কথায় বলা যায় যখন ঐ ব্যক্তির মাইণ্ড নতুন জন্ম নেওয়া শিশুর মতো খালি থাকে। আর্কেডিয়া ডেরিল পনের বছর আগে ট্র্যানটরে ঠিক সেরকমই শিশু ছিল, যখন পরিকল্পনার প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করা হয়। সে কোনোদিনও জানতে পারবে না যে তাকে কন্ট্রোল করা হয়েছে এবং তার জন্য ভাল হয়েছে, যেহেতু এই কন্ট্রোল তার আকর্ষণীয় ও মননশীল ব্যক্তিত্ব তৈরি করে দেবে।'

ফার্স্ট স্পিকার ছোট করে হাসলেন। 'সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা। প্রায় চারশ বছর ধরে সেলডনের কথা, "অপজিট এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি" মানুষকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা তাদের নিজস্ব পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল; স্কেল, চাঁদার সাহায্যে গ্যালাক্সির অপরপ্রান্তের হিসাব করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো প্রান্তসীমার একশ আশি ডিগ্রি পেরিফেরি বা মূল অবস্থানে ফিরে আসে।'

'তবে আমাদের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে যে পদার্থবিজ্ঞানেও এই সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান রয়েছে। গ্যালাক্সি শুধুমাত্র একটা ডিম্বাকার সমতল বস্তু না। মূলত এটা ডাবল স্পাইরাল। প্রায় আশি ভাগ বাসযোগ্য গ্রহগুলো রয়েছে প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহুতে। টার্মিনাস স্পাইরাল বাহুর একেবারে শেষপ্রান্তে, এবং আমরা অন্য প্রান্তে —এখন একটা স্পাইরালের বিপরীত প্রান্ত কোনটা? কেন, কেন্দ্র।'

'কিন্তু এই সমাধান অকিঞ্চিৎকর এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। সমাধান দ্রুত পাওয়া যাবে যদি প্রশ্নকারীর মনে থাকে যে সেল্ডন ছিলেন একজন সামাজিক বিজ্ঞানী, পদার্থ বিজ্ঞানী না এবং সেভাবেই চিন্তা করতে হবে। একজন সামাজিক বিজ্ঞানীর কাছে "অপজিট এণ্ড" কথাটার অর্থ কী? মানচিত্রের বিপরীত শেষপ্রান্ত? অবশ্যই না।'

'ফার্স্ট ফাউণ্ডেশন রয়েছে এমন পেরিফেরিতে যেখানে মূল এম্পায়ার ছিল সবচেয়ে দুর্বল, সভ্যতার আলো নেই, যেখানে সম্পদ এবং সংস্কৃতি প্রায় অনুপস্থিত। এবং গ্যালাক্সির সামাজিক বিপরীত শেষপ্রান্ত কোথায়? কেন, সেই স্থানে যেখানে মূল এম্পায়ার শক্তিশালী, সভ্যতার আলো সর্বাধিক, যেখানে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি শক্তিশালীভাবে উপস্থিত।

'এখানে! কেন্দ্রে! ট্র্যানটরে, সেলডনের সময়ে এম্পায়ারের রাজধানী।'

'এবং এটাই স্বাভাবিক। হ্যারি সেল্ডন দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনকে রেখে গেছেন তার কাজের উন্নয়ন, বর্ধন এবং সংরক্ষণের জন্য। পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা এই কথা জানি বা অনুমান করেছি। কিন্তু কোনখান থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করা যাবে। ট্র্যানটর থেকে, যেখানে সেল্ডন তার সহকর্মীদের নিয়ে কাজ করেছিলেন, যেখানে বহুশতকের সঞ্চিত জ্ঞান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এবং দ্বিতীয় ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শত্রুদের কাছ থেকে সেল্ডনস্ প্ল্যান রক্ষা করা।'

'এখানে! এই ট্র্যানটরে, যেখানে এম্পায়ার ধ্বংস হয়েছে, তাও প্রায় তিন শতাব্দী আগে, এখনও যে-কোনো সময় চাইলেই ফাউণ্ডেশনকে ধ্বংস করে দিতে পারে।'

'তারপর যখন ট্র্যানটরের পতন ঘটে এবং পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, প্রায় এক শতাব্দী আগে, স্বভাবতই আমরা আমাদের নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং পুরো গ্রহে একমাত্র ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি এবং তার চারপাশের প্রাঙ্গণের কোনো ক্ষতি হয়নি। গ্যালাক্সির সবাই কথাটা জানে।'

ট্র্যানটরেই এবলিং মিস আমাদের আবিষ্কার করেছিল এবং গোপনীয়তা যেন সে ফাঁস করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার কারণে ফাউণ্ডেশনের এক সাধারণ মেয়ের কাছে প্রচণ্ড মিউট্যান্ট পাওয়ারের অধিকারী মিউল পরাজিত হয়। অবশ্যই এ ধরনের ঘটনা যেখানে ঘটবে সেখানে সবার সন্দেহের দৃষ্টি পড়বে। এখানে বসেই আমরা মিউলকে পর্যবেক্ষণ করি এবং তাকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা তৈরি করি। এখানেই আর্কেডিয়া জন্মেছে এবং সেল্ডনস্ প্ল্যানকে সঠিক লাইনে ফিরিয়ে আনার ট্রেন এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে।'

'এবং সবকিছুই ঘটেছে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রেখে; নিজেদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে, কারণ সেল্ডন "অপজিট এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি" বলেছেন এক অর্থে এবং তারা এর ব্যাখ্যা করেছে অন্যভাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার্থীর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে থামলেন ফার্স্ট স্পিকার। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য রকম উজ্জ্বল অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকলেন; সুবিশাল গ্যালাক্সি এখন চিরকালের জন্য বিপদমুক্ত।

হ্যারি সেল্ডন ট্র্যানটরকে বলতেন "স্টার্স এণ্ড" তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কী সুন্দর কাব্যিক কল্পনা। এই পাথরখণ্ডই একসময় ছিল মহাবিশ্বের পরিচালক; সকল নক্ষত্র ছিল তার আঁচলের তলায়। "সব রাস্তাই গেছে ট্র্যানটরের দিকে," প্রাচীন প্রবাদ এবং এই সেই স্থান যেখানে "সব নক্ষত্রের শেষ।"'

দশমাস আগে ফার্স্ট স্পিকার এই একই নক্ষত্ররাশির দিকে তাকিয়ে ছিলেন— কেন্দ্রের কাছে বেশি সংঘবদ্ধ রাশি রাশি গ্রহনক্ষত্রের সমষ্টিকেই মানবজাতি নাম দিয়েছে গ্যালাক্সি; তখন তাকিয়েছিলেন সংশয় নিয়ে; কিন্তু এখন তার গোলাকার লালবর্ণের মুখে হালকা সন্তুষ্টির চিহ্ন, হাসছেন প্রীম পালভার—ফার্স্ট স্পিকার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইটফল

আইজাক আসিমভ

ছয় সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ এক গ্রহে নেমে আসছে অন্ধকার রাত, দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ... ...

ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্মুখীন কালগাশ গ্রহ– কিন্তু অল্প কয়েকজন মানুষই তা জানে। কালগাশ গ্রহের দিনের আলো অবিনশ্বর, ছয়-ছয়টি সূর্য একসাথে আলোকিত করে রাখে গ্রহের আকাশ। কিন্তু দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে রাত, কিছুক্ষণ পরেই ছয়টি সূর্য একসাথে অস্ত যাবে– এবং রাতের নিশ্ছিদ্র ভয়-জাগানো অন্ধকারের সাথে পরিচয়হীন মানুষগুলো সীমাহীন আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যাবে, সামান্য একটু আলোর জন্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে সবকিছু– ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হয়ে যাবে কালগাশ গ্রহের বুকে গড়ে উঠা সভ্যতা।

আইজাক আসিমভের ছোটগল্প ***নাইটফল*** প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। সাথে সাথেই গল্পটি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। লেখক পরিণত হন কিংবদন্তীতে। কিন্তু গল্পটি লেখা হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসরে। অনেক প্রশ্নের জবাবই লেখক তাতে দিতে পারেন নি। তাই ড. আসিমভ প্রায় তারই সমকক্ষ এবং একাধিকবার হুগো আর নেবুলা পুরস্কার বিজয়ী কল্পকাহিনী লেখক রবার্ট সিলভারবার্গের সাথে মিলে ***নাইটফল*** গল্পটিকে উপন্যাসে রূপ দেন। এই উপন্যাসটিকে বিবেচনা করা হয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর ইতিহাসে সর্বাধিক জনপ্রিয়, মনোমুগ্ধকর এবং বিস্ময়কর কল্পকাহিনী হিসেবে। মূল ছোট গল্পটিকেই এই উপন্যাসে বিশাল পরিসরে বিস্তৃত করেছেন লেখকদ্বয়। অনেক প্রশ্নের জবাবই এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তারা। এই বই পড়ে পাঠক নিজের অজান্তেই অনুভব করবেন রাতের গভীরতা, দিনের অবসায়নের তাৎপর্য।

নাইটফল-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন : নাজমুছ ছাকিব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স া য়ে ন্স ফি ক শ ন

দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি

ডগলাস এ্যাডাম্‌স

দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি– ডগলাস এ্যাডাম্‌সের একটি কমেডি সাইন্স ফিকশন সিরিজ। ১৯৭৮ সালে বিবিসি'র চ্যানেল ফোরে রেডিও কমেডি হিসেবে এই সিরিজের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে এটি প্রকাশিত হয়, ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় মাল্টিমিডিয়া ফেনোমেনানে যার মধ্যে রয়েছে স্টেজ শো, পাঁচ খণ্ডের সিরিজ প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে। ১৯৮১ সালে টিভি সিরিজ, ১৯৮৪ সালে কম্পিউটার গেম্‌স। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম তিনটি বই নিয়ে তিন খণ্ডের কমিক বুক। এই সিরিজের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এপ্রিল ২০০৫-এ মুক্তি পায় এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে হলিউডের অর্থায়নে নির্মিত চলচ্চিত্র।

সিরিজের অন্তর্ভূক্ত বইসমূহ হচ্ছে : দ্য হিচহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সি; দ্য রেস্টুরেন্ট এ্যাট দ্য এণ্ড অব দ্য গ্যালাক্সি; লাইফ, দ্য ইউনিভার্স, অ্যাণ্ড এভরিথিং; সো লং, অ্যাণ্ড থ্যাংকস ফর অল দ্য ফিস; এবং মোস্টলি হার্মলেস।

কাহিনীর নায়ক আর্থার ডেন্ট, এলিয়েন ভোগুনদের হাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেণ্ড আগে বন্ধু ফোর্ড প্রিফেক্টকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। ফোর্ডও একজন এলিয়েন। ব্যাটেলগাস-এর কাছে অবস্থিত ছোট এক গ্রহের বাসিন্দা, ইপোনিমাস গাইড-এর গবেষক। জাফোড বিবিলব্রক্স, ফোর্ডের সৎ চাচাত ভাই এবং পার্ট-টাইম গ্যালাক্টিক প্রেসিডেন্ট নিজের অজান্তেই আর্থার এবং ফোর্ডের জীবন রক্ষা করে নিয়ে আসে তার চুরি করা স্পেসশিপ স্বর্ণহৃদয়ে। এই স্পেসশিপের ক্রুদের মধ্যে আছে : মারভিন দ্য প্যারানয়েড এণ্ডরয়েড (প্রচণ্ড হতাশায় ডুবে যাওয়া এক রোবট) আর ট্রিলিয়ান নামের এক মহিলা। আর্থারের জানা-মতে সে আর ট্রিলিয়ানই পৃথিবীর একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করে কিংবদন্তীর গ্রহ মাগ্রাথা এবং সেই প্রশ্নটা যার জবাব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

অনেক সমালোচকের মতে হিচ হাইকারস সিরিজের জনপ্রিয়তা আইজাক আসিমভের 'ফাউণ্ডেশন' সিরিজের সমতুল্য বা তার চেয়েও বেশি। এই পর্যন্ত ত্রিশটিরও বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~